নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রতিবেদন

“শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)”

স্বাস্থ্য ও গৃহায়ন সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৭

“শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)” ■ জুন ২০১৭

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-v
২।	**প্রথম অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ**	২-৬
	১.১ প্রকল্পের পটভূমি	
	১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	
	১.৩ প্রকল্পের ১ম সংশোধন	
	১.৪ ২য় সংশোধন	
	১.৫ এক নজরে প্রকল্পের তথ্য	
	১.৬ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা	
	১.৭ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধি)	
	১.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	
৩।	**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology)**	৭-১২
	২.১ সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ	
	২.২ প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ	
	২.৩ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	
	২.৪ ডিপিপি/আরডিপিপি, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়	
	২.৫ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য বছর ভিত্তিক অর্থ চাহিদা ও বরাদ্দ	
	২.৬ নির্মাণ কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি	
	২.৭ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিবীক্ষণ	
	২.৮ নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্টের ফলাফল	
	২.৯ নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ	
	২.১০ অনুমোদিত নির্মাণ নকশা অনুযায়ী নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবন/স্থাপনার এক/একাধিক অংশ সরেজমিনে পরিমাপ	
	২.১১ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	
	২.১২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা	
	২.১৩ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাথে আলোচনা (KII)	
	২.১৪ স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার	
	২.১৫ প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ	
	২.১৬ তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের মান নিয়ন্ত্রণ	
	২.১৭ সংগৃহীত তথ্যাদি সম্পাদনা (এডিটিং) ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	
৪।	**তৃতীয় অধ্যায়ঃ অনুমোদিত আরডিপিপিতে বছর ভিত্তিক অর্থ সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও অংগ ভিত্তিক সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ**	১৩-২৪

৩.১ আরডিপিপি ও আরএডিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

৩.২ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের খাত ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত)

৩.৩ নির্মাণ কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক চাহিদা ও বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান

৩.৪ প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৩.৫ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তিমূল্য, কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখ, আর্থিক অগ্রগতি

৩.৭ শুণ্য অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্প কার্যক্রম

৫। **চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ** ২৫-২৬

৬। **পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য/কার্য/সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর -২০০৮ অনুসরণ** ২৭

৭। **৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/নির্মিত/নির্মাণাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের গুণগত মান, ল্যাবরেটরি টেস্ট ফলাফল যাচাই, ক্রয় প্রক্রিয়ার কেস স্টাডি ইত্যাদি** ২৮-৪৮

৬.১ নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ

৬.২ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান সম্পর্কে মন্তব্য

৬.৪ প্যাকেজভুক্ত নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পরিমাপ এবং অনুমোদিত স্থাপত্য নকসার সাথে তুলনা

৬.৫ টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ সম্পর্কিত কেস স্টাডিসহ প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ

৬.৬ ১০ তলার ভিত ও সিঙ্গেল বেইজমেন্টসহ ৬ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ

৬.৭ ৮ তলা ভিতসহ ৫ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজসহ)

৬.৮ ৬ তলা ভিতসহ ৫ তলা হোস্টেল ভবন (মহিলা) নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী, পানি সরবরাহ এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজসহ)

৬.৯ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ

৮। **সপ্তম অধ্যায়ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা** ৪৯-৫৫

৯। **অষ্টম অধ্যায়ঃ স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার, মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII) এবং SWOT Analysis** ৫৬-৬৩

৮.১ স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার

৮.২ সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মতামত

৮.৩ SWOT Analysis

১০। **নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যাদি (Findings)** ৬৪-৬৫

১১। **নবম অধ্যায়ঃ সুপারিশ** ৬৬-৬৭

১২। **পরিশিষ্ট: ১ – ২৩** ৬৯-৯১

Abbreviation & Acronym

ADP	Annual Development Program
BUET	Bangladesh University of Engineering & Technology
CCU	Critical Care Unit
CCGP	Cabinet Committee on Government Purchase
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPEC	Departmental Project Evaluation Committee
DPM	Direct Procurement Method
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
FM	Force Magnitude
GOB	Government of Bangladesh
ICU	Intensive Care Unit
IMED	Implementation Monitoring & Evaluation Division
KII	Key Informant Information
MPA	Mega Pacales
NICU	Neonatal Intensive Care Unit
NOA	Notification of Award
OTM	Open Tender Method
PIC	Project Implementation Committee
PIU	Project Implementation Unit
PSC	Project Steering Committee
PSI	Pounds per Square Inch
PWD	Public Works Department
RADP	Revised Annual Development Program
RDPP	Revised Development Project Proposal
TEC	Tender Evaluation Committee
TOC	Tender Opening Committee

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

I. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসণের জন্য সুপারিশ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে থাকে। এ কাজের অংশ হিসেবে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করে প্রতি বছর নির্বাচিত কিছু কিছু প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে জনাব মোঃ খালেদুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ২৪/১১/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

II. **প্রকল্পের বর্ণনাঃ** চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও অনেক উন্নত দেশ থেকে পিছিয়ে আছে। পেশাদার ডাক্তারদের পরিবর্তে অপেশাদার ও হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শে দরিদ্র লোকেরা চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। এ সকল দিক বিবেচনায় হাওড় প্রধান কিশোরগঞ্জ জেলার বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পমূল্যে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা/সুচিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য **"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন"** শীর্ষক মূল প্রকল্পটি মোট ৫৪৫৪৬.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি ১ম বারের মতো মোট ৫৬৫৮৬.৬২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মেয়াদকাল ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে মেয়াদকাল ১ বছর (জুন ২০১৭ পর্যন্ত) বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি মোট ৫৯৩৯৯.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০৭/১২/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সংশোধনের প্রধান কারণসমূহ হলো- কিছু কিছু নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ, মেয়াদকাল বৃদ্ধি এবং নির্মাণ নকশা পরিবর্তনের কারণে কিছু কিছু নির্মাণ কাজের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি।

III. **নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology):**
প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নোক্ত ২টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছেঃ

i) **সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহঃ**

ডিপিপি, আরডিপিপি, এডিপি, আরএডিপি, আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভার তথ্য, একনেক/ পিইসি/ ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি);

ii) **প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহঃ**

- Structured Questionnaire-এর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক এবং কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত মোট ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর (ছাত্র-৫০ জন ও ছাত্রী- ৫০ জন) সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
- প্রকল্পের অধীনে ক্রয় কার্যক্রম/টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ হয়েছে কি-না তা যাচাই;
- নির্মাণ নকশা ও আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরেজমিনে নির্মাণ কাজের পরিমাণ পরিমাপ;

- মূখ্য তথ্য প্রদানকারীদের সাথে (KII) আলোচনা (মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, প্রকল্প পরিচালক, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক);
- বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ;
- স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার ও SWOT এনালাইসিস।

IV. নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যাদি (Findings)

i) মূল প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় হতে সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় ৮.৯০% এবং মেয়াদকাল ৬৬.৬০% বৃদ্ধি;

ii) মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৩৪৮১২.১২ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫৮.৬১% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৪.১১%।

iii) প্রকল্প শুরু হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ২৭টি প্যাকেজের মধ্যে মাত্র ৬টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। কার্যাদেশে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ১৭টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি;

iv) প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৩১টি প্যাকেজের কোন আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়নি;

v) প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে (জুন ২০১৭) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে না;

vi) নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর (রড, সিমেন্ট, ইট, বালি) মান ল্যাবরেটরি টেস্টে রেফারেন্স ভ্যালু হতে অধিক পাওয়া গিয়েছে;

vii) প্রকল্পের অধীনে অধিগ্রহণকৃত ৩৩.০০ শতাংশ জমি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ছাড়াই অরক্ষিত আছে;

viii) একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের কিছু কিছু দরজার পাল্লার কাঠ নিম্নমানের, ফিনিশিং ভাল হয়নি, কাঠের জোড়া ফাঁকা এবং পাল্লা বাঁকা হয়ে পড়েছে;

ix) ৯৪.৭৩% (৩৬ জন) ছাত্র এবং ৯৩.৩৩% (৪২ জন) ছাত্রী বলেছেন, হোস্টেলের টয়লেট ও বাথরুম নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। সুপেয় পানির অভাব এর ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৮৯.৪৭% এবং ৮০%। হোস্টেলের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলেছেন ৩৬.৮৪% ছাত্র এবং ৫৫.৫৫% ছাত্রী জানিয়েছেন;

x) ৭৮% (৩৯ জন) ছাত্র এবং ৯০% (৪৫ জন) ছাত্রী বলেছেন, বর্তমানে মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না;

xi) ৯২.৩২% (৩৬ জন) ছাত্র এবং ৮২.২২% (৩৭ জন) ছাত্রী শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত না হওয়ার কারণ হিসেবে শিক্ষক ঘাটতির কথা বলেছেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৭৯.৪৯% (৩১ জন) এবং ৮৪.৪৪% (৩৮ জন);

xii) ৩৮% ছাত্র এবং ৬৪% ছাত্রী হোস্টেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীবাসে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রাখার পক্ষে ৫২% ছাত্র এবং ৬৪% ছাত্রী মত দিয়েছেন।

xiii) ৬০% (৩০ জন) ছাত্র ও ৪৮% (২৪ জন) ছাত্রী পড়াশুনা করার লক্ষ্যে লাইব্রেরিতে গমন করেন না। লাইব্রেরিতে

গমন না করার কারণ হিসেবে ৭৩.৭৩% (২২ জন) ছাত্র এবং ৭০.৮৩% (১৭ জন) ছাত্রী ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি খোলা রাখা হয় না বলে উল্লেখ করেছেন।

xiv) লাইব্রেরির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৫৪% (২৭ জন) ছাত্র লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট ব্যবস্থা রাখা, ৫০% (২৫ জন) ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। অন্যদিকে, ছাত্রীদের বেলায় এ হার যথাক্রমে ৬২% (৩১ জন), ৪২% (২১ জন)।

V. প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা

i) **প্রকল্পের অধীনে অধিগ্রহণকৃত জমি অরক্ষিতঃ** এ প্রকল্পের অধীনে অধিগ্রহণকৃত ২০.৮৩ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩৩.০০ শতাংশ জমি সীমানা প্রাচীর ছাড়াই অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এ জায়গা মেডিকেল কলেজের আবাসিক এলাকা হতে আনুমানিক ২০০ ফুট দূরে অবস্থিত। জায়গার সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে স্থায়ী সীমানা প্রাচীর করা না হলে জায়গা দেখল হয়ে যেতে পারে।

ii) **কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করাঃ** মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ১৭টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে ১৪টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে এবং ৩টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ জুলাই ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল **(পরিশিষ্ট-১৬)**।

iii) **কাঠের দরজা ত্রুটিপূর্ণ/মানসম্মত নয়ঃ** সিঙ্গেল ডক্টরস এ্যাকামডেশন ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল ভবন এবং একাডেমিক ভবনের দরজায় যেসব কাঠের পাল্লা লাগানো হয়েছে তা মানসম্মত নয়। কিছু কিছু পাল্লার কাঠ বাঁকা হয়ে গেছে এবং সংযোগ স্থলে বিশেষে করে ডাবল পার্ট পাল্লার ক্ষেত্রে ফাঁকা হয়ে গেছে।

iv) **স্যানিটারী কাজের মান সন্তোষজনক নয়ঃ** ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস ও একাডেমিক ভবনের স্যানিটারী কাজ মানসম্মত হয়নি। এসব ভবনে বিশেষ করে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের টয়লেটে স্থাপিত ট্যাব, কমোড, শাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে। উভয় হোস্টেলের বাথরুমের দেয়াল ও বেসিন সংলগ্ন দেয়াল পাইপ দিয়ে পানি লিকেজের কারণে স্যাঁত-স্যাঁতে/ড্যাম হয়ে গেছে।

v) **নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করণে ঠিকাদারের গাফিলাতিঃ** প্রকল্পের অধিকাংশ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় পিছিয়ে আছে **(পরিশিষ্ট- ৬ ও সারণী- ৫)**। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ঠিকাদারের গাফিলাতি এর অন্যতম কারণ। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা যথাসময়ে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে।

vi) **লাইব্রেরি কক্ষে বৃষ্টির পানি প্রবেশঃ** একাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। বৃষ্টি হলেই লাইব্রেরীর দেয়াল বিশেষ করে দক্ষিণ পাশের দেয়াল চুঁইয়ে এবং জানালা দিয়ে লাইব্রেরীর ভিতরে পানি প্রবেশ করে ফ্লোর ভেসে যায়। এছাড়া ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে পানি নিচের দিকে পড়ে।

vii) **কলেজ লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে অসুবিধাঃ** শুধু ক্লাস চলাকালীন সময়ে লাইব্রেরি খোলা রাখা হয়। ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি বিকালে/সন্ধ্যার পর খোলা না রাখার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে না।

viii) **মেডিকেল কলেজ শিক্ষক নিয়োগঃ** শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম ২০১১-১২ শিক্ষা বছর হতে শুরু হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষকের অভাবে কার্যকরিভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ব্যাহত হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত মেডিকেল কলেজের জন্য ১ জন অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৮০টি শিক্ষক পদের মঞ্জুরী রয়েছে। এ ৮০টি পদের মধ্যে সংযুক্তির মাধ্যমে মোট ৬০ জন শিক্ষক উক্ত কলেজে কর্মরত আছেন।

ix) **মেডিকেল কলেজের অন্যান্য পদে জনবল নিয়োগঃ** কলেজে অন্যান্য মঞ্জুরীকৃত ৬৪টি পদের মধ্যে ৬টি পদে সংযুক্তির মাধ্যমে ৬ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। এখানে উল্লেখ্য, লোকবল নিয়োগ না হওয়ার কারণে যেমন শিক্ষা পরিচালনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে তেমনি কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং হোস্টেল ও লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হচ্ছে।

x) **পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন স্থানান্তরে বিলম্বঃ** প্রকল্পের আবাসিক সীমানার ওপর দিয়ে পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন বিদ্যমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আবাসিক ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং কিছু কিছু ভবন নির্মাণাধীন আছে। পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন বিদ্যমান রেখে নির্মাণ কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

xi) **অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করণে অনিশ্চয়তাঃ** মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৩১টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হল- ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, লিংক করিডোর, ইনসিনেটর, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি **(পরিশিষ্ট- ৯)**। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের আর মাত্র অবশিষ্ট ৩ মাসের মধ্যে উক্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।

xii) **চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশীদের যাতায়াত সমস্যাঃ** শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য কিশোরগঞ্জ-নিকলি সড়ক প্রধান রাস্তা। কিন্তু রাস্তাটি অত্যন্ত সরু হওয়ার কারণে প্রায়শ যানজট সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পশ্চিম পাশে নরসুন্দা নদী রয়েছে। নদীর অপর পাড়ে বিরাট জনবসতি রয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের নিকটবর্তী কোন অংশে নদী পার হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে এক বিরাট জনগোষ্ঠী হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হবে।

xiii) **একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাস/ছাত্রীবাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবঃ** ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেলের শয়ন কক্ষ, করিডোর বাথরুম নিয়মিত পরিষ্কার বা ঝাড়ু না দেয়ার কারণে করিডোরে ধুলাবালুর স্তুপ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাথরুম/ওয়াশরুমের অবস্থা আরো খারাপ। ছাত্র/ছাত্রীরা নিজ ব্যয়ে মাঝে মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করান বলে জানিয়েছেন। একাডেমিক ভবনের করিডোর, সিঁড়ি, শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না।

VI. সুপারিশঃ

i) মেডিকেল কলেজের আবাসিক সীমানার বাহিরে অবস্থিত প্রকল্পের ৩৩.০০ শতাংশ জমির সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে স্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা দরকার;

ii) কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যেসব প্যাকেজের নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি, সে সকল প্যাকেজের ঠিকাদারকে সতর্ক করে অতিসত্বর কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা দরকার;

iii) প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি ভবনের দরজার পাল্লা/ফ্রেমের জন্য সিজনড কাঠ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। ইতোমধ্যে সনাক্তকৃত ত্রুটিপূর্ণ দরজা ঠিকাদারের নিজ ব্যয়ে মেরামত/ পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

iv) ছাত্রাবাস/ছাত্রীবাসের বাথরুম ও টয়লেটে স্থাপিত নিম্নমানের স্যানিটারী মালামাল পরিবর্তন করে মানসম্মত মালামাল স্থাপন করতে হবে;

v) একাডেমিক ভবনে স্থাপিত লাইব্রেরিতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ এবং ছাদ থেকে গড়িয়ে পানি প্রবেশের জন্য ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে ঠিকাদারের নিজ ব্যয়ে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

vi) কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের সুবিধার্থে ক্লাস শেষ হবার পর বিকেলে লাইব্রেরি খোলা রাখার বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

vii) কলেজের মঞ্জুরীকৃত শিক্ষক ও সহায়ক জনবলের সকল পদে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে হাসপাতালটিতে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে হাসপাতাল এবং নার্সিং ট্রেনিং কলেজের প্রয়োজনীয় পদ সৃজন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন হতেই শুরু করা যেতে পারে;

viii) প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যৌক্তিক হবে;

ix) শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন নরসুন্দা নদীর অপর পাড়ের জনগোষ্ঠীর হাসপাতালে যাতায়াতের সুবিধার্থে হাসপাতালের নিকটবর্তী কোন স্থানে নরসুন্দা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা আবশ্যক;

ভূমিকা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়নজনিত চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমস্যা, প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আইএমইডি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

আইএমইডি এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি বছর আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শকের সহায়তায় সীমিত সংখ্যক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনাব মোঃ খালেদুর রহমানকে এ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে গত ২৪/১১/২০১৬ তারিখে ০৪ (চার) মাস মেয়াদে কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই খসড়া Inception Report আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক-এর নিকট দাখিল করেন। Inception Report এর ওপর টেকনিক্যাল কমিটি ও পরবর্তীতে স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা হওয়ার পর কমিটি প্রদত্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিফলনপূর্বক প্রতিবেদনটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয় এবং ০৫/০২/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত Inception Report এর আলোকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা হয়, ব্যক্তি পরামর্শক প্রকল্প সাইটে সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার অনুষ্ঠান এবং KII-এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গত ০৭/০৫/২০১৭ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত প্রতিবেদনটি ৩০/০৫/২০১৭ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত প্রতিবেদনটি ১৫/০৬/২০১৭ তারিখে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপিত হয়। জাতীয় কর্মশালা ও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলন করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সেবার যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, সে তুলনায় বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে আছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য আমাদের দেশে সুযোগ সুবিধা সীমিত। চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষ করে সীমিত আয়ের জনগণ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। পেশাদার ডাক্তারদের পরিবর্তে অপেশাদার ও হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শে দরিদ্র লোকেরা চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। যার ফলে তারা অধিকাংশ সময়ে রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে নানা ধরনের শারিরীক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ সকল দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কম খরচে সঠিক ও উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মানসম্মত চিকিৎসক, চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কিশোরগঞ্জ জেলা মোট *১৩টি উপজেলা সমন্বয়ে গঠিত এবং এর আয়তন ২৬৮৮.৫৯ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩০.২৯ লক্ষ। এ এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের জটিল রোগের সুচিকিৎসার উন্নত সুব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদেরকে ময়মনসিংহ অথবা ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসতে হয়। ফলে অনেক সময় পথের দূরত্বের কারণে রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে। এ এলাকায় সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে লেখাপড়া করার প্রয়োজন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানে লেখাপড়া করার সুযোগ হতে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কিশোরগঞ্জ জেলার বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পমূল্যে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা/সুচিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য **"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মূল প্রকল্পটি ১৬/১১/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয় এবং মোট ৫৪৫৪৬.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

* উৎস: ২০১১ সালের আদম শুমারী ও কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ওয়েব সাইট

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুপাতিক হারে অধিক সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করা;
- রাজধানী থেকে মেডিকেল ছাত্র/ছাত্রীদের চাপ হ্রাস করা;
- চিকিৎসা শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা;
- মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও ক্লিনিক্যাল জ্ঞান লাভের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করা;
- কিশোরগঞ্জ এবং এর আশপাশের জেলার জনগণকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;
- আধুনিক চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;
- বিশেষ সেবা প্রদানের মাধ্যমে অল্প খরচে উন্নত সেবা প্রদান করা;
- শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করা;
- মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করা; এবং
- ডাক্তার ও অন্যান্য পেশাজীবিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.৩ প্রকল্প সংশোধনঃ

১ম সংশোধনঃ "শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক মূল প্রকল্পটি মোট ৫৪৫৪৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, কম অর্থ বরাদ্দ করা, প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের যথা- আবাসিক ভবন, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ও ডরমিটরি, সিঙ্গেল ডক্টরস একোমডেশনসহ কিছু কিছু স্থাপনার নকসা পরিবর্তনের কারণে নির্মাণ ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি, গ্যাস সংযোগ খাতে অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখা, ১০০০ কেভিএ-এর পরিবর্তে ৩০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন নির্মাণ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রকল্পটি ১ম বারের মতো মোট ৫৬৫৮৬.৬২ লক্ষ টাকা (৩.৭৩% ব্যয় বৃদ্ধি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মেয়াদকাল ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সংশোধন প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/০৬/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার সুপারিশের আলোকে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ০৮/০৭/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১.৪ ২য় সংশোধন:

১ম সংশোধিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার হ্রাস/বৃদ্ধি, মসজিদের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, নির্মাণ কাজের অভ্যন্তরীণ নকশা পরিবর্তন, নার্সিং কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটের জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়, অতিরিক্ত ৫ একর জমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল অতিরিক্ত ২ বছর (জুন

২০১৮ পর্যন্ত) বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ মোট ৬৭১৮৫.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। গত ২৭/০৭/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটি কতিপয় শর্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয় এবং ০৭/১২/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৫৯৩৯৯.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ২য় সংশোধনের প্রধান প্রধান কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত);
- আবাসিক কোয়ার্টারের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি;
- মসজিদের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের ফলে মোট ফ্লোর স্পেস ও ব্যয় বৃদ্ধি;
- হাসপাতাল, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটের জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি;
- হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের জন্য অধিক সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় ও এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- নতুন অঙ্গ হিসেবে শহীদ মিনার ও মুরাল নির্মাণ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- প্রকল্পের মোট ব্যয় হতে প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি খাতের বরাদ্দ বাদ দেয়া।

১.৫ এক নজরে প্রকল্পের তথ্যঃ

		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি (মূল প্রকল্পের)
ক) মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট- ৫৪৫৪৬.৮১ টাকা- ৫৪৫৪৬.৮১ প্রঃসাঃ --	৫৬৫৮৬.৬২ ৫৬৫৮৬.৬২ --	৫৯৩৯৯.৪০ ৫৯৩৯৯.৪০ --	৪৮৫২.৫৯ (৮.৯০%)
খ) বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	২ বছর (৬৬.৬৭%)
গ) প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার			
ঘ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়			
ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর			
চ) প্রকল্প এলাকা	:	সদর উপজেলা, কিশোরগঞ্জ			
ছ) প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	:	২৪/০৭/২০১২	০৮/০৭/২০১৫	০৭/১২/২০১৬	

১.৬ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রাঃ

- জমি অধিগ্রহণ (২০.৮৩ একর);
- হাসপাতাল ভবন নির্মাণ (৫.১৫ লক্ষ বর্গফুট);
- একাডেমিক ভবন নির্মাণ (১.৫৫ লক্ষ বর্গফুট);
- হোস্টেল ভবন (পুরুষ ও মহিলা) নির্মাণ (১.১৯ বর্গফুট);
- শিক্ষানবীশ ডাক্তার ডরমিটরি (পুরুষ ও মহিলা) নির্মাণ (০.৪৩ লক্ষ বর্গফুট);
- নার্স ডরমিটরি নির্মাণ (২২৬০০ বর্গফুট);
- নার্সিং ট্রেনিং কলেজ নির্মাণ (৫৫৭০০ লক্ষ বর্গফুট);
- আবাসিক ভবন নির্মাণ (ডাক্তার ও নার্স);
- অধ্যক্ষ ও পরিচালকের বাংলো (ডুপ্লেক্স) নির্মাণ (৪০০০ বর্গফুট);
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (থোক);
- ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ- ১টি;
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ক্রয় (থোক);
- লিংক করিডোর;
- শহীদ মিনার ও মুরাল নির্মাণ (১টি করে মোট ২টি);
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটের জন্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ;

১.৭ <u>অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধি):</u>

প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয়ের শতভাগ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অর্থায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ব্যয় ৫৬৫৮৬.৬২ লক্ষ টাকা। যা মূল অনুমোদিত ব্যয় হতে ২০৩৯.৮১ লক্ষ টাকা বেশি। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধির হার ৩.৭৩%। অন্যদিকে, ১ম সংশোধিত ব্যয় হতে ২য় সংশোধিত ব্যয় ২৮১২.৭৮ লক্ষ টাকা বেশি। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধির হার ৪.৯৭%। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মূল প্রকল্প ব্যয় হতে ২য় সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৪৮৫২.৫৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৮.৯০% ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সামগ্রিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষকে এ প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যার অধীনে ৪ জন কর্মচারী আছেন। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় প্রকল্প এলাকায় অর্থাৎ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনে প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক তার অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন করেন। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম দু'ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। মেডিকেল

কলেজের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ/ক্রয় করা হয়। অন্যদিকে, নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে গণপূর্ত বিভাগ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নকশা অনুযায়ী পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন জনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং একই মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান-এর সভাপতিত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology)

২.০ প্রকল্পটি একটি নির্মাণধর্মী প্রকল্প। মোট প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ ও জমি অধিগ্রহণের জন্য ৮৪.৮২% অর্থ বরাদ্দ রয়েছে (নির্মাণ খাতে ৭৯.৯১% ও জমি অধিগ্রহণ খাতে ৪.৯১%)। অবশিষ্ট অর্থ মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত কার্য পরিধির (পরিশিষ্ট- ১) আলোকে নির্মাণ কাজ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব), বাস্তবায়নজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ, নির্মাণ কাজের গুণগতমান, আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংখ্যাগত/ পরিমাণগত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না, ক্রয় পরিকল্পনা, পিপিআর-২০০৮ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না ইত্যাদি সম্পর্কিত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কার্য পরিধির আলোকে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ২টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছেঃ

২.১ **সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহঃ** নিম্নে উল্লিখিত উৎস হতে প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়ঃ

ডিপিপি, আরডিপিপি, এডিপি, আরএডিপি, আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভার তথ্য, একনেক/ পিইসি/ ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি);

২.২ **প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহঃ**

সরাসরি তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

(ক) Structured Questionnaire-এর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহ;

(খ) Structured Questionnaire-এর মাধ্যমে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ)-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহ;

(গ) শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্য হতে ১০০ জনের (ছাত্র-৫০ জন ও ছাত্রী-৫০ জন) Structured Questionnaire-এর মাধ্যমে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ;

(ঘ) প্রকল্পের অধীনে ক্রয় কার্যক্রম/টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ হয়েছে কি-না তা যাচাই;

(ঙ) নির্মাণ নকশা ও আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরেজমিনে নির্মাণ কাজের পরিমাণ পরিমাপ এবং ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ;

(চ) মূখ্য তথ্য প্রদানকারীদের সাথে (KII) আলোচনা (মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, প্রকল্প পরিচালক, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক);

(ছ) পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট;

(জ) বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ;

(ঝ) স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার-১টি;

(ঞ) SWOT এনালাইসিস।

২.৩ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণঃ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারীদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা, তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসৃত Methodology, তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা, তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন, মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট পরিচালক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জে প্রশ্নমালাসহ তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে পাঠানো হয়।

তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণে নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখছেন
জনাব কাজী জাহাঙ্গীর আলম, মহাপরিচালক, আইএমইডি

২.৪ ডিপিপি/আরডিপিপি, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হতে এসব তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

২.৫ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য বছর ভিত্তিক অর্থ চাহিদা ও বরাদ্দঃ

প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত বিভাগ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার কথা। চাহিদা মোতাবেক অর্থ বরাদ্দ না হলে নির্মাণ কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়ন তথা প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগের নিকট সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় ও গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৬ নির্মাণ কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটি নির্মাণ প্রধান একটি প্রকল্প। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের মধ্যে ৭৯.৯১% অর্থ নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প শুরু হতে এ পর্যন্ত (৩১ মার্চ ২০১৭) যে সকল নির্মাণ কাজের টেন্ডার করা হয়েছে (চলমান কাজ ও সমাপ্ত কাজ) সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি যেমন- কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ, কার্যাদেশে প্রদত্ত সময়সীমার আলোকে বাস্তব অগ্রগতি কতটুকু অর্জিত হয়েছে, নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে কি-না, না হলে তার কারণ, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাব্য সময়, কাজের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহপূর্বক উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও সারণীর মাধ্যমে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত যে সকল নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়নি/কাজ আরম্ভ করা হয়নি, সেগুলোর সর্বশেষ অবস্থা প্রতিফলন করা হয়েছে।

২.৭ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিবীক্ষণঃ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যে কোন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। চলমান বছরসহ বিগত বছরগুলোর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সম্পর্কিত দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক ক্রয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যথাযথভাবে করা হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

২.৮ নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্টের ফলাফলঃ

প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নির্ধারিত মান বজায় রেখে সম্পাদন করা হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা নিবিড় পরিবীক্ষণের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। নির্মাণ কাজের মান বজায় রাখার জন্য নির্ধারিত মানের নির্মাণ সামগ্রী যথা- রড, সিমেন্ট, বালি, ইট, কংক্রিট ব্যবহার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজে নির্ধারিত মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না/ হয়েছে কি-না, তা জানার জন্য নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পর্কিত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে এসব প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তা নির্দিষ্ট ছকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট মোতাবেক সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক নির্মিত ভবনের মেঝে, দরজা, জানালা, স্যানিটারী এবং অন্যান্য কার্যক্রমের মান সম্পর্কে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

২.৯ নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণঃ

প্রকল্পের সকল কার্যক্রম তথা মালামাল ক্রয়, নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও সেবা ক্রয় টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বিবেচ্য প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সঠিকভাবে করা হয়েছে কি-না তা যাচাই করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নির্মাণ কাজের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি টেন্ডারকৃত প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে প্রণীত ছক (পরিশিষ্ট- ২) অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া টেন্ডারকৃত প্রধান প্রধান ৩টি প্যাকেজের কেইস স্টাডি করা হয়েছে।

২.১০ অনুমোদিত নির্মাণ নকশা অনুযায়ী নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবন/স্থাপনার এক/একাধিক অংশ সরেজমিনে পরিমাপঃ

হাসপাতাল ভবন, একাডেমিক ভবন, হোস্টেল ভবন (ছাত্র ও ছাত্রী), শিক্ষানবীশ ডাক্তার ডরমিটরি (পুরুষ ও মহিলা), আবাসিক ভবন (ডাক্তার ও নার্স), নার্সিং ট্রেনিং কলেজ, অধ্যক্ষের বাংলো, পরিচালকের বাংলো, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত/নির্মাণাধীন কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশের পরিমাণ অনুমোদিত নকশা ও আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিল আছে কি-না তা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে নির্মাণ নকশা সংগ্রহ করে এবং তথ্য সংগ্রহকারী স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সহায়তা নিয়ে এ কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

২.১১ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থাপনা যথা- একাডেমিক ভবন, হাসপাতাল ভবন, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ, হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রকারী

নির্ধারিত ছকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারী প্রকল্প এলাকায় অবস্থানকালীন সময়ে পর্যবেক্ষণের আলোকে এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সহায়তা নিয়ে এ কাজটি করা হয়েছে।

২.১২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক পরিকল্পনাঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৪ (চার) মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২৪/০৩/২০১৭ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা করা হয় **(পরিশিষ্ট- ৩)**। কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ার কারণে উক্ত সময়সীমা অনুযায়ী নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

২.১৩ এ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাথে আলোচনা (KII):

কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নজনিত সমস্যা, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। এ আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বল ও সবল দিক সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়।

২.১৪ স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনারঃ

প্রকল্প এলাকায় অর্থাৎ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের সম্মেলন কক্ষে ৫ই মার্চ ২০১৭ দিনব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের পরিচালক, উপ-পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সিভিল সার্জন-এর প্রতিনিধি, শিক্ষানবীশ ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের প্রতিনিধি, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে অংশ গ্রহণকারীদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট- ৫ এ দেয়া হল।

২.১৫ প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণঃ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে ব্যক্তি পরামর্শক প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, মেডিকেল কলেজ অধ্যাপক, ছাত্র/ছাত্রী, ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ অনেকের সাথে মত বিনিময় হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে প্রকল্প সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১৬ তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের মান নিয়ন্ত্রণঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মান বজায় রাখার জন্য মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায় হতে সঠিক এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম মনিটর করা হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং নমুনা ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই-বাছাই করেন।

২.১৭ সংগৃহীত তথ্যাদি সম্পাদনা (এডিটিং) ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণঃ

তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি এডিটিং করে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সারণীর মাধ্যমে তথ্যাদি উপস্থাপন ও যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সারণী ও গ্রাফিক্যাল ফরমস উভয়ভাবেই প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুমোদিত আরডিপিপিতে বছর ভিত্তিক অর্থ সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও অংগ ভিত্তিক সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৩.১ **আরডিপিপি ও আরএডিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** অনুমোদিত আরডিপিপিতে বছর ভিত্তিক অর্থের সংস্থান এবং প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলঃ

সারণী-২:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান	আরডিপিপি সংস্থান	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্ত	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	সমর্পণকৃত অর্থ
২০১২-১৩	২১৫৮৮.৯০	৩২৯৭.০০	৩২৯৭.০০	৩২৯৭.০০	৩২৯৭.০০	-	-
২০১৩-১৪	১৫১৩৫.৭৬	৫১৩৪.১২	৫১৩৮.০০	৫১৩৮.০০	৫১৩৪.১২	৩.৮৮	৩.৮৮
২০১৪-১৫	১৭৮২২.১৫	১৫৮০০.০০	১৬৬০০.০০	১৬৬০০.০০	১৫৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
২০১৫-১৬	-	১০৫৮১.০০	১২২৮১.০০	১২২৮১.০০	১০৫৮১.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০
২০১৬-১৭	-	২৩০২৭.৩৯	১৯৩১৪.০০	৯৬৫৭.০০	-	-	-
মোটঃ	**৫৪৫৪৬.৮১**	***৫৭৮৩৯.৫১**	**৫৬৬৩০.০০**	**৪৬৯৭৩.০০**	**৩৪৮১২.১২**	**২৫০৩.৮৮**	**২৫০৩.৮৮**

উৎসঃ ডিপিপি, আরডিপিপি, আরএডিপি, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় অর্থ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়ার কথা। উক্ত সময় পর্যন্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫৬৬৩০.০০ লক্ষ টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৫.৪৩% এবং উক্ত সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয় ৪৬৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ৩৪৮১২.১২ লক্ষ টাকা। উক্ত ব্যয় মোট বরাদ্দকৃত টাকার ৬১.৪৭% এবং অবমুক্তকৃত টাকার ৭৪.১১%। বছর ভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৫-২০১৬ এ ৩টি অর্থ বছরে মোট ২৫০৩.৮৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যায়, যা মোট অবমুক্তকৃত টাকার ৫.৩৩%। অব্যয়িত অর্থ পুরোটাই নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত আরডিপিপিতে মোট প্রকল্প বরাদ্দ অর্থাৎ ৫৯৩৯৯.৪০ লক্ষ টাকা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যে বরাদ্দের সংস্থান রাখার কথা। কিন্তু আরডিপিপি পরীক্ষান্তে দেখা যায়, মোট অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে *৫৭৮৩৯.৫০ লক্ষ টাকা ২০১২ হতে ২০১৭ এই ৫টি অর্থ বছরে এবং ১৫৫৯.৮৯ লক্ষ টাকা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর অর্থাৎ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল বর্হির্ভুত বছরে বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

৩.২ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের খাত ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত):

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৯৩১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত এ অর্থের মধ্যে ৯৬৫৭.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৩৪৮১২.১২ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয়ের ৫৮.৬১%। রাজস্ব ও মূলধন খাতের আওতায় প্রকল্পের প্রধান প্রধান খাতসমূহের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো। প্রকল্পের খাতওয়ারী অর্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য **পরিশিষ্ট-৬** দেয়া হল।

সারণী-৩:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ								
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি	৪১.৩২	৪ জন	৮.৭৬	৪ জন	৮.৯০	৪ জন	৮.৭৬	৪ জন
২	সরবরাহ ও সেবা	৩১০.৩১	থোক	১০.৩৬	৪%	২৯৯.১০	৯৬%	১০.৩৬	৪%
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫.০০	থোক	-	-	৫.০০	১০০%	-	
	উপ-মোট (রাজস্ব):	**৩৫৬.৬৩**		**১৯.১২**		**৩১৩.০০**		১৯.১২	
	(খ) মূলধন ব্যয়ঃ								
৪	যানবাহন	১৪০.০০	৩টি	-	-	১৪০.০০	১০০%	-	-
৫	যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী	৫০১৬.১৬	থোক	৪০.১৮	১%	৪৯৬২.৯৮	৯৫%	৪০.১৮	১%
৬	আসবাবপত্র	৩৪৭৮.৩১	থোক	০.০০	-	৩৪৭৮.৩১	১০০%	-	-
৭	টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি	২০.০০	থোক	০.০০	-	২০.০০	১০০%	-	-
৮	জমি অধিগ্রহণ	২৯১৬.৮২	২০.৮৩ একর	২৯১৬.৮২	১০০%	-	-	২৯১৬.৮২	১০০%
৯	নির্মাণ	৪৭৪৭১.৪৮	১৪.৯৫ লক্ষ বঃফুট	৩১৮৩৬.০০	৭৫%	১০৩৯৯.৭১	১০০%	৩১৮৩৬.০০	৭৫%
	উপ-মোট (মূলধন):	**৫৯০৪২.৭৭**		**৩৪৭৯৩.০০**		**১৯০০১.০০**		**৩৪৭৯৩.০০**	
	সর্বমোটঃ	**৫৯৩৯৯.৪০**		**৩৪৮১২.১২**		**১৯৩১৪.০০**	**২৫%**	**৩৪৮১২.১২**	

* ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মার্চ অর্থ ব্যয় হয়নি।

সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়।

৩.৩ নির্মাণ কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক চাহিদা ও বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ প্রদানঃ

সারণী-৪:

অর্থবছর	চাহিদা	বরাদ্দ	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	সমর্পণকৃত অর্থ
২০১২-১৩	৩৩০.০০	৩৩০.০০	৩৩০.০০	-	-
২০১৩-১৪	৯৫০০.০০	৫১৩৩.০০	৫১৩৩.০০	-	-
২০১৪-১৫	১৬৫৯৬.০০	১৬৫৯৬.০০	১৫৭৯৬.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
২০১৫-১৬	১১২৭৭.০০	১১২৭৭.০০	১০৫৭৭.০০	৭০০.০০	৭০০.০০
২০১৬-১৭	১০৮০০.০০	১০৩৯৯.৭০	-	১০৩৯৯.৭০	-
মোটঃ	**৪৮১০৩.০০**	**৪৩৭৩৫.৭০**	**৩১৮৩৬.০০**	**১১৮৯৯.৭০**	**১৫০০.০০**

সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।

প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অর্থ প্রদান (Deposit) করা দরকার। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রকল্পের শুরু হতে চলমান বছর পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নিকট মোট ৪৩৭৩৫.৭০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে যা গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক চাহিদাকৃত অর্থের ৯১%। প্রদানকৃত এ অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩১৮৩৬.০০ লক্ষ টাকা (প্রদানকৃত অর্থের ৭৩%)। অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১১৮৯৯.৭০ লক্ষ টাকা (প্রদানকৃত অর্থের ২৭%)। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গণপূর্ত বিভাগের নিকট প্রদানকৃত ১০৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নির্মাণ কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প মেয়াদের ২য় বছর অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অর্থ প্রদান করা হয়নি। উক্ত অর্থ বছরে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা ছিল ৯৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দ দেয়া হয় ৫১৩৩.০০ লক্ষ টাকা। গণপূর্ত বিভাগের নিকট প্রদানকৃত অর্থের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১টি বছর ব্যতীত অন্যান্য বছরে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অর্থ প্রদান করা হলেও নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি সে তুলনায় অর্জিত হয়নি।

৩.৪ প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণঃ

৩.৪.১ **জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নঃ** অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য মোট ২০.৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাধীন যশোদল ইউনিয়নের অধীনে যশোদল মৌজায় জাতীয় চিনিকলের অব্যবহৃত জমি হতে মোট ২৯১৬.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমি উন্নয়ন খাতে আরডিপিপিতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। জমি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী জমি উন্নয়ন ব্যয় ৩৭৬.০৯ লক্ষ টাকা এবং ২৮/০৩/২০১৬ এর মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত এ খাতে ১৭৪.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত সময় পর্যন্ত জমি উন্নয়ন কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।

৩.৪.২ **হাসপাতাল ভবনঃ** হাসপাতাল ভবন নির্মাণ এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ। এ খাতে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৩৪.৬৪% অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি ও স্থাপত্য নকশা মোতাবেক মোট ৫.১৫ লক্ষ মেঝায়তন বিশিষ্ট হাসপাতালটি ১০ তলা ভিতসহ ৫ তলার নির্মাণ চলমান আছে। এ, বি, সি এই ৩টি ব্লক ১০ তলা ভিতসহ ৫ তলা নির্মাণ করা হয়েছে। তবে বি ব্লকের সামনের অংশের ফাউন্ডেশন ৩ তলা এবং ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ডি ব্লকের ফাউন্ডেশন ৬ তলা। তবে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ ৩ তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে।

এবং ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ই-ব্লকের ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। হাসপাতালের এসব ব্লকসমূহের বর্তমানে ওয়াল প্লাস্টার, মেঝেতে টাইলস স্থাপন, দরজায় কাঠের ফ্রেম স্থাপন কাজ চলমান আছে।

ডিপিপি অনুযায়ী হাসপাতালের নির্মাণ ব্যয় ধরা ছিল ১৭২৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৬৫৭৫.৩৩ লক্ষ টাকা। সিসিজিপি (CCGP) অনুমোদন মোতাবেক মোট ১৭৬৫৮.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৫/১২/২০১৩ তারিখে উক্ত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ০৫/০১/২০১৫ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার কথা ছিল। পরবর্তীতে নির্মাণ নকশা পরিবর্তন এবং কিছু কাজের পরিধি বৃদ্ধির কারণে সার্বিকভাবে মোট কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধিপূর্বক হাসপাতালের নির্মাণ খাতে ২০৫৭৬.৬১ লক্ষ টাকা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় এবং উহা ১ম সংশোধিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ০৮/০৭/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। হাসপাতাল ভবনের সংশোধিত ব্যয় মোতাবেক নতুন ঠিকাদার নিয়োগ বা ভেরিয়েশনের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ১৮/০৪/২০১৬ তারিখে গণপূর্ত বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করা হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত উহার চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ফলে এ হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি স্থবির হয়ে আছে। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত হাসপাতাল ভবন নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৭৬৬৮.৩৮ লক্ষ টাকা যা আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত (২০৫৭৬.৬১ লক্ষ টাকার ৮৫.৮৬%) এবং নির্মাণ কাজের সামগ্রিক অর্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%।

৩.৪.৩ **একাডেমিক ভবনঃ** ৮ তলা ভিতসহ একাডেমিক ভবন ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। মোট ১.৫৫ লক্ষ বর্গফুট মেঝায়তন বিশিষ্ট এ ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ৩৪৬৭.০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ভবনের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ৩১৩০.৬৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী মোট ব্যয় ৩২৭৭.০০ লক্ষ টাকা। ২২/০৭/২০১৫ তারিখের মধ্যে ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২২/০৭/২০১৩ তারিখে। ভবনটির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত একাডেমিক ভবনের নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে ৩১৪৯.০০ লক্ষ টাকা যা কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয়ের ৯৬%। বর্তমানে ভবনটিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩.৪.৪ **নার্সিং ট্রেনিং কলেজঃ** অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা মোতাবেক ৬ তলা ভিতসহ ৬ তলা ভবন নির্মাণ কাজের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। মেঝেতে টাইলস স্থাপন, দেয়াল প্লাস্টার, দরজার চৌকাঠ ও পাল্লা স্থাপন, টয়লেটে টাইলস স্থাপন ও স্যানিটারী কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে দেয়ালে রং-এর কাজ চলছে। আরডিপিপি অনুযায়ী এ ভবন নির্মাণ ব্যয় ১২৯৪.০০ লক্ষ টাকা। দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ১২০৭.৭২ লক্ষ টাকা এবং ভেরিয়েশন ব্যয়সহ কার্যাদেশ অনুযায়ী ব্যয় ১৩০৮.৪৩ (১২৯৩.৯০+১৪.৫৩) লক্ষ টাকা। যার মধ্যে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত মোট

ব্যয় হয়েছে ১১৫৫.৫৯ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী ০৯/০৩/২০১৪ হতে ০৯/০৮/২০১৫ এর মধ্যে নার্সিং ট্রেনিং কলেজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু উক্ত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নির্মাণ কাজ পিছিয়ে আছে।

একাডেমিক ভবন

নার্সিং ট্রেনিং কলেজ

৩.৪.৫ **অধ্যক্ষ ও পরিচালকের বাসা (ডুপ্লেক্স) এবং মর্গ নির্মাণ :** কলেজের আবাসিক সীমানার মধ্যেই অধ্যক্ষ এবং পরিচালকের বাসা (ডুপ্লেক্স ভবন) এবং মর্গ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনো সার্বিকভাবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি। মেঝেতে টাইলস স্থাপন, দরজা-জানালায় গ্রিল, ওয়ারিং, দরজার পাল্লা স্থাপন, স্যানিটারী ইত্যাদি কাজ এখনো অসমাপ্ত। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি ডুপ্লেক্স ভবনের মোট মেঝায়তন ধরা আছে ২০০০ বর্গফুট এবং মর্গের মেঝায়তন ৫৫০০ বর্গফুট। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী এ ৩টি ভবনের মোট নির্মাণ ব্যয় ৩৩৪.৭৬ লক্ষ টাকা। একটি ক্রয় প্যাকেজের আওতায় অধ্যক্ষ ও পরিচালকের বাসা এবং মর্গ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয় ২৮/০৬/২০১৫ তারিখে। কার্যাদেশ অনুযায়ী এ প্যাকেজের মোট ব্যয় ৩১৫.৭৫ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী এ তিনটি স্থাপনার নির্মাণ কাজ ২৮/০৩/২০১৬ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত এ প্যাকেজের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ২৭৩.৩৩ লক্ষ টাকা। ভবন ৩টির নির্মাণ কাজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%।

৩.৪.৬ **ছাত্র হোস্টেল ভবনঃ** ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৫ তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৫৯৪৪০.০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস বিশিষ্ট নির্মিত ভবনটিতে বর্তমানে ছাত্ররা বসবাস করছে। আরডিপিপি অনুযায়ী এ ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা আছে ১১৯৬.৮৫ লক্ষ টাকা। ভবনটির দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৬১.৮৬ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশে উল্লেখিত ব্যয় ১১৯৬.৮৫ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত এ ভবন নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ১১৫৮.০০ লক্ষ টাকা যা কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয়ের ৯৬%।

৩.৪.৭ **ছাত্রী হোস্টেলঃ** কলেজ সীমানার মধ্যেই মোট ৫৯৪৪০.০০ বর্গফুট মেঝায়তন বিশিষ্ট ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবনটিতে কলেজের ছাত্রীরা বসবাস করছে। আরডিপিপি অনুযায়ী এ ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা আছে ১১৮৬.০৬ লক্ষ টাকা। ভবনটির দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৬১.৮৬ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশে উল্লেখিত ব্যয় ১১৮৬.০৬ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত এ ভবন নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ১১৩৬.৯২ লক্ষ টাকা (কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয়ের ৯৫.৭৮%)। কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২১/০৫/২০১৩ হতে ২১/১১/২০১৪ তারিখের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৪.৮ **মসজিদ নির্মাণঃ** ২ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট মোট ৫০০০.০০ বর্গফুট মেঝায়তনের দ্বিতল মসজিদ ভবনের ১ তলা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মেঝেতে টাইলস স্থাপন, জানালায় গ্রীল লাগান, স্যানিটারী কাজসহ ১ তলা ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। তবে মূল ফটকের দরজা ও ওয়ালে রং করাসহ কিছু কাজ এখনো করা হয়নি। উল্লেখ্য, মূল ডিপিপি অনুযায়ী মসজিদটি ১ তলা করার কথা ছিল। আরডিপিপি অনুযায়ী ভার্টিকেল এক্সটেনশনের মাধ্যমে দোতলা পর্যন্ত করার কথা। ২য় তলার কাজ এখনো আরম্ভ হয়নি। টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলমান আছে। মসজিদ নির্মাণ খাতে আরডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ১৪৩.১৬ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত মসজিদ নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ৫৮.১৩ লক্ষ টাকা যা ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ব্যয়ের ৬৪.৮৯% এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ব্যয়ের ৪০.৬০%।

৩.৪.৯ **স্টাফ নার্স ডরমিটরীঃ** ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন (মোট ফ্লোর স্পেস ২২৬০০.০০ বর্গফুট) নির্মাণ খাতে আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ৫৩১.১০ লক্ষ টাকা। ভবনটির দরজায় চৌকাঠ ও পাল্লা স্থাপন, স্যানিটারী ও বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে ওয়ালে রং-এর কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত স্টাফ নার্স ডরমিটরি নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ৩৯৬.৭০ লক্ষ টাকা যা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের (৪৮৬.৮৬ লক্ষ টাকা) ৮১% এবং কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট ব্যয়ের ৫৪৭.৮৯ লক্ষ টাকা (ভেরিয়েশন ব্যয় ১০২.২২ লক্ষ টাকাসহ) ৭২%। কার্যাদেশ অনুযায়ী ১৪/০৭/২০১৪ হতে ১৪/১০/২০১৫ এর মধ্যে উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার কথা ছিল। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭৮%।

৩.৪.১০ **সীমানা প্রাচীরঃ** প্রকল্পভুক্ত সম্পূর্ণ এলাকাজুড়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৮০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৫৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ব্যয় দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের (৪২৮.২৮ লক্ষ টাকা) ১২৫.২৫% এবং কার্যাদেশ ব্যয়ের (৫৫৪.৪০ লক্ষ টাকা) ৯৬.৭৪%। পরিদর্শনকালে দেখা গিয়েছে, একাডেমিক ক্যাম্পাসের দক্ষিন-পশ্চিম কোনে প্রায় ১২০ ফুট সীমানা প্রাচীর নরসুন্দা নদীতে ভেঙ্গে পড়েছে। সীমানা প্রাচীরের কাছাকাছি নদী পুনঃখননের কারণে দেয়াল

ধ্বসে পড়েছে। সীমানা প্রাচীরের আরও কিছু অংশ নদীতে ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে দেয়াল সংলগ্ন নির্মাণাধীন ভবনসমূহের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নরসুন্দা নদীতে কলেজের সীমানা প্রাচীরের বিলীন হওয়া একাংশ

৩.৪.১১ **পুরুষ ও মহিলা শিক্ষানবীশ ডাক্তার ডরমিটরীঃ** অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা শিক্ষানবীশ ডাক্তারদের জন্য ২টি ৬ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি মোতাবেক ৬ তলা ভিতের ওপরই ভবন ২টি নির্মাণ করা হয়েছে। ভবন ২টি নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে যথাক্রমে ৪৭৬.১৪ লক্ষ টাকা এবং ৪৫২.১৫ লক্ষ টাকা সংস্থান রয়েছে। সংস্থানকৃত এ টাকার মধ্যে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা শিক্ষানবীশ ডাক্তারদের জন্য যথাক্রমে ব্যয় হয়েছে মোট ৪৪৩.২৯ লক্ষ টাকা (৯৫%) ও ৪৬৫.৬৮ (১০০%) লক্ষ টাকা। ভবন ২টির অধিকাংশ কাজ যথা- ফ্লোরে টাইলস স্থাপন, দরজায় কাঠের পাল্লা ও চৌকাঠ স্থাপন, জানালায় গ্রিল ও কাঁচ স্থাপন, স্যানিটারী ও বিদ্যুতায়নের কাজসহ প্রায় সার্বিকভাবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ভবনটি বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য।

৩.৪.১২ **সিঙ্গেল ডক্টরস এ্যাকোমোডেশনঃ** ৬ তলা ভিতসহ ৬ তলা পর্যন্ত নির্মিত এ ভবনের জন্য আরডিপিপিতে মোট ৩৬৪.৯১ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। এ ভবনের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৭.৬৭ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী মোট ব্যয় ৩৬৪.৯১ লক্ষ টাকা। ভবনটির নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়া হয় ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে। ২৯/০৩/২০১৫ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল এবং সে মোতাবেক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটি বসবাস উপযোগী। তবে ভবনটিতে স্থাপনকৃত/ব্যবহৃত কিছু দরজার পাল্লা বাঁকা এবং ফাঁকা হয়ে গেছে। প্লাষ্টারের মানও ভাল নয়। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ভবন নির্মাণ খাতে মোট ৩৬৭.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থ হতে ৩.০১ লক্ষ টাকা বেশি।

৩.৪.১৩ **আবাসিক ভবন (১৮০০/১৫০০ বর্গফুট):** ডাক্তারদের জন্য আবাসিক ভবন হিসেবে ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৬ তলা ভবনটির নির্মাণ কাজ কার্যাদেশ অনুযায়ী শুরু হয় ১৬/০৬/২০১৪ তারিখে। কার্যাদেশ অনুযায়ী এ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল ১৬/০৮/২০১৫ তারিখের মধ্যে। ভবনটির নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%। প্রতি তলায় ২টি করে ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে। তবে নীচ তলায় গাড়ি পার্কিং-এর সংস্থান রাখা হয়েছে। ভবনটি সার্বিকভাবে বসবাস উপযোগী। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভবনে বসবাস শুরু হয়নি। আরডিপিপি অনুযায়ী এ ভবন নির্মাণ খাতে ১২১৬.৭৩ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। ভবনের দাপ্তরিক ও কার্যাদেশ মোতাবেক প্রাক্কলিত ব্যয় যথাক্রমে ১০৫৬.০৯ লক্ষ টাকা এবং ১২০০.২৭ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত নির্মাণ খাতে ১০৫৩.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয়ের ৮৭%।

৩.৪.১৪ **আবাসিক ভবন (১২৫০/১০০০ বর্গফুট):** ডাক্তার ও শিক্ষকদের বসবাসের জন্য ১২৫০ বর্গফুটের মেঝায়তন বিশিষ্ট ৬ তলা ভবনের নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৮৮%। ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট উক্ত ভবনটি এখন পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী করা হয়নি। মেঝেতে টাইলস স্থাপন, স্যানিটারী কাজ, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। কার্যাদেশ অনুযায়ী ভবনটির নির্মাণ কাজ ০৯/০৬/২০১৪ হতে ০৯/০৯/২০১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। এ ভবন নির্মাণ খাতে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭২১.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত (৯৯২.৯১ লক্ষ টাকা) ব্যয়ের ৭২.৬২%। ভবনটির দাপ্তরিক ও কার্যাদেশ উল্লিখিত প্রাক্কলিত ব্যয় যথাক্রমে এবং ৮৬১.২১ লক্ষ টাকা (ভেরিয়েশন ব্যয় ২২.২২ লক্ষ টাকাসহ)। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট ব্যয়ের ৮৪% বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৩.৪.১৫ **আবাসিক কোয়ার্টার (১০০০ বর্গফুট):** ১০০০ বর্গফুট মেঝায়তন ইউনিটের জন্য ৬ তলা ভিতের ৬ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে মোট ৬৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য ৬৬৯.৩৫ লক্ষ টাকা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় এবং ৬৫৯.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ২২/০১/২০১৫ তারিখের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করার জন্য ২২/০৭/২০১৪ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ভবনটির নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪২%। দীর্ঘদিন যাবত অসমাপ্ত অবস্থায় নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে। পরিদর্শনকালে ঠিকাদারের ২/১ জন কর্মী ছাড়া (পাহারাদার) আর কোন লোকজন পাওয়া যায়নি। গণপূর্ত বিভাগের তরফ হতে নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শেষ করার জন্য একাধিকবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ইতোমধ্যে ঠিকাদারকে ২৪৯.৪৯ লক্ষ টাকার চলতি বিল প্রদান করা হয়েছে। যা কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয়ের ৩৮%।

৩.৪.১৬ **আবাসিক ভবন (হাসপাতাল) (৬০০ বর্গফুট):** হাসাপাতাল কর্মচারীদের জন্য ৬০০ বর্গফুট মেঝায়তন বিশিষ্ট ৬ তলা ভিতসহ ৬ তলা ভবনের কাঠামো নির্মাণসহ দেয়ালের প্লাস্টার, দরজার চৌকাঠ স্থাপন, জানালার গ্রিল বসানো, ইলেকট্রিক্যাল অয়ারিং, ফ্লোর নেট ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দরজায় কাঠের পাল্লা ও জানালায় গ্লাস লাগান এবং স্যানিটারী কাজ এখনো অসমাপ্ত। আরডিপিপি অনুযায়ী এ ভবনের নির্মাণ ব্যয় ৪৪০.৩৭ লক্ষ টাকা, দাপ্তরিক ব্যয় ৪১১.১৮ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী ব্যয় ৪০৪.৩২ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী

২২/০৭/২০১৪ হতে ২২/১০/২০১৫ তারিখের মধ্যে নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৮৯.৭০ লক্ষ টাকা। যা কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট ব্যায়ের ৭১.৬৫%। সামগ্রিকভাবে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৮৫%।

৩.৪.১৭ **৮০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনঃ** হাসপাতাল সীমানার মধ্যে ৮০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সাব-স্টেশন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ৩৩১.৭৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। সাব-স্টেশন নির্মাণের দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৩৫৩.৪৮ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী মোট ব্যয় ৩০২.৫৬ লক্ষ টাকা। সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সাব-স্টেশনটি চালু করা হয়েছে। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত সাব-স্টেশন স্থাপন খাতে ব্যয় হয়েছে ২৮৫.৫৭ লক্ষ টাকা যা কার্যাদেশ উল্লিখিত ব্যয়ের ৯৪.২০%)।

৮০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন

৩.৪.১৮ **অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণঃ** অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৮৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮৪৯.২৭ লক্ষ টাকা দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয় ৬৯২.৯৬ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী ০৫/১০/২০১৬ হতে ০৫/০৪/২০১৭ মেয়াদে অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করার কথা থাকলেও উল্লেখযোগ্য বাস্তব অগ্রগতি হয়নি।

৩.৪.১৯ **যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ** হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল ইউনিট এবং নার্সিং ট্রেনিং কলেজের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় এ প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ। যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে এ স্থাপনাসমূহের জন্য আরডিপিপিতে যথাক্রমে ২৭৭৮.৭০ লক্ষ টাকা, ১৬৯৩.২৮ লক্ষ টাকা, ৩৬৫.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ৭০.০০ টাকার সংস্থান আছে। হাসপাতাল, ডেন্টাল

ইউনিট ও নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি বলে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মেডিকেল কলেজের জন্য মোট ৪০.১৮ লক্ষ টাকায় বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হলো- colorimeter, Hot water Bath, Digital Analytic balance, Tissue Parapine, Digital Balance, Anti-biotic dispensure, Bionocular Electric Microscope, ইত্যাদি ৪০.১৮ লক্ষ টাকায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির তালিকা **পরিশিষ্ট- ৭** এ দেয়া হলো। যন্ত্রপাতির জন্য স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধীনস্থ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ হতে ডিপিএম (DPM) প্রক্রিয়ায় ক্রয় করার জন্য পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০/০৬/২০১৭ তারিখের মধ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহের লক্ষ্যে ১২/০২/২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি।

৩.৪.২০ **আসবাবপত্র ক্রয়ঃ** হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং ট্রেনিং কলেজের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য আরডিপিপিতে যথাক্রমে ১৯২৪.৭০ লক্ষ টাকা, ১০৮৩.২৪ লক্ষ টাকা এবং ৪৬৪.৫২ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়নি এবং এ খাতে কোন ব্যয়ও হয়নি। ডিপিএম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমুদয় আসবাবপত্র গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাঠের কারখানা বিভাগ হতে সংগ্রহ করার লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন ও ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২৯/১২/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৯.১৬ লক্ষ টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিচালক, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী হতে মোট ১৪৩.০০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়। যার তালিকা **পরিশিষ্ট- ৮** তে দেয়া হল।

৩.৫ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তিমূল্য, কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখ, আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমাপ্ত এবং চলমান মোট ২৭টি প্যাকেজের আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়, কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয়, সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ, মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং কাজসমূহ পরিদর্শন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, উক্ত ২৭টি প্যাকেজের মধ্যে মাত্র ৬টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত প্যাকেজসমূহ হল- একাডিমিক ভবন, হোস্টেল ভবন (ছাত্র), হোস্টেল ভবন (ছাত্রী), ইন্টার্নী ডক্টরস ডরমিটরি (পুরুষ), ইন্টার্নী ডক্টরস ডরমিটরি (মহিলা), সিঙ্গেল ডক্টরস এ্যাকোমডেশন। অবশিষ্ট ২১টি প্যাকেজের মধ্যে ১৭টির কাজ কার্যাদেশে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সম্পন্ন হয়নি। এসব প্যাকেজসমূহের বাস্তব অগ্রগতি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্যাকেজসমূহের মধ্যে জুন, ২০১৭ এর মধ্যে ১৪টি এবং ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে ৩টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হবে বলে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক জানানো হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রকল্পটির মেয়াদকাল আর মাত্র ৩ মাস অবশিষ্ট আছে। অবশিষ্ট এই সময়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে মনে হয় না। নিম্নে ২৭টি প্যাকেজের বিবরণ দেয়া হলঃ

সারণী-৫:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	টেন্ডার অনুযায়ী নির্মাণ কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়		কার্যাদেশ অনুযায়ী			কাজ সমাপ্ত হয়ে থাকলে প্রকৃত তারিখ	কাজ সমাপ্ত না হয়ে থাকলে সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	কাজের অগ্রগতি	
			আরডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়	ব্যয়	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	WD1	হাসপাতাল ভবন	২০৫৭৬.৬১	১৬৫৭৫.৩৩	২০৫০০০.৭৬	০৫/১২/১৩	০৫/১২/১৫	-	৩১/১২/১৭	১৭৬০০.০০ (৮৫%)	৮৮%
২	WD2	একাডেমিক ভবন	৩৪৬৭.০২	৩১৩০.৬৫	৩২৭৭.০০	২২/০৭/১৩	২২/০৭/১৫	২০/০৭/১৫	-	৩১৪৯.০০ (৯৬%)	১০০%
৩	WD3	হোস্টেল বিল্ডিং (ছাত্রী)	১১৮৬.০৬	১১৬১.৮৬	১১৮৬.০৬	২১/০৫/১৩	২১/১১/১৪	২০/১১/১৪	-	১১৩৬.৯২ (৯৬%)	১০০%
৪	WD4	হোস্টেল বিল্ডিং (ছাত্র)	১১৯৬.৮৫	১১৬১.৮৬	১১৯৬.৮৫	২১/০৫/১৩	২১/১১/১৪	২০/১১/১৪	-	১১৫৮.০০ (৯৬%)	১০০%
৫	WD5	ইন্টার্ণী ডক্টরস ডরমিটরি (মহিলা)	৪৫২.১৫	৪২৫.৫০	৪৬৫.৬৮	০২/০১/১৪	০২/০৪/১৫	০১/০৪/১৫	-	৪৬৫.৬৮ (১০০%)	১০০%
৬	WD6	ইন্টার্ণী ডক্টরস ডরমিটরি (পুরুষ)	৪৭৬.১৪	৪২৫.৫০	৪৬২.৬৭	০২/০১/১৪	০১/০৪/১৫	০১/০৪/১৫	-	৪৪৩.২৯ (৯৫%)	১০০%
৭	WD7	সিঙ্গেল ডক্টরস একোমোডেশন	৩৬৪.৯১	৩৯৭.৬৭	৩৬৪.৯১	২৯/০৯/১৩	২৯/০৩/১৫	২৬/০৩/১৫	-	৩৬৭.৯২ (১০১%)	১০০%
৮	WD9	নার্সিং ট্রেনিং কলেজ	১২৯৪.০০	১২০৭.৭২	১৩০৮.৪৩	০৯/০৩/১৪	০৯/০৯/১৫	-	০৩/০৬/১৭	১১৫৫.৫৯ (৮৮%)	৯০%
৯	WD11	১৫০০/১৮০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার	১২১৬.৭৩	১০৫৬.০৯	১২০০.২৭	১৬/০৬/১৪	১৬/০৮/১৫	-	৩০/০৬/১৭	১০৫৩.৪১ (৮৭%)	৯৮%
১০	WD12	১২৫০/১০০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার	৯৯২.৯১	৭৯৮.২৫	৮৬১.২১	০৯/০৬/১৪	০৯/০৯/১৫	-	৩০/০৬/১৭	৭২১.০৬ (৮৪%)	৮৮%
১১	WD13	১০০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার	৬৬০.০০	৬৬৯.৩৫	৬৫৯.৪৭	২২/০৭/১৪	২২/০১/১৫	-	৩১/১২/১৭	২৪৯.৯৪ (৩৮%)	৪২%
১২	WD14	৮০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার (কলেজ)	৫৭৫.৩৪	৫০৩.২৪	৬০৬.৬৯	১৬/০৭/১৪	১৬/১০/১৫	-	৩০/০৬/১৭	৫১৫.২০ (৮৪%)	৮৬%
১৩	WD15	৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার (কলেজ)	৪৫১.৪৪	৪১০.৩১	৪০৮.৪১	০৯/০৬/১৪	০৯/০৯/১৫	-	৩০/০৬/১৭	১৫৯.৫৩ (৩৯%)	৪০%
১৪	WD16	৮০০ বর্গফুট	৫৮৪.০৬	৪৯৮.২০	৪৯২.২১	০৯/০৬/১৪	০১/০৯/১৫	-	৩০/০৬/১৭	৪০০.২১	৮৫%

		স্টাফ কোয়ার্টার (হাসপাতাল)								(৮১%)	
১৫	WD17	৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার (হাসপাতাল)	৪৪০.৩৭	৪১১.১৮	৪০৪.৩২	২২/০৭/১৪	২২/১০/১৫	-	৩০/০৬/১৮	২৮৯.৭০ (৭২%)	৮৫%
১৬	WD19	প্রিন্সিপাল, ডাইরেক্টর, এনটিসি ইনচার্জ রেঁসিডেন্স এবং মর্গ নির্মাণ	৩৫৮.৬৮	৩৬৭.০৯	৩১৫.৭৫	২৮/০৬/১৫	২৮/০৩/১৬	-	৩০/০৬/১৭	২৭৩.৩৩ (৮৬%)	৮৮%
১৭	WD21	সীমানা প্রাচীর	৮০০.০০	৪২৮.২৮	৫৫৪.৪০	২৯/০৯/১৩	২৯/০৯/১৪	-	৩০/০৬/১৭	৫৩৬.৪৫ (৯৬%)	৯৬%
১৮	WD22	ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	২৮৯.৮৮	৩৭৬.৪৫	২৮/০৬/১৫	২৮/০৩/১৬	-	৩০/০৬/১৭	১৭৪.৯৩ (৪৬%)	৫০%
১৯	WD23	ডিপ টিউবওয়েল, পাম্প ও ভূ-গর্ভস্থ জলাধার	৫৬৯.৩০	২৮৮.১২	৪১৮.৪৪	১৬/০২/১৫	১৬/১১/১৫	-	০৩/০৬/১৭	২৮৩.৯৩ (৬৭%)	৮১%
২০	WD8	স্টাফ নার্সেস ডরমিটরি	৫৩১.১০	৪৮৬.৮৬	৫৪৭.৮৯	১৪/০৭/১৪	১৪/১০/১৫	-	০৩/০৬/১৭	৩৯৬.৭০ (৭২%)	৭৮%
২১	WD10	মসজিদ (এক তলা)	১৪৩.১৪	৬৪.৩৫	৬৪.১৯	২৪/০৩/১৪	১০/০৫/১৫	-	৩০/০৬/১৭	৫৮.১৩ (৪১%)	৫০%
২২	WD25	অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ	৮৫০.০০	৮৪৯.২৭	৬৯২.৯৬	০৫/১০/১৬	০৫/০৩/১৭	-	৩১/১২/১৭	-	১৫%
২৩	WD26	লিংক করিডোর	৫০০.০০	২৫৭.১৮	২৫৭.৩৪	৩০/০১/১৭	৩০/০৭/১৭	-	৩১/১২/১৭	-	-
২৪	WD29	৮০০ কেভিএ সাব-স্টেশন	৩৩১.৭৭	৩৫৩.৪৮	৩০২.৫৬	০৪/০৫/১৪	০৪/১১/১৫	-	০৩/০৬/১৭	২৮৫.০০ (৯৪%)	৯৫%
২৫	WD30	৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন	১০০.০০	৯২.৩২	৬৭.৭৬	০৫/০১/১৬	০৫/০৭/১৬	-	৩০/০৬/১৭	৪০.০০ (৫৯%)	৬০%
২৬	WD35	হাসপাতাল ভবনের লিফট	৫৫০.০০	৫৮০.৭৯	৫২৯.০৩	০৯/১০/১৬	০৯/০৭/১৭	-	৩১/১২/১৭	-	-
২৭	WD40	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	৩৭৫.০০	৩৪৮.৭৭	২৭৪.১৬	২০/১১/১৬	২০/০৫/১৭	-	৩১/০৫/১৭	-	-

৩.৬ শুণ্য অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্প কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের অধীনে যদিও বিভিন্ন অঙ্গের নির্মাণ কাজ চলমান আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত অনেকগুলো কার্যক্রমের কোন বাস্তব অগ্রগতি হয়নি। এসব কার্যক্রমের বিপরীতে অর্থ ব্যয় হয়নি। উক্ত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হল- হাসপাতাল, ডেন্টাল ইউনিট, নার্সিং কলেজের জন্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়, ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি, লিংক করিডোর, ইন্টারন্যাল রোড, গ্যাস কানেকশন, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি। উক্ত কার্যক্রমসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পন্নকরণের কাজ চলমান আছে। শুণ্য বাস্তব অগ্রগতিসম্পন্ন কার্যক্রমসমূহের আরডিপিপি অনুযায়ী সংস্থানকৃত ব্যয়সহ তালিকা পরিশিষ্ট- ৯ এ দেয়া হল।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৪.০ বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কম খরচে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান, চিকিৎসা সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদি, মান সম্মত চিকিৎসা সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণ, হাওড় প্রধান এলাকা কিশোরগঞ্জ জেলা এবং এর আশে-পাশের জেলার বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নত চিকিৎসা সেবার আওতায় আনার উদ্দেশ্যে **"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে/হবে তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলঃ

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন
১	চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা;	চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষ হতে এমবিবিএস কোর্স শুরু হয়েছে এবং মোট ২৫৯ জন ছাত্র/ছাত্রী বর্তমানে কলেজে অধ্যয়ন রাত আছেন। তাছাড়া নার্সিং ট্রেনিং কলেজেরও নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত হওয়ার পথে। কাজেই বলা যায়, চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে;
২	ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুপাতিক হারে অধিক সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করা;	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ইতোমধ্যে ২৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সহায়ক হবে।
৩	রাজধানী থেকে মেডিকেল ছাত্র/ছাত্রীদের চাপ হ্রাস করা;	ইতোমধ্যে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার কারণে স্বাভাবতঃ ঢাকা কেন্দ্রিক মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর চাপ কিছুটা হলেও কমেছে। তবে ক্রমান্বয়ে এ কলেজে ছাত্র সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং পর্যায়ক্রমে ঢাকা থেকে চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে। যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে;
৪	চিকিৎসা শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা;	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ঘাটতি পুরণে সহায়ক হবে;
৫	মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও ক্লিনিক্যাল জ্ঞান লাভের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করা;	চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের একটি অন্যতম ভিত হল ব্যবহারিক ও ক্লিনিক্যাল শিক্ষা। এজন্য দরকার প্রয়োজনীয় বাস্তব সুবিধাদিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ব্যবহারিক ক্লাস/ক্লিনিক্যাল ক্লাস সুবিধার জন্য প্রকল্পের অধীনে হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ার কারণে বর্তমানে এ কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল ক্লাস করে থাকে। এ কারণে প্রকল্পের এ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি এখনো অর্জিত হয়নি। হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শেষে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু হলে প্রকল্পের এ উদ্দেশ্যটি অর্জিত হবে;
৬	কিশোরগঞ্জ এবং এর আশপাশের জেলার জনগণকে	হাসপাতাল নির্মাণ যেহেতু সমাপ্ত হয়নি তাই এ প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়নি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন
	আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;	জেলা ও এর আশে-পাশের জেলার জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়নি;
৭	আধুনিক চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নির্মাণ শেষে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে;
৮	বিশেষ সেবা প্রদানের মাধ্যমে অল্প খরচে উন্নত সেবা প্রদান করা;	প্রকল্পের অধীনে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য উন্নত মানের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান আছে। হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু হলে স্বল্প ব্যয়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে;
৯	শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করা;	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটিতে মাতৃসদন ও শিশু বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বাস্তব সুবিধাদি সৃষ্টির প্রস্তাব আছে। এ সকল সুবিধাদি সৃষ্টির ফলে শিশু ও মায়েদেরকে উন্নত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে। সময়মত উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের ফলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হারও হ্রাস পাবে;
১০	জনজীবনের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করা; এবং	এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কিশোরগঞ্জ ও আশে-পাশের জেলাসমূহের জনসাধারণের জন্য উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার বিষয়টি সহজতর হবে। উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি হতে পরিত্রাণ পাবে যা সার্বিকভাবে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে;
১১	ডাক্তার ও অন্যান্য পেশাজীবিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ডাক্তার, চিকিৎসক, নার্সসহ বিভিন্ন ধরনের জনবলের প্রয়োজন হবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। ইতোমধ্যে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ১৪৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল ও নার্সিং ট্রেনিং কলেজের জন্য মোট ৭২৩টি (৪৯৯+২২৪) পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সকল পদসমূহ সৃষ্টির ফলে কর্ম সংস্থানের এক বিরাট সুযোগ হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য/কার্য/সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণঃ

৫.১ যে কোন ক্রয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা অপরিহার্য্য। পণ্য, কার্য ও সেবা এ তিনটি ক্ষেত্রেই পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা সমভাবে প্রযোজ্য। **"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের অধীনে নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে/হচ্ছে। এসব প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ তথা ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী করা হচ্ছে। টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে। এ প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর ২০০৮ প্রতিপালন বিষয়ে পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

৫.১.১ টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে আরডিপিপি মোতাবেক OTM ও DPM অনুসরণ করা হয়েছে;

৫.১.২ বহুল প্রচারিত ১টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রতিটি প্যাকেজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে;

৫.১.৩ সিপিটিইউ এবং নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নকারী সংস্থা পিডব্লিউডি এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে;

৫.১.৪ টেন্ডার ওপেনিং কমিটিতে (টিওসি) টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটির ১ জন এবং ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে ২ জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

৫.১.৫ টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন;

৫.১.৬ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (৭ জন) সদস্য রাখা হয়েছে। এর মধ্যে বহির্বিভাগীয় ৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

৫.১.৭ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে ৩০ দিন সময় রেখে দরপত্র জমা দেয়ার সময় দেয়া হয়েছে;

৫.১.৮ দরপত্র খোলার পর ৭ দিনের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

৫.১.৯ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন;

৫.১.১০ সর্বনিম্ন দরদাতাকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (NOA) দেয়া হয় এবং ৩ দিনের মধ্যে দরদাতা সম্মতি জানান;

৫.১.১১ নির্বাচিত দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক নেই মর্মে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে;

৫.১.১২ দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্য সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ পড়েনি মর্মে মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক যৌথ ঘোষণা দেয়া হয়েছে;

৫.১.১৩ ডিপিপিতে সংস্থানকৃত মোট অর্থের অতিরিক্ত (৩৮১.০০ লক্ষ টাকা, ১.৮৫%) একটি প্যাকেজের (হাসপাতাল ভবন) কার্যাদেশ দেয়া হয়। উক্ত দরপত্র সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। হাসপাতালের জন্য মূল প্রকল্পের ১৭২৭৭.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ খাতে মোট ২০৫৭৬.৬১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/নির্মিত/নির্মাণাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের গুণগত মান, ল্যাবরেটরি টেস্ট ফলাফল যাচাই, ক্রয় প্রক্রিয়ার কেস স্টাডি ইত্যাদিঃ

৬.১ **নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণঃ** নির্মাণ সামগ্রী যথা- রড, সিমেন্ট, ইট, বালু, কংক্রিট-এর মান সঠিক হলে সামগ্রিকভাবে নির্মাণ কাজের গুণগত মান ভাল হয়ে থাকে। প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন প্যাকেজের নির্মাণ কাজের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর মান ল্যাবরেটরি পর্যায়ে পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়েছে কি-না এবং করা হয়ে থাকলে ল্যাবরেটরি টেস্টের ফলাফল সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সামগ্রীর জন্য নির্ধারিত রেফারেন্স ভ্যালুর সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ কি-না তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তা প্রতিটি নির্মাণ সামগ্রীর রেফারেন্স ভ্যালুর সাথে যাচাই করে দেখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (BUET) হতে করা হয়েছে। মোট ১৮টি প্যাকেজের নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবটেরি টেস্ট প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সবগুলো নির্মাণ সামগ্রীর প্রাপ্ত ভ্যালু ল্যাবরেটরি টেস্ট ভ্যালু সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সামগ্রীর রেফারেন্স ভ্যালু হতে অধিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একাডেমিক ভবন, ইন্টার্নী ডক্টরস ডরমিটরি (মহিলা), হোস্টেল ভবন (ছাত্র) এর Compressive strength value of concrete পাওয়া গিয়েছে যথাক্রমে- ৫৯১০ psi, ৪৩২৯ psi ও ৫৮৪৭ psi Compressive strength value of Concret-এর রেফারেন্স ভ্যালু হল ২৫০০ psi অর্থাৎ ৩টি স্থাপনার ক্ষেত্রে রেফারেন্স ভ্যালু হতে অধিক psi বিশিষ্ট কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে। এ তিনটি প্যাকেজে ব্যবহৃত ইটের FM টেস্টের প্রাপ্ত ভ্যালু যথাক্রমে- ৩.১৩ FM, ২.৮৭ FM ৩.১৩ FM. যা রেফারেন্স ভ্যালু হতে অধিক। এছাড়া এ তিনটি প্যাকেজের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটের Compressive strengthও রেফারেন্স ভ্যালু (২০০০ psi) হতে বেশি পাওয়া গিয়েছে।

৬.২ নিম্নোক্ত সারণীতে প্রদর্শিত ১৮টি প্যাকেজে ব্যবহৃত রড, সিমেন্ট, ইট, বালু, কংক্রিটের টেস্ট ভ্যালু রেফারেন্স ভ্যালু হতে বেশি। এছা্ড়া ইটের Water absorption টেস্টের ভ্যালুও রেফারেন্স ভ্যালু (১৫%) হতে কম পাওয়া গিয়েছে। ল্যাবরেটরি টেস্ট যাচাইপূর্বক যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাণ কাজে মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। তবে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালে সাইটে স্তুপীকৃত ইটের মধ্য হতে নমুনা পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি ইটের ব্রীক টেস্ট করা হয়। উক্ত টেস্টে প্রতিটি ইট ভেঙ্গে যায়। এতে প্রমাণিত হয় স্তুপীকৃত ইট মানসম্মত নয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, স্তুপীকৃত ইটের গুণগত মান খরাপ হওয়ার কারণে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে ইট ফেরত নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং কোনভাবে উক্ত ইট প্রকল্পের নির্মাণ কাজে ব্যবহার হবে না।

সারণী- ৬:

ক্রঃ নং	টেন্ডার অনুযায়ী নির্মাণ কাজের নাম	Compressive strength of concrete ***(ন্যূনতম value 2500 psi)***	Compressive strength of cement ***(ন্যূনতম Value 2500 psi)***	FM test of local sand ***(ন্যূনতম Value FM 1.2)***	FM test of coarse sand ***(ন্যূনতম Value FM 2.50)***	Water absorption test of brick ***(ন্যূনতম Value 15%)***	Compressive strength test of brick ***(ন্যূনতম Value 2000 psi)***
		প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল	প্রাপ্ত ফলাফল
১	হাসপাতাল ভবন	৭০৯০	২০৯০	১.৩৫	২.৮৭	১২.৭	২৯০৭
২	একাডেমিক ভবন	৫৯১০	২৯৭০	১.৩৫	৩.১৩	১২.৭	২৯০৭
৩	হোস্টেল বিল্ডিং (ছাত্রী)	৫৯১০	২৯৭০	১.৩৫	৩.১৩	১২.৭	২৯০৭
৪	হোস্টেল বিল্ডিং (ছাত্র)	৫৮৪৭	৪৮৫০	১.২০	৩.১৩	১২.৫	২৮৫০
৫	ইন্টার্ণী ডক্টরস ডরমিটরি (মহিলা)	৪৩২৯	২৯৭০	১.৩৫	২.৮৭	১২.৭	২৭৬৮
৬	ইন্টার্ণী ডক্টরস ডরমিটরি (পুরুষ)	৪৩৩৯	২৯৭০	১.৩৫	২.৮৭	১২.৭	২৭৬৮
৭	ডক্টরস ডরমিটরি (মহিলা)	৪৩১৯	৩২০০	১.৩৫	২.৮৭	১২.০৭	২৮৬৮
৮	স্টাফ কোয়ার্টার ১৫০০/ ১৮০০ বর্গফুট	৬৬৫০	৪৩৮০	১.৩৫	২.৬৬	১২.৭	২৯০৭
৯	স্টাফ কোয়ার্টার ১২৫০/ ১০০০ বর্গফুট	৫৬১৩	৪৮৫০	১.২৮	২.৫৬	১২.৩	২৮৩০
১০	স্টাফ কোয়ার্টার ১০০০ বর্গফুট	৭৪৪১	৪৮৮০	১.২১	২.৭২	১১.৯০	২৯০০
১১	স্টাফ কোয়ার্টার ৮০০ বর্গফুট, কলেজ	৫৬৬৬	৪৮৮০	১.২৮	২.৫৫	১২.৭০	২৯০৭
১২	স্টাফ কোয়ার্টার ৬০০ বঃফুট, কলেজ	৫৪৩০	৪৮৮০	১.৩০	২.৫৪	১২.৭	২৮৫০
১৩	স্টাফ কোয়ার্টার ৮০০ বর্গফুট, হাসপাতাল	৫৪৩৬	৪৮৮৯	১.৩৫	২.৫৫	১২.০০	২৮৮০
১৪	৬০০ স্টাফ কোয়ার্টার (হাসপাতাল)	৭৪৪৪	৪৮৮১	১.৩০	২.৬২	১২.০০	২৯০০
১৫	প্রিন্সিপাল রেসিডেন্স	৭৩৭০	৬১৮০	১.৩৫	২.৬৬	১২.৭	২৯০৭
১৬	ডাইরেক্টর রেসিডেন্স	৬৬১০	৬১৮০	১.৩৫	২.৬৬	১২.৭	২৯০৭
১৭	টিচিং মর্গ	৬৬১০	৫১৫০	১.৩৫	২.৬৬	১২.৭	২৯০৭
১৮	সীমানা প্রাচীর	৪২০১	২৭৬০	১.৩৫	২.৮৭	১২.৭	২৯৬৮

নির্মাণ সাইটে স্তুপীকৃত ব্রীক টেস্ট

৬.৩ প্রকল্পভুক্ত নির্মাণ কাজসমূহের মধ্যে পরিদর্শিত ভবন/স্থাপনার বিভিন্ন অংশের যথা- মেঝে, দেয়াল, দরজা-জানালা, ছাদ, স্যানিটারী ও ইলেকট্রিক্যাল কাজের সার্বিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণকালে নিম্নে উল্লিখিত ভবন/স্থাপনার পরিদর্শিত অংশের ওপর মতামত প্রদান করা হলঃ

সারণী- ৭: প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম (পরিদর্শনকৃত ভবন/স্থাপনার নাম)	মেঝের অবস্থা	দেয়ালের অবস্থা	দরজা	জানালা	ছাদের অবস্থা	স্যানিটারী কাজ	ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
১	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-এ)	মেঝেতে টাইলস বসানো হয়েছে। ফিটিংস ভাল হয়েছে।	প্লাস্টার করা হয়েছে কিন্তু রং এখনও করা হয়নি।	দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু পাল্লা লাগানো হয়নি।	থাই ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু গ্লাস লাগানো হয়নি।	প্যারাপেট ওয়াল ও জলছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের আউটলেটও সঠিকভাবে করা হয়েছে।	স্যানিটারী কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।	ইলেকট্রিক্যাল অয়ারিং এখনও শুরু হয়নি।
২	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-বি)	মেঝেতে আরএকে এবং গ্রেটওয়াল টাইলস বসানো হয়েছে। টাইলস ফিটিং-এ কোন সমস্যা দেখা যায়নি।	প্লাস্টার করা হয়েছে কিন্তু রং এখনও করা হয়নি। প্লাস্টারের মান ভাল মনে হয়েছে।	দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু পাল্লা লাগানো হয়নি।	থাই ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু গ্লাস লাগানো হয়নি।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে	স্যানিটারী কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।	ইলেকট্রিক্যাল অয়ারিং এখনও শুরু হয়নি।
৩	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-ডি) (ট্রিটমেন্ট রুম)	২০"X১৫" সাইজের হোমোজিনিয়াস টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে।	প্লাস্টার করা হয়েছে কিন্তু রং এখনও করা হয়নি। দেয়ালের কিছু	দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু পাল্লা লাগানো	থাই ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু গ্লাস লাগানো হয়নি।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য	স্যানিটারী কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।	ইলেকট্রিক্যাল অয়ারিং এখনও শুরু হয়নি।

ক্রঃ নং	কাজের নাম (পরিদর্শনকৃত ভবন/স্থাপনার নাম)	মেঝের অবস্থা	দেয়ালের অবস্থা	দরজা	জানালা	ছাদের অবস্থা	স্যানিটারী কাজ	ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
			অংশের প্লাস্টারের ফিনিশিং ভাল হয়নি	হয়নি।		আউটলেট যথাযথ নির্মাণ করা হয়েছে		
৪	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-ই)	মেঝেতে RAK টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। টাইলস ফিটিংস যথাযথভাবে করা হয়েছে।	প্লাস্টার করা হয়েছে কিন্তু রং এখনও করা হয়নি। দেয়ালের কিছু অংশের প্লাস্টারের ফিনিশিং ভাল হয়নি।	দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু পাল্লা লাগানো হয়নি।	থাই ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু গ্লাস লাগানো হয়নি।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। পানি জমাট বাধার সম্ভাবনা নেই।	স্যানিটারী কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।	ইলেকট্রিক্যাল অয়ারিং এখনও শুরু হয়নি।
৫	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-এফ)	মেঝেতে স্টার সিরামিক বসানো হয়েছে। ফিটিংস ভাল হয়েছে।	প্লাস্টার করা হয়েছে কিন্তু রং এখনও করা হয়নি।	সেগুন কাঠের ফ্রেম ফিটিং করা হয়েছে কিন্তু পাল্লা লাগানো হয়নি।	থাই ফ্রেম বসানো হয়েছে। কিন্তু গ্লাস লাগানো হয়নি।	প্যারাপেট ওয়াল ও জলছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের আউটলেটও সঠিকভাবে করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা নেই।	স্যানিটারী কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।	ইলেকট্রিক্যাল অয়ারিং এখনও শুরু হয়নি।
৬	একাডেমিক ভবন	মেঝেতে হোমোজিনিয়াস টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। কাজের মান ভাল।	নীচতলায় এনাটমি রুম, ক্যাফেটেরিয়া ও টয়লেটের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। তবে এটা স্ট্রাকচারাল ত্রুটি নয়।	একাডেমিক ভবনের সকল দরজা লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ দরজার মান নিম্নমানের। কাঠ বাঁকা এবং জোড়া ফাঁকা হয়ে গেছে। ফিনিশিং ভাল হয়নি।	থাই ফ্রেম, গ্রীল লাগানো হয়েছে। তবে ফ্রেম মানসম্মত নয়।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এবং আউটলেট করা হয়েছে। তবে ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি চুঁইয়ে নীচতলার রুমে বিশেষ করে লাইব্রেরি রুম ও সিঁড়ি দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে।	RAK সিরামিকের কমোড, বেসিন লাগানো হয়েছে। কিছু কিছু স্যানিটারী মালামাল ভেঙ্গে গেছে। যথাযথভাবে কাজ করে না।	ইলেকট্রিক্যাল সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে কিছু কিছু ইলেকট্রিক্যাল সুইচ সঠিকভাবে কাজ করে না।
৭	নার্সিং ট্রেনিং কলেজ	মেঝেতে হোমোজিনিয়াস টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। টয়লেটে ৭ ফুট উঁচু করে দেয়ালে টাইলস বসানো হয়েছে। কাজের মান ভাল।	প্লাস্টার করা হয়েছে। প্লাস্টারের পুরুত্ব ¼ ইঞ্চি। দেয়ালে রং-এর ১ম কোট দেয়া হয়েছে।	দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম লাগানো হয়েছে। কিন্তু পাল্লা লাগানো হয়নি। চৌকাঠের পুরুত্ব ৬"X২.৫" ইঞ্চি	গ্রীল লাগানো হয়েছে। তবে গ্লাস লাগানো হয়নি।	প্যারাপেট ওয়াল ও জলছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। আউটলেটও সঠিকভাবে রাখা হয়েছে।	কমোড, বেসিন ও প্যান ইত্যাদি এখনও স্থাপন করা হয়নি।	ইলেকট্রিক্যাল অয়ারিং-এ বিআরবি ক্যাবল ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ফ্যান, সুইচ ও লাইট এখনো লাগানো হয়নি।
৮	মসজিদ	মেঝেতে টাইলস-এর কাজ সম্পন্ন	প্লাস্টারের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু রং করা	মসদিজের মূল দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম ও	জানালায় সিলভার কালারের থাই	দোতলা ভিতসহ দোতলা নির্মাণ করা হবে। ১ম	স্যানিটারী কাজ এখনও শুরু হয়নি।	অয়ারিং করা হয়নি।

ক্রঃ নং	কাজের নাম (পরিদর্শনকৃত ভবন/স্থাপনার নাম)	মেঝের অবস্থা	দেয়ালের অবস্থা	দরজা	জানালা	ছাদের অবস্থা	স্যানিটারী কাজ	ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
		হয়েছে। টাইলসের ফিনিশিং কাজের মান ভাল।	হয়নি। প্লাস্টার মসৃণ হয়েছে। মান ভাল।	পাল্লা ব্যবহার করা হয়েছে। পাল্লার পুরুত্ব ১.৫" ইঞ্চি। কাঠের মান ভাল।	লাগানো হয়েছে। গ্রীলের গ্যাপ ৪ ইঞ্চি, আউটার ফ্রেম ৩ ইঞ্চি, গ্লাস ফ্রেম ২ ইঞ্চি, থিকনেস ২ এমএম।	তলা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় তলা নির্মাণে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন।		
৯	ছাত্রী হোস্টেল	মেঝের টাইলস স্থাপনের কাজ ভাল হয়েছে। টাইলসের সাইজ ১৬"X১৬"। টয়লেটে টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। টাইলসের সাইজ ১২"X১২"।	অধিকাংশ টয়লেটের প্লাস্টার উঠে গেছে। টয়লেটের ভেতরে উপরে ছাদে শ্যাওলা জমে গেছে। সম্ভবতঃ পাইপ লিকেজের কারণে এরূপ হয়েছে।	সেগুন কাঠের পাল্লা ব্যবহার করা হয়েছে। ৩য় তলায় ৩০৮ নং রুমের দরজার কাঠ বাঁকা ও ফাঁকা হয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে কাঠের কাজের মান ভাল না।	জানালায় থাই গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে।	জলছাদ করা হয়েছে। আউটলেট ভালভাবে কাজ করে না। ছাদের আউটলেট পাইপ দিয়ে পানি চুঁইয়ে রুমে প্রবেশ করে। ২০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি পানি ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।	বেসিন ভালভাবে কাজ করে না। বেসিনের পাশের কক্ষে পানি চুঁইয়ে দেয়ালে শ্যাওলা জমেছে। বাথরুমে অধিকাংশ শাওয়ার কাজ করে না।	ডাইনিং রুমের সুইচবোর্ড ভালভাবে স্থাপন করা হয়নি। প্রতিটি শয়ন কক্ষের মাঝখানের লাইট জ্বলে না।
১০	আবাসিক ভবন (১২০০/১০০০ বর্গফুট)	কক্ষগুলোর মেঝেতে টাইলস বসানো হয়েছে। বারান্দায় এখনও টাইলস বসানো হয়নি।	দেয়াল প্লাস্টার করা হয়েছে। প্লাস্টার ফিনিশিং ভাল। রং করা হয়নি। শুধু লাইম পুটিং করা হয়েছে।	দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম লাগানো হয়েছে। পাল্লা লাগানো হয়নি।	কক্ষের জানালায় থাই ও গ্লাস বসানো হয়েছে। কিন্তু করিডোরের জানালায় থাই ও গ্লাস বসানো হয়নি।	জলছাদ করা হয়নি। আউটলেট ঠিক করে রাখা হয়েছে। পানির ট্যাংকি বসানো হয়নি।	কমোড, প্যান, বেসিন, ট্যাব স্থাপন করা হয়নি।	ওয়ারিং করা হয়নি। ফ্যান, সুইচ এখনো লাগানো হয়নি।
১১	ছাত্র হোস্টেল ভবন	মেঝেতে হোমোজিনিয়াস টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। টাইলস ফিটিং ভালভাবে করা হয়েছে।	দেয়ালে প্লাস্টার করা হয়েছে। অধিকাংশ দেয়ালে প্লাস্টার স্যাঁতসেঁতে হয়ে রং নষ্ট হয়ে গেছে।	দরজায় সেগুন কাঠের ফ্রেম ও পাল্লা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কয়েকটি কক্ষের দরজা ভাঙ্গা পাওয়া গিয়েছে।	জানালায় থাই গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে।	জলছাদ ও প্যারাপেট ওয়াল করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি নির্গমনের জন্য আউটলেট সঠিকভাবে করা হয়েছে।	কমোড, বেসিন, ট্যাব, প্যান স্থাপন করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ বাথরুমে ওয়ালে জ্যাম হয়ে রং উঠে গেছে অধিকাংশ ট্যাব ও শাওয়ার কাজ করে না।	বিআরবি ক্যাবলের ওয়ারিং এবং ফ্যান, সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু সুইচ সঠিকভাবে কাজ করে না।
১২	অধ্যক্ষের বাসা	মেঝেতে টাইলস স্থাপনের কাজ	ভবনের অভ্যন্তরে ও	দরজার ফ্রেম লাগানো	জানালায় গ্রিল বসানো	জলছাদ করা হয়েছে। প্যারাপেট	স্যানিটারী কাজ এখনো	ইলেকট্রিক কাজ এখনো শুরু করা

ক্রঃ নং	কাজের নাম (পরিদর্শনকৃত ভবন/স্থাপনার নাম)	মেঝের অবস্থা	দেয়ালের অবস্থা	দরজা	জানালা	ছাদের অবস্থা	স্যানিটারী কাজ	ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
		চলছে।	বাইরের প্লাস্টার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রং করা হয়নি।	হয়েছে।	হয়েছে। কিন্তু গ্লাস লাগানো হয়নি।	ওয়ালও নির্মাণ করা হয়েছে। পানি নির্গমনের জন্য আউটলেট যথাযথভাবে রাখা হয়েছে।	শুরু করা হয়নি।	হয়নি।
১৩	স্টাফ নার্স ডরমিটরি	মেঝেতে হোমোজিনিয়াস টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। কাজের মান ভাল।	দেয়াল প্লাস্টার সম্পন্ন হয়েছে। রং-এর চূড়ান্ত কোট-এর কাজ বাকি রয়েছে।	সেগুন কাঠের ফ্রেম ও পাল্লা ব্যবহার করা হয়েছে।		জলছাদ ও প্যারাপেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্যারাপেট ওয়ালের উচ্চতা ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। পানি নির্গমনের আউটলেট ব্যবস্থা ভাল।	RAK সিরামিকের স্যানিটারী মালামাল ব্যবহার করা হয়েছে।	অয়ারিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিআরবি ক্যাবল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি কক্ষে ২টি করে ফ্যান স্থাপন করা হয়েছে।
১৪	সিঙ্গেল ডক্টরস একোমোডেশন	মেঝেতে ১৬"X১৬" টাইলস এবং টয়লেটে ১২"X১২" টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। টাইলস স্থাপন যথাযথভাবে করা হয়েছে।	ভবনের পেছনের অংশের দেয়ালের প্লাস্টারগুলো ড্যাম হয়ে গেছে এবং মাঝে মাঝে প্লাস্টার ফেটে গেছে। রং ঝরে যাচ্ছে। প্লাস্টারের মান ভাল হয়নি।	কিছু কিছু দরজার পাল্লার মাঝখানে (জোড়া) ফাঁকা দেখা দিয়েছে। পাল্লার ফিনিশিং কাজ মানসম্মত নয়।	জানালায় থাই গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে।	জলছাদ প্যারাপেট ও আউটলেট সঠিকভাবে করা হয়েছে। ১০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি গাজী ট্যাংক বসানো হয়েছে।	RAK সিরামিকের স্যানিটারী মালামাল ব্যবহার করা হয়েছে। এবং ফিটিংও যথাযথভাবে করা হয়েছে।	বিআরবি ক্যাবলের অয়ারিং করা হয়েছে। ডাইনামিক সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু সুইচ সঠিকভাবে কাজ করে না।

৬.৪ প্যাকেজভুক্ত নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পরিমাপ এবং অনুমোদিত স্থাপত্য নকসার সাথে তুলনাঃ

প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন কাজসমূহের মধ্যে কিছু কিছু স্থাপনার অংশবিশেষ সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়েছে। অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা মোতাবেক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তা যাচাই করাই ছিল সরেজমিনে পরিমাপ করার প্রধান উদ্দেশ্য। মোট ১৪টি স্থাপনার ৩১টি অংশের (ছাদ, ক্যান্টিন, ডাইনিং রুম, বেডরুম, শ্রেণিকক্ষ, র‍্যাম্প, কমনরুম, ইত্যাদি) পরিমাপ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নকশা নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। নিম্নে স্থাপনাসমূহের পরিমাপকৃত তথ্যাদি উল্লেখ করা হলঃ

সারণী- ৮: সরেজমিনে পরিমাপকৃত ভবন/স্থাপনার আয়তন (Floor space) সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	পরিমাপকৃত ভবন	পরিমাপকৃত অংশের নাম	নকশা অনুযায়ী আয়তন (ফুট)	মোট আয়তন (বঃফুট)	পরিমাপে প্রাপ্ত (ফুট)	মোট আয়তন (বঃফুট)	পার্থক্য (বঃফুট)
১)	একাডেমিক ভবন	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ২৮০'-৫" প্রস্থ: ৪৯'-৯"	১৩৯৫০	দৈর্ঘ্য: ২৮০'-২" প্রস্থ: ৪৯'-১০"	১৩৯৬০	+১০
		ল্যাবরেটরি	দৈর্ঘ্য: ৪১'-২" প্রস্থ: ১৯'-২"	৭৮৯	দৈর্ঘ্য: ৪১'-৫" প্রস্থ: ২০'-১"	৮৩১	+৪২
		কমন রুম (মহিলা)	দৈর্ঘ্য: ৩৯'-৯" প্রস্থ: ২৭'-৪"	১০৮৬	দৈর্ঘ্য: ৪০'-০" প্রস্থ: ২৭'-৮"	১১০৬	+২০
		কেন্টিন	দৈর্ঘ্য: ৫৮'-৮" প্রস্থ: ৪৯'-৩"	২৮৮৯	দৈর্ঘ্য: ৫৮'-৬" প্রস্থ: ৪৮'-১১"	২৮৬২	-২৭
২)	মসজিদ	বারান্দা	দৈর্ঘ্য: ৩৭'-৮" প্রস্থ: ১২'-৪"	৪৬৪	দৈর্ঘ্য: ৩৭'-৭" প্রস্থ: ১২'-২"	৪৫৭	-০৭
		প্রধান কক্ষ	দৈর্ঘ্য: ৩৮'-০" প্রস্থ: ৩৬'-২"	১৩৭৪	দৈর্ঘ্য: ৩৮'-০" প্রস্থ: ৩৬'-২"	১৩৭৪	-
		ছাদ	দৈর্ঘ্য: ৫২'-০" প্রস্থ: ৩৭'-৮"	১৯৫৮	দৈর্ঘ্য: ৫২'-০" প্রস্থ: ৩৬'-৬"	১৯৫০	-৮
৩)	আবাসিক ভবন (১০০০+১২০০ বর্গফুট)	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ৭২'-৭" প্রস্থ: ৩৫'-৯"	২৫৯৪	দৈর্ঘ্য: ৭২'-৭" প্রস্থ: ৩৫'-৯"	২৫৯৪	-
		৬ষ্ঠ তলার বেডরুম	দৈর্ঘ্য: ১১'-০" প্রস্থ: ১০'-"	১১০	দৈর্ঘ্য: ১০'-৮" প্রস্থ: ৯'-১১"	১০৬	-৪
		৩য় তলার ডাইনিং রুম	দৈর্ঘ্য: ২৬'-১০" প্রস্থ: ১৪'-৮"	৩৯৩	দৈর্ঘ্য: ২৬'-১০" প্রস্থ: ১৪'-৫"	৩৮৬	-৬
৪)	নার্সিং ট্রেনিং কলেজ	ক্লাসরুম (৫ম তলা)	দৈর্ঘ্য: ২৭'-১" প্রস্থ: ১৯'-৯"	৫৩৪	দৈর্ঘ্য: ২৭'-৭" প্রস্থ: ১৯'-৪"	৫৩৩	-১
		নীচ তলা ডাইনিং	দৈর্ঘ্য: ৩৫'-৫" প্রস্থ: ২৬'-১১"	৯৫২	দৈর্ঘ্য: ৩৫'-৩" প্রস্থ: ২৭'-০"	৯৫১	-১
		ছাদ	দৈর্ঘ্য: ১২৯'-১" প্রস্থ: ৬৮'-৮"	৮৮৬২	দৈর্ঘ্য: ১২৯'-৯" প্রস্থ: ৬৮'-৪"	৮৮২৬	-৩৬
৫)	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-বি)	র‍্যাম্প	দৈর্ঘ্য: ৮৩'-৪" প্রস্থ: ৩২'-১১"	২৭৪২	দৈর্ঘ্য: ৮৩'-২" প্রস্থ: ৩৩'-৪"	২৭৭২	+৩০
৬)	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-ডি)	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ১৯২'-৮" প্রস্থ: ৬৪'-৭"	১২৪৪১	দৈর্ঘ্য: ১৯৩'-৪" প্রস্থ: ৬৪'-১১"	১২৫৪৯	+১০৮
৭)	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-ই)	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ১৫৮'-৪" প্রস্থ: ৯৪'-১১"	১৫০২৮	দৈর্ঘ্য: ১৫৮'-৬" প্রস্থ: ৯৫'-৬"	১৫১৩৭	+১০৯
৮)	হাসপাতাল ভবন (ব্লক-এফ)	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ১০৭'-১" প্রস্থ: ৯৬'-১"	১০২৮৮	দৈর্ঘ্য: ১০৭'-০" প্রস্থ: ৯৬'-২"	১০২৯০	-২
৯)	ছাত্রাবাস	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ১৬০'-২" প্রস্থ: ৯২'-২"	১৪৭৬৩	দৈর্ঘ্য: ১৬০'-৪" প্রস্থ: ৯২'-২"	১৪৭৭৭	+১৪
		ডাইনিং রুম	দৈর্ঘ্য: ৪৯'-৯" প্রস্থ: ৩৩'-৯"	১৬৭৯	দৈর্ঘ্য: ৫২'-১" প্রস্থ: ৩২'-১"	১৬৭০	-৯
১০)	টিচিং মর্গ এন্ড মরচুয়ারি	ক্লাসরুম	দৈর্ঘ্য: ২৪'-৮" প্রস্থ: ২৪'-৮"		দৈর্ঘ্য: ২৪'-৯" প্রস্থ: ২৪'-৯"		

ক্রঃ নং	পরিমাপকৃত ভবন	পরিমাপকৃত অংশের নাম	নকশা অনুযায়ী আয়তন (ফুট)	মোট আয়তন (বঃফুট)	পরিমাপে প্রাপ্ত (ফুট)	মোট আয়তন (বঃফুট)	পার্থক্য (বঃফুট)
১১)	অধ্যক্ষের বাসা	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ৪০'-১" প্রস্থ: ২৭'-৮"	১০৮৮	দৈর্ঘ্য: ৪০'-৫" প্রস্থ: ২৭'-৬"	১১১১	+২৩
		বেডরুম	দৈর্ঘ্য: ১২'-১" প্রস্থ: ১০'-৫"	১২৫	দৈর্ঘ্য: ১২'-৩" প্রস্থ: ৯'-১১"	১২২	-৩
১২)	স্টাফ নার্স ডরমিটরি	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ৭৪'-০" প্রস্থ: ৪৭'-২"	৩৪৯০	দৈর্ঘ্য: ৭৪'-২" প্রস্থ: ৪৭'-৩"	৩৫০৪	+১৪
		৪র্থ তলার বেডরুম	দৈর্ঘ্য: ১৮'-১" প্রস্থ: ১৭'-১০"	৩২২	দৈর্ঘ্য: ১৮'-২" প্রস্থ: ১৮'-২"	৩৩০	+৮
১৩)	ছাত্রী নিবাস	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ১৫৯'-৪" প্রস্থ: ১১০'-১"	১৭৫৩৯	দৈর্ঘ্য: ১৫৯'-৫" প্রস্থ: ১১০'-১"	১৭৫৪৭	+৪
		২য় তলা কমনরুম	দৈর্ঘ্য: ৪৪'-৯" প্রস্থ: ৩৪'-২"	১৫২৯	দৈর্ঘ্য: ৪৪'-৮" প্রস্থ: ৩৪'-১০"	১৫৫৫	+২৬
১৪)	পুরুষ শিক্ষানবীশ ডাক্তার ডরমিটরি	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ৪০'-৪" প্রস্থ: ৩৪'-২"	১৩৭৮	দৈর্ঘ্য: ৪০'-৪" প্রস্থ: ৩৪'-১০"	১৪০৪	+২৬
		ডাইনিং রুম	দৈর্ঘ্য: ৩৪'-২" প্রস্থ: ২২'-৩"	৭৬০	দৈর্ঘ্য: ৩৪'-২" প্রস্থ: ২২'-০"	৭৫০	-৯
১৫)	মহিলা শিক্ষানবীশ ডাক্তার ডরমিটরি	ছাদ	দৈর্ঘ্য: ৪০'-৪" প্রস্থ: ৩৪'-২"	১৩৭৮	দৈর্ঘ্য: ৩৪'-৬" প্রস্থ: ৩৪'-১০"	১৩৮৮	+১০
		কমনরুম	দৈর্ঘ্য: ২২'-৪" প্রস্থ: ২০'-৫"	৪৫৬	দৈর্ঘ্য: ২২'-২" প্রস্থ: ২০'-০"	৪৪৩	-১২
		বেডরুম	দৈর্ঘ্য: ১৬'-৩" প্রস্থ: ১১'-০"	১৭৮	দৈর্ঘ্য: ১৬'-৪" প্রস্থ: ১১'-০"	১৭৯	+১

সরেজমিনে নির্মাণাধীন স্থাপনা/ভবনের পরিমাপ

৬.৫ টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ সম্পর্কিত কেস স্টাডিসহ প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণঃ

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ (পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা যেকোন প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। **"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাই করে ব্যত্যয়সমূহ চিহ্নিত করে মতামত প্রদান করা নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পরিধিতে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য পিপিআর ২০০৮ এ উল্লিখিত টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপের আলোকে প্রণীত ছকে **(পরিশিষ্ট- ২)** প্রকল্প পরিচালক ও নির্মাণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে তথ্যাদি এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ করা হয় এবং এ বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সংগৃহীত দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শন অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নোক্ত ৩টি প্যাকেজের কেইস স্টাডি করা হয়েছে।

৬.৬ দরপত্রের নামঃ ১০ তলার ভিত ও সিঙ্গেল বেইজমেন্টসহ ৬ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী হাসপাতাল ভবন নির্মাণ ব্যয় ২০৫৭৬.৬১ লক্ষ টাকা। মূল ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় ধরা ছিল ১৭২৭৭.০০ লক্ষ টাকা। হাসপাতালের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১৬৫৭৫.৩৩ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ১৭৬৫৮.৭১ লক্ষ টাকা। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল ময়মনসিংহ ০৪/০৩/২০১৩ তারিখে স্বারক নং MC/5-74T134 মারফত হাসপাতাল ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করেন। দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সংবাদ এবং নিউ এজ পত্রিকায় ২৪/০৭/২০১৩, ১৩/০৮/২০১৩ তারিখে এবং ১৬/০৮/২০১৩ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এছাড়া সিপিটিইউ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ২৫/০৭/২০১৩ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২২/০৭/২০১৩ হতে ২৬/০৮/২০৩ তারিখের মধ্যে দরপত্র বিক্রয় ও গ্রহণ এবং ২৭/০৮/২০১৩ তারিখে দরপত্র খোলার তারিখ নির্ধারিত ছিল। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি তারিখ হতে দরপত্র জমাদানের জন্য ৩০ দিন সময় দেয়া হয়। মোট ৫টি দরপত্র বিক্রি হয়।

দরপত্র ক্রয়কারী ৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নোক্ত ৪টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়ঃ

* স্পেকট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ
* দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ
* নুরানী ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স
* জামাল এন্ড কোম্পানী-এএমএল (জয়েন্ট ভেনচার)

উপরোক্ত ৪টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গণপূর্ত জোন, ঢাকা এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর (দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি) সভাপতিত্বে ০৩/০৯/২০১৩ এবং ১২/০৯/২০১৩ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত এ মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী কমিটিতে বহির্বিভাগীয় ৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্রীজ ডিজাইন ডিভিশন-২ (ইস্ট)-এর নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি)। কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন- গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী। কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ময়মনসিংহ গণপূর্ত সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এ সভায় দরপত্র জমাদানকারী ৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্পেকট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃকে নন-রেসপনসিভ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ হিসেবে একক কাজের সনদপত্র দাখিল না করার কথা উল্লেখ করা হয়। অবশিষ্ট ৩টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ দরদাতা হিসেবে গৃহীত হয়। উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জামাল এন্ড কোম্পানী-এএমএল (জয়েন্ট ভেনচার) কর্তৃক মোট ১৭৬৫৮,৭১,১৮৮.৫২ টাকার দরপত্র দাখিল করে যা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ৬.৫৪% এবং ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ব্যয়ের উর্ধ্বে। অবশিষ্ট ২টি প্রতিষ্ঠানের দর ছিল দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় হতে যথাক্রমে ৬.৯০% এবং ১৮.২৫% উর্ধ্বে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ব্যয় হতে সর্বনিম্ন এই দরদাতার মূল্যায়িত দর ৩.৮১ কোটি টাকা বেশি (১৭৬.৫৮-১৭২.৭৭)। অতিরিক্ত এ অর্থ প্রকল্পের কন্টিনজেন্সি খাতে রক্ষিত অর্থ হতে সংকুলান করা হবে মর্মে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় সকলে একমত পোষণ করেন এবং সে মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কেবিনেট কমিটি অন গভর্ণমেন্ট পারচেজ (সিসিজিপি) কর্তৃক জামাল এন্ড কোম্পানী-এএমএল (জয়েন্ট ভেনচার)-কে অনুমোদন দেয়া হয়। সিসিজিপি-র অনুমোদনের ভিত্তিতে ১৭/১১/২০১৩ তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয় এবং দরদাতা ২১/১১/২০১৩ তারিখে সম্মতি জানায়। দরদাতার সাথে ০৫/১২/২০১৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং একই তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ০২ বছর অর্থাৎ ০৫/১২/২০১৫ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার সময় দেয়া হয়। হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৮৮% এবং মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১১টি চলতি বিলে মোট ১৭৬৬৮.৩৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয়ের (ভেরিয়েশন ব্যয় ব্যতিত কার্যাদেশ ব্যয়) ১০০% এবং আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের ৮৫%। এখানে উল্লেখ্য যে, চুক্তি বহির্ভুত কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কার্যাদেশ অনুযায়ী মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২০৫৩০.৭৬ লক্ষ টাকা।

৬.৭ দরপত্রের নামঃ ৮ তলা ভিতসহ ৫ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজসহ):

অনুমোদিত আরডিপিপিতে একাডেমিক ভবন নির্মাণ বাবদ মোট ৩৪৬৭.০২ লক্ষ টাকা সংস্থান রয়েছে। উক্ত কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৩০.৬৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয় ৩২৭৭.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল অনুমোদন হয় ০৪/০৩/২০১৩ তারিখে এবং ০৮/০৩/২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর এবং ০৬/০৩/২০১৩ তারিখে নিউ এইজ পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দৈনিক খবরের কাগজ ছাড়াও ১১/০৩/২০১৩ তারিখে সিপিটিইউ ওয়েবসাইট এবং ০৮/০৩/২০১৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রির নির্ধারিত শেষ তারিখ ছিল ০৮/০৪/২০১৩ অর্থাৎ দরপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর ৩৭ দিন সময় দেয়া হয়েছে যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ। ১৫/০৪/২০১৩ তারিখে মোট ২টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়। দরপত্র জমাদানকারী প্রতিষ্ঠান দুটি হল- নুরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এবং মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানী। উক্ত ২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নুরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ রেসপনসিভ হিসেবে গৃহীত হয় এবং মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানীকে নন-রেসপনসিভ দরপত্র হিসেবে বাতিল করা হয়।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন-এর সভাপতিত্বে ২১/০৪/২০১৩ এবং ০২/০৫/২০১৩ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন ময়মনসিংহ গণপূর্ত সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। এছাড়া দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বর্হিবিভাগের ৩ জন প্রতিনিধি (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্রীজ ডিজাইন ডিভিশন-২ (ইস্ট)-এর নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক) এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। দরদাতা প্রদানকারী ২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জামাল এন্ড কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্র দলিলের সাথে একক কাজের সনদপত্রটি চাহিদা মোতাবেক দাখিল না করার কারণে দরপত্রটি নন-রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নুরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ-কে যাবতীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সঠিক পাওয়ায় তাকে একমাত্র দরদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, একমাত্র রেসপনসিভ দরদাতা নুরানী কনস্ট্রাকশন কর্তৃক দাখিলকৃত মোট মূল্য ৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯.৫৯ টাকা যা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১,৪৭,১১,৯৩৭.৭৬ টাকা বেশি অর্থাৎ দাপ্তরিক মূল্য হতে ৪.৭০% উর্ধ্ব হার। উক্ত দর আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত বরাদ্দ হতে ১৬৯.২৪ লক্ষ টাকা কম। বর্ণিত অবস্থায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নুরানী কনস্ট্রাকশনকে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর অর্থাৎ

৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯.৫৯ টাকায় উক্ত কাজের দরদাতা হিসেবে সুপারিশ করে। অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত দরপত্র প্রস্তাব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয় এবং উহা ২৮/০৬/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ১০/০৭/২০১৩ তারিখে এবং দরদাতা ১৮/০৭/২০১৩ তারিখে তার সম্মতি জানান। দরদাতার সম্মতি প্রাপ্তির পর দরদাতার সঙ্গে ২২/০৭/২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং একই দিনে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২২/০৭/২০১৫ তারিখের মধ্যে একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। একাডেমিক ভবনের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং এ পর্যন্ত ৪টি কিস্তিতে (১০/১০/২০১৩, ১৫/০৫/২০১৩, ২৫/০৬/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৬) মোট ৩১,৪৯,০৩,০০০.০০ (একত্রিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তিন হাজার) টাকার বিল প্রদান করা হয়েছে যা চুক্তিমূল্যের ৯৬.০৭%। আরডিপিপি অনুযায়ী ৮ তলা ভিতসহ মোট ১.৫৫ লক্ষ বর্গফুট মেঝায়তন বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগত মান মোটামুটি, তবে এ ভবনের কাঠের দরজা ও স্যানিটারী ফিটিংস মানসম্মত হয়নি। কিছু কিছু দরজার পাল্লার কাঠ বাঁকা এবং ফাঁকা হয়ে পড়েছে।

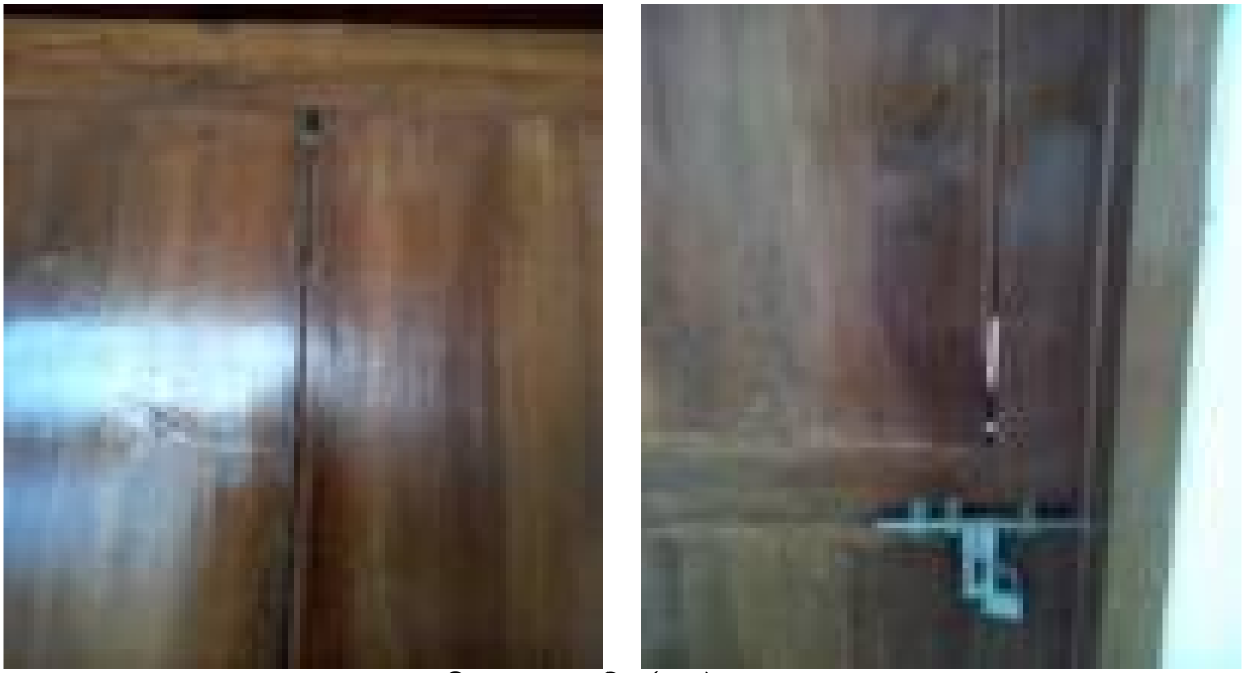

একাডেমিক ভবনের ত্রুটিপূর্ণ কাঠের দরজার পাল্লা

৬.৮ **দরপত্রের নামঃ ৬ তলা ভিতসহ ৫ তলা হোস্টেল ভবন (ছাত্রী) নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী, পানি সরবরাহ এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজসহ):**

অনুমোদিত আরডিপিপিতে হোস্টেল ভবন (মহিলা) নির্মাণ বাবদ মোট ১১৮৬.০৬ লক্ষ টাকা সংস্থান রয়েছে। উক্ত কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৬১.৮৬ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশে উল্লিখিত ব্যয় ১১৮৬.৮৬ লক্ষ টাকা। উক্ত নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল অনুমোদন হয় ০৪/০৩/২০১৩ তারিখে এবং ০৮/০৩/২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর ও ০৬/০৩/২০১৩ তারিখে নিউ এইজ পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১১/০৩/২০১৩ তারিখে সিপিটিইউ

ওয়েবসাইট এবং পিডব্লিউডি ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রির শেষ তারিখ নির্ধারিত ছিল ০৮/০৪/২০১৩ এবং দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৫/০৪/২০১৩ অর্থাৎ দরপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর ১ মাস ৭ দিন সময় দেয়া হয়েছে। যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৫/০৪/২০১৩ তারিখে মোট ১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়। দরপত্র জমাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হল- নুরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ। নুরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ রেসপনসিভ দরদাতা হিসেবে গৃহীত হয়।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি, ঢাকা গণপূর্ত জোন-এর সভাপতিত্বে ২১/০৪/২০১৩ এবং ০২/০৫/২০১৩ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন ময়মনসিংহ গণপূর্ত সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। এছাড়া গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম, গণপূর্ত সার্কেল, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বর্হিবিভাগের ৩ জন সদস্য যথা- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্রীজ ডিজাইন ডিভিশন-২ (ইস্ট)-এর নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দরদাতা প্রতিষ্ঠান নুরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত সকল কাগজপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সঠিক পাওয়ায় শুধু তাকে একমাত্র দরদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, একমাত্র রেসপনসিভ দরদাতা নুরানী কনস্ট্রাকশন কর্তৃক দাখিলকৃত মোট মূল্য ১১,৮৬,০৬,১৭০.৭৯ টাকা যা দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ২৪২০০৪৯.৭৯ টাকা বেশি অর্থাৎ দাপ্তরিক মূল্য হতে ২.০৮% উর্ধ্ব হার। এখানে উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ কাজের জন্য মোট ১১৮৬.০৬ লক্ষ টাকা সংস্থান রয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নুরানী কনস্ট্রাকশনকে একমাত্র দরপত্র জমাদানকারী হিসেবে ১১,৮৬,০৬,১৭০.৭৯ লক্ষ টাকায় উক্ত কাজের দরদাতা হিসেবে সুপারিশ করে এবং প্রধান প্রকৌশলী গূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ১৬/০৫/২০১৩ তারিখে এবং দরদাতা ২০/০৫/২০১৩ তারিখে তার সম্মতি জানান। দরদাতার সম্মতি প্রাপ্তির পর দরদাতার সঙ্গে ২১/০৫/২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং একই তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২১/১১/২০১৪ তারিখের মধ্যে হোস্টেল ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। হোস্টেল ভবনের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং এ পর্যন্ত ৪টি কিস্তিতে (০৩/০৬/২০১৩ তারিখে, ১৫/০৬/২০১৪, ২৫/০৬/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে মোট ১১,৩৬,০০,০০০.০০ টাকার বিল প্রদান করা হয়েছে। যা চুক্তিমূল্যের ৯৫.৭৮%। আরডিপিপি অনুযায়ী মোট ৫৯৪৪০.০০ বর্গফুট মেঝায়তনসহ ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের মান মোটামুটি হলেও ভবনের ছাদে পানি নির্গমনের আউটলেটে সঠিকভাবে করা হয়নি। ছাদে পানি জমা দেখে গেছে। কিছু কিছু বাথরুমের প্লাস্টার খসে পড়েছে। কাঠের দরজার মানও ভাল না। কাঠের পাল্লার ফিটিংস সঠিক হয়নি এবং কিছু কিছু পাল্লা বাঁকা এবং জোড়া স্থলে ফাঁকা হয়ে গেছে।

৬.৯ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ

সারণী-৯: মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-নাঃ

মতামত	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে	১১	২২%	৫	১০	১৬	১৬%
যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না	৩৯	৭৮%	৪৫	৯০%	৮৪	৮৪%
মোট:	**৫০**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**	**১০০**	**১০০%**

মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-না এ বিষয়ে নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায়, ৭৮% (৩৯ জন) ছাত্র বলেছেন যে, শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। অন্যদিকে নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রীর মধ্যে এ হার ৯০% (৪৫ জন)। প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছাত্রদের তুলনায় অধিক সংখ্যক ছাত্রী জানিয়েছেন, কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।

লেখচিত্র-১:

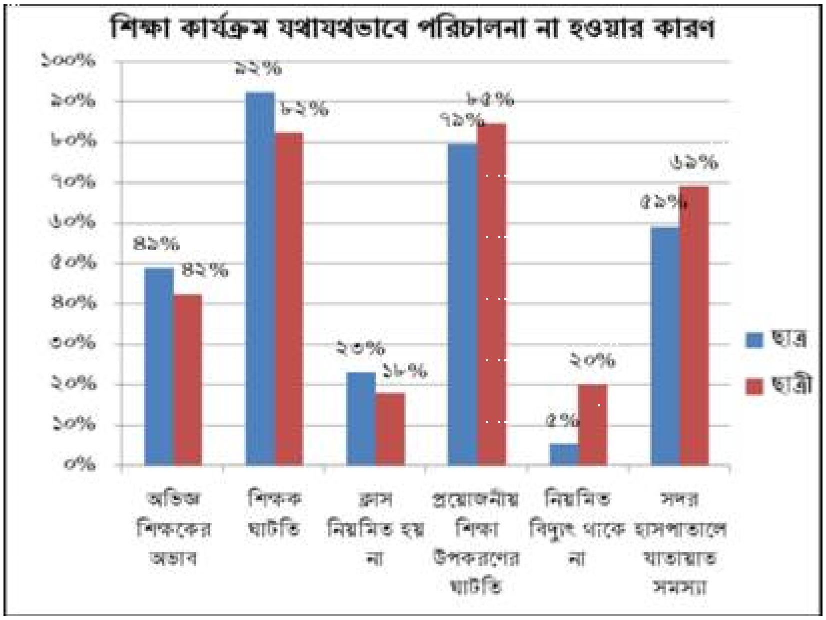

n-৩৯ (ছাত্র) n-৪৫ (ছাত্রী)

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে যে ৩৯ জন ছাত্র শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না বলেছেন তাদের মধ্যে ৪৮.৭২% (১৯ জন) বলেছেন, অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, ৯২.৩১% (৩৬ জন) শিক্ষক ঘাটতি এবং ৭৯.৪৯% (৩১ জন) প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হয় না। অন্যদিকে, ছাত্রীর মধ্যে এ হার যথাক্রমে ৪২.২২% (১৯ জন), ৮২.২২% (৩৭ জন) এবং ৮৪.৪৫% (৩১ জন)।

এছাড়া ৫৮.৯৭% (২৩ জন) ছাত্র এবং ৬৮.৮৬% (৩১ জন) ছাত্রী ক্লিনিক্যাল ক্লাসে যোগদানের লক্ষ্যে সদর হাসপাতালে যাতায়াত সমস্যার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় বলে উল্লেখ করেছেন **(পরিশিষ্ট-১০)**।

লেখচিত্র-২:

কলেজে যেভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাতে ছাত্র/ছাত্রীরা সন্তুষ্ট কি-না

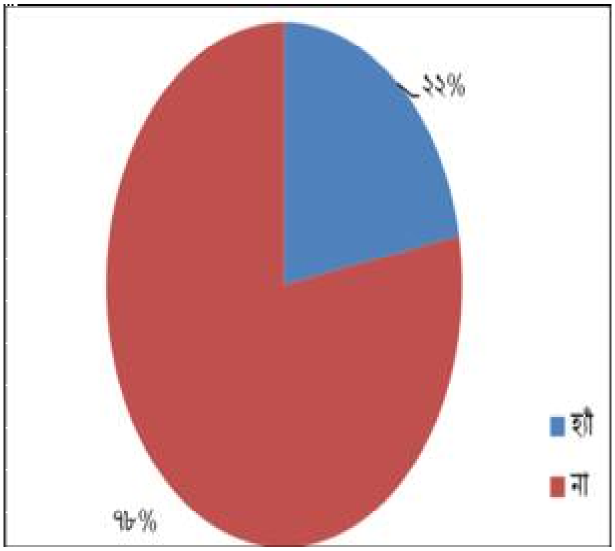

n-৫০ (ছাত্র)

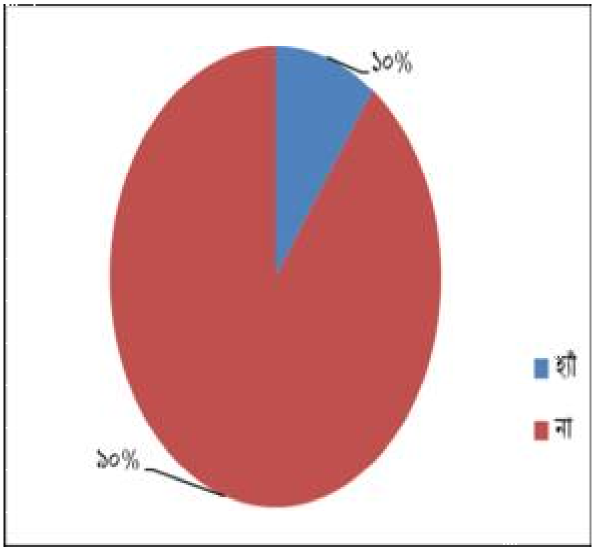

n-৫০ (ছাত্রী)

বর্তমানে কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সন্তুষ্ট কি-না এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৮% (৩৯ জন) ছাত্র তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। মাত্র ২২% ছাত্র (১১ জন) এবং ১০% (৫ জন) ছাত্রী বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সন্তুষ্ট বলে মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে যেভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাতে ছাত্রদের তুলনায় অধিক সংখ্যক ছাত্রী অসন্তুষ্ট। ৫০ জন নমুনায়িত ছাত্রীর মধ্যে এ হার ৯০% (৪৫ জন) **(পরিশিষ্ট-১১)**।

সারণী-১০: কলেজে চিকিৎসা কার্যক্রম আরো কার্যকরিভাবে পরিচালনা করার বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের পরামর্শ/সুপারিশঃ

পরামর্শ/ সুপারিশ	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হাসপাতাল দ্রুত চালু করা	৩২	৬৪%	৩৮	৭৬%	৭০	৭০%
অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ	৩৮	৭৬%	৩৯	৭৮%	৭৭	৭৭%
ওয়ার্ড ক্লাস বৃদ্ধি	১৪	২৮%	১১	২২%	২৫	২৫%
জনবল নিয়োগ	২৯	৫৮%	২৬	৫২%	৫৫	৫৫%
উন্নত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা	২১	৪২%	২৮	৫৬%	৪৯	৪৯%
লাইব্রেরির উন্নয়ন	১৫	৩০%	২৫	৫০%	৪০	৪০%
	n-৫০		n-৫০		n-১০০	

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

কলেজে বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম আরো কার্যকরিভাবে পরিচালনা করার বিষয়ে নমুনায়িত সকল ছাত্র-ছাত্রীর মতামত/পরামর্শ জানার চেষ্টা করা হয়। নমুনায়িত সকল ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকেই এ বিষয়ে এক/একাধিক মতামত প্রদান করেছেন। প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫০ জন নমুনায়িত ছাত্রের মধ্যে ৭৬% (৩৮ জন) অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ, ৬৪% (৩২ জন) দ্রুত হাসপাতাল চালুকরণ এবং ৫৮% (২৯ জন) কলেজে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। এ পরামর্শসমূহের ক্ষেত্রে নমুনায়িত ছাত্রীর হার যথাক্রমে ৭৮% (৩৯ জন), ৭৬% (৩৮ জন) এবং ৫২% (২৬ জন)। এছাড়াও ২৮% ছাত্র ওয়ার্ড ক্লাস বৃদ্ধি ও ৩০% ছাত্র লাইব্রেরি উন্নয়নের পরামর্শ করেছেন। ওয়ার্ড ক্লাস বৃদ্ধি ও লাইব্রেরি উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শ দানকারী ছাত্রীর হার যথাক্রেম ২২% ও ৫০%। প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ৭৭% (৭৭ জন) অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন।

লেখচিত্র-৩:

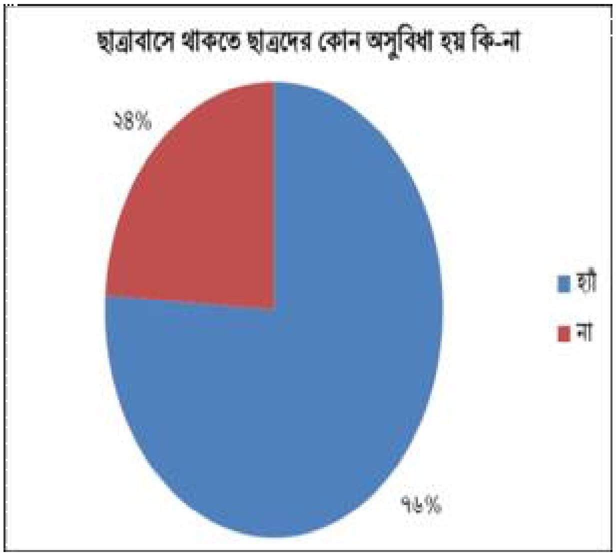

n-৫০ (ছাত্র)

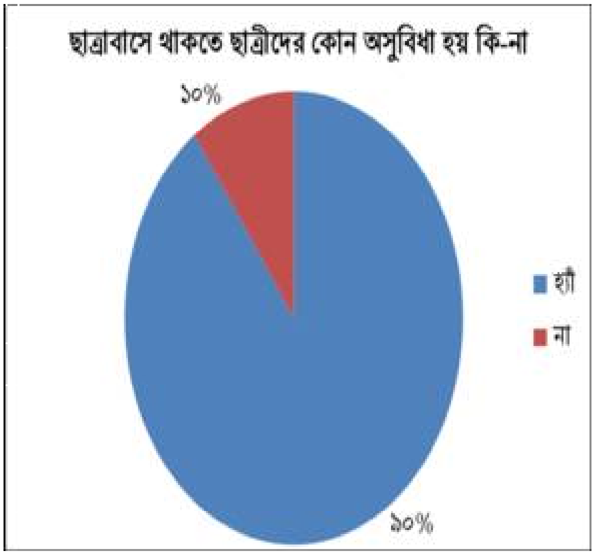

n-৫০ (ছাত্রী)

বর্তমানে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেলে বসবাস করেন। হোস্টেলে বসবাসে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন অসুবিধা হয় কি-না এবং অসুবিধা হলে অসুবিধার ধরণ জানান জন্য চেষ্টা করা হয়। নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্র এবং ৫০ জন ছাত্রীর নিকট হতে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায়, ৭৬% (৩৮ জন) ছাত্র এবং ৯০% (৪৫ জন) ছাত্রী হোস্টেলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন **(পরিশিষ্ট-১২)**।

লেখচিত্র-৪:

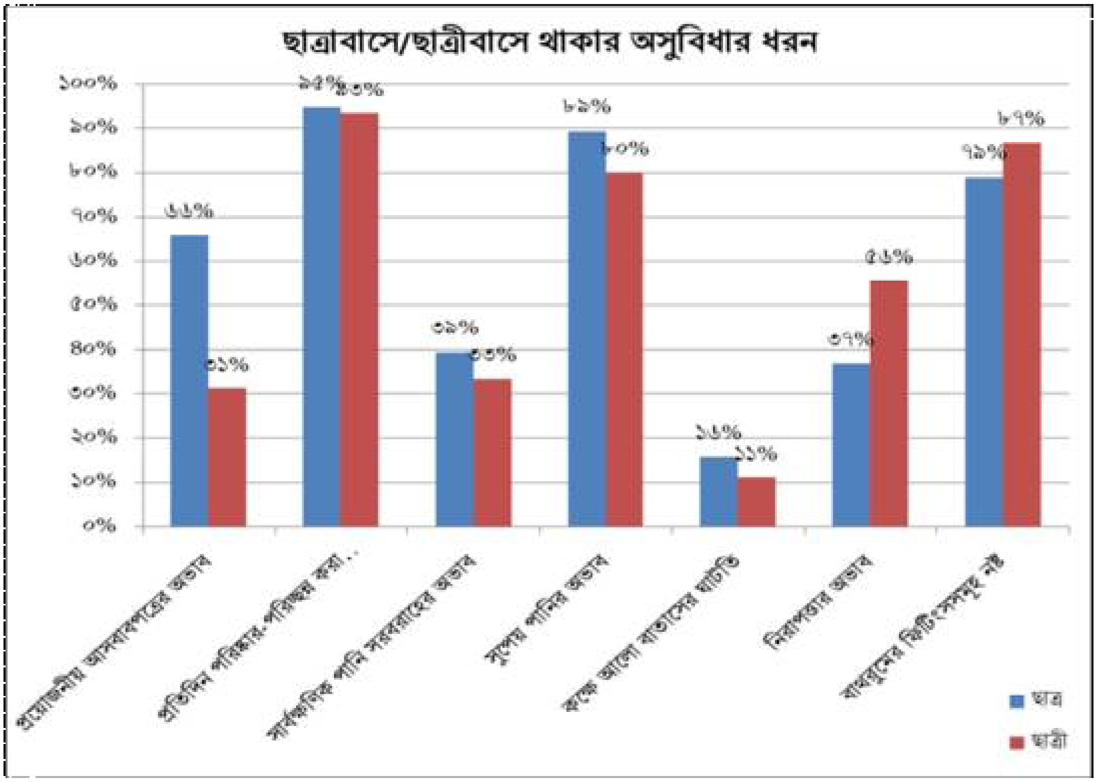

n-৩৮ (ছাত্র) n-৪৫ (ছাত্রী)

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে যারা (৩৮ জন) সমস্যার সম্মুখীন হন, তাদের মধ্যে ৯৪.৭৩% (৩৬ জন) ছাত্র বলেছেন, হোস্টেল প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় না, ৮৯.৪৭% (৩৪ জন) হোস্টেলে সুপেয় পানির অভাব এবং ৭৮.৯৫% (৩০ জন) বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস সাওয়ার, ট্যাব, কমোড ইত্যাদি সঠিকভাবে কাজ করে না বলে উল্লেখ করেছেন। অনদিকে, ৪৫ জন ছাত্রীর মধ্যে উক্ত সমস্যাসমূহের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৯৩.৩৩% (৪২ জন) ৮০% (৩৬ জন) এবং ৮৬.৬৭% (৩৯ জন) ছাত্রী। ৩৬.৮৪% (১৪ জন) ছাত্র এবং ৫৫.৫৫% (২৫ জন) ছাত্রী হোস্টেলের নিরাপত্তা জনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন **(পরিশিষ্ট-১৩)**।

লেখচিত্র-৫:

ছাত্রাবাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সন্তষ্ট কি-না

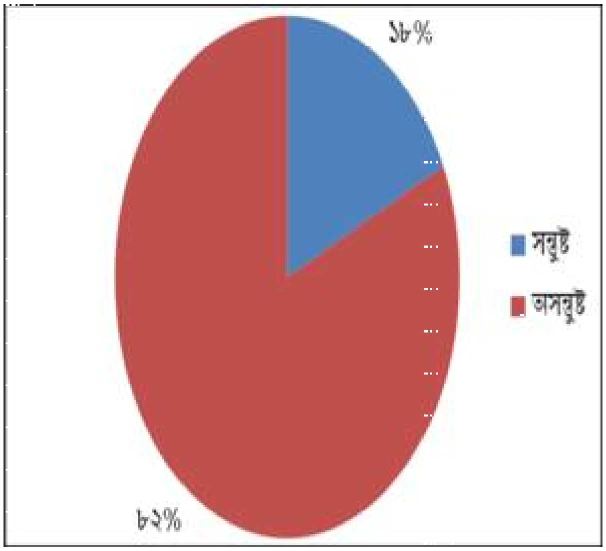

n-৫০ (ছাত্র)

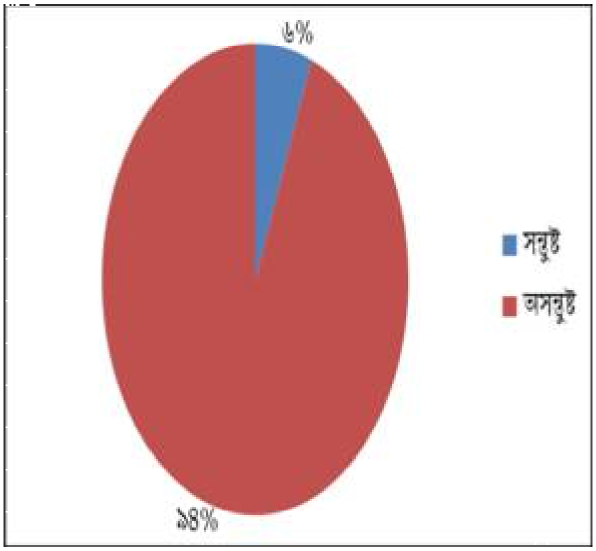

n-৫০ (ছাত্রী)

ছাত্রাবাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নমুনায়িত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, নমুনায়িত ছাত্রদের মধ্যে ৮২% (৪১ জন) এবং ছাত্রীদের মধ্যে ৯৪% (৪৭ জন) হোস্টেলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সন্তুষ্ট নয়। সার্বিকভাবে মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৮৮% (৮৮ জন) হোস্টেলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন **(পরিশিষ্ট-১৪)**।

সারণী-১১: ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় কি-নাঃ

ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় কি-না	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৫০	১০০%	৫০	১০০%	১০০	১০০%
না	-	-	-	-	-	
মোট:	**৫০**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**	**১০০**	**১০০%**
ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পরামর্শ						
হোস্টেল সুপারের তদারকি বৃদ্ধি	১৩	২৬%	২১	৪২%	৩৪	৩৪%
কমন রুমের ব্যবস্থা করা	১৬	৩২%	২২	৪৪%	৩৮	৩৮%
জনবল নিয়োগ	২৮	৫৬%	৩০	৬০%	৫৮	৫৮%
নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১৯	৩৮%	৩২	৬৪%	৫১	৫১%

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা বৃদ্ধি	৪১	৮২%	৪২	৮৪%	৮৪	৮৪%
সুপেয় পানির ব্যবস্থা	২২	৪৪%	৩৩	৬৬%	৫৫	৫৫%
দক্ষ ব্যবস্থাপনা	১২	২৪%	১০	২০%	২২	২২%
ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রাখা	২৬	৫২%	৩২	৬৪%	৫৮	৫৮%

n-৫০ n-৫০ n-১০০

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

নমুনায়িত শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী মনে করেন, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা দরকার। বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রাবাসে বসবাস করছে। ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নমুনায়িত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ এসেছে। নমুনায়িত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হতে এক/একাধিক সুপারিশ এসেছে। নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে নিয়মিতভাবে হোস্টেল পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করেছেন ৫৬% (২৮ জন), ৮২% (৪১ জন) ছাত্র মনে করেন, জরুরি ভিত্তিতে হোস্টেলের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা দরকার। ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ করার পক্ষে সুপারিশ করেছেন, যথাক্রমে- ৫২% (২৬ জন) এবং ৩৮% (১৯ জন) ছাত্র। অন্যদিকে, নমুনায়িত ছাত্রীদের মধ্যে ৮৪% (৪২ জন) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ, ৬৬% (৩৩ জন) সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, ৬৪% (৩২ জন) ইন্টারনেট/ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গ্রহণ, ৬৪% (৩২ জন) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং ৪২% (২১ জন) হোস্টেল সুপারের তদারকি বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। এছাড়া ৩২% (১৬ জন) ছাত্র এবং ৪৪% (২২ জন) ছাত্রী ইনডোর গেমসের সুবিধাসহ কমনরুমের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন।

সারণী-১২: একাডেমিক ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সন্তুষ্টিঃ

সন্তুষ্ট কি-না	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
সন্তুষ্ট	৩২	৬৪%	৩৭	৭৪%	৬৯	৬৯%
অসন্তুষ্ট	১৮	৩৬%	১৩	২৬%	৩১	৩১%
মোট:	**৫০**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**	**১০০**	**১০০%**

একাডেমিক ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ৬৪% ছাত্র সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তুলনামূলকভাবে একাডেমি ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যার হার ৭৪%। একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাস ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, একাডেমিক ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সার্বিকভাবে ৬৯% ছাত্র-ছাত্রী সন্তুষ্ট। অন্যদিকে, ছাত্রাবাসের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ১২% (পরিশিষ্ট-১৪, লেখচিত্র-৫)।

সারণী-১৩: ছাত্র-ছাত্রী কলেজ লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে গমন না করার কারণঃ

লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে গমন করে কি-না	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২০	৪০%	২৬	৫২%	৪৬	৪৬%
না	৩০	৬০%	২৪	৪৮%	৫৪	৫৪%
মোট:	**৫০**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**	**১০০**	**১০০%**
লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে গমন না করার কারণ						
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব	৪	১৩.৩৩%	১১	৪৫.৮৩%	১৫	২৭.৭৮%
ছাত্র-শিক্ষকের জন্য আলাদা পড়ার ব্যবস্থা নেই	১০	৩৩.৩৩%	২২	৯১.৬৬%	৩২	৫৯.২৬%
লাইবেরি খোলা রাখার সময় স্বল্প	২০	৬৬.৬৬%	১৬	৬৬.৬৬%	৩৬	৬৬.৬৭%
ক্লাস শেষ হবার পরে লাইব্রেরি খোলা না রাখা	২২	৭৩.৭৩%	১৭	৭০.৮৩%	৩৯	৭২.২২%
লাইব্রেরির পরিবেশ ভাল না	১০	৩৩.৩৩%	৩	১২.৫০%	১৩	২৪.০৭%
লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট/ওয়াইফাই কানেকশন নেই	১৫	৫০%	১৮	৭৫%	৩৩	৬১.১১%
বইয়ের স্বল্পতা	১০	৩৩.৩৩%	৩	১২.৫০%	১৩	২৪.০৭%
আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনের স্বল্পতা	৫	১৬.৬৭%	২	৮.৩৩%	৭	১২.৯৬%

n-৩০ n-২৪ n-৫৪

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পড়াশোনা করার লক্ষ্যে কলেজ লাইব্রেরিতে ছাত্র-ছাত্রীদের গমন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৬০% (৩০ জন) ছাত্র লাইব্রেরিতে গমন করেন না। অন্যদিকে নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রীর মধ্যে লাইব্রেরিতে গমন না করার হার ৪৮% (২৪ জন)। লাইব্রেরিতে গমন না করার কারণ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে যারা (৩০ জন) লাইব্ররিতে গমন করেন না তাদের মধ্যে ৭৩.৩৩% (২২ জন) ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি খোলা না রাখা, ৬৬.৬৬% (২০ জন) লাইব্রেরি খোলা রাখার সময় কম এবং ৫০% (১৫ জন) লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট/ওয়াইফাই কানেকশন নেই বলে লাইব্রেরিতে গমন করেন না। নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রীদের মধ্যে যারা লাইব্রেরিতে গমন করেন না (২৪ জন) তাদের মধ্যে ৯১.৬৬% (২২ জন) ছাত্রী লাইব্রেরিতে শিক্ষকের জন্য বসার আলাদা ব্যবস্থা না থাকা, ৭০.৮৩% (১৭ জন) ক্লাস শেষ হবার পর পরই লাইব্রেরি বন্ধ করে দেয়া (বিকেলে খোলা হয় না) ৭৫% (১৮ জন) ইন্টারনেট কানেকশন সুবিধা না থাকয় লাইবেরিতে গমন করেন না বলে জানিয়েছেন। বইয়ের স্বল্পতার কারণে লাইব্রেরিতে যান না ৩৩.৩৩% ছাত্র এবং ১২.৫০% ছাত্রী। প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি বন্ধ করে দেয়া (বিকেলে খোলা থাকে না) এবং ইন্টারনেট কানেকশন সুবিধা না থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরিতে গমন না করার একটি অন্যতম কারণ।

লেখচিত্র-৬:

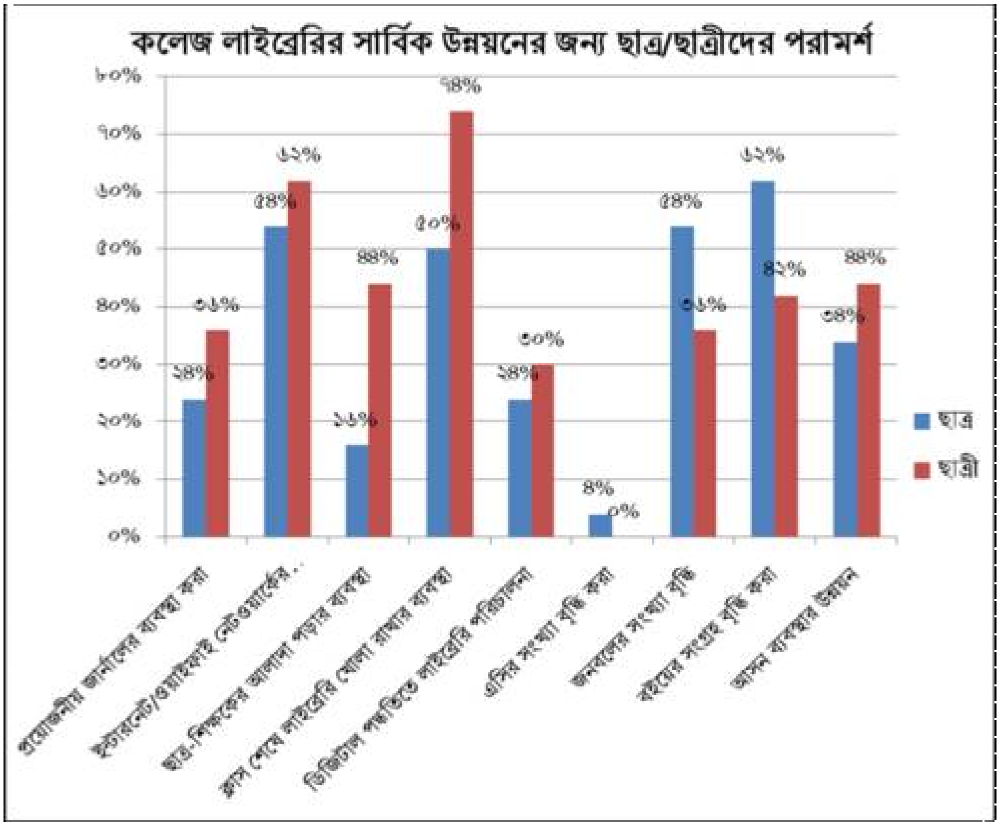

n-৫০ (ছাত্র) n-৫০ (ছাত্রী)

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

কলেজ লাইব্রেরির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নমুনায়িত ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করেছেন। নমুনায়িত অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী একাধিক পরামর্শ দিয়েছেন। নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৫০% (২৫ জন) ক্লাস শেষে লাইব্রেরি খোলা রাখার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন। নমুনায়িত ৫০ জন ছাত্রীর ক্ষেত্রে এ হার ৭৪% (৩৭ জন)। ইন্টারনেট/ওয়াইফাই-এর ব্যবস্থা রাখার জন্য ৫৪% ছাত্র (২৭ জন) এবং ৬২% (৩১ জন) ছাত্রী পরামর্শ দিয়েছেন। ডিজিটাল পদ্ধতিতে লাইব্রেরি ব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে ২৪% (১২ জন) ছাত্র এবং ৩০% (১৫ জন) ছাত্রী মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও লাইব্রেরির আসন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ৩৪% (১৭ জন) ছাত্র এবং ৪৪% (২২ জন) ছাত্রী পরামর্শ দিয়েছেন। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংগ্রহ বৃদ্ধির পক্ষে ৬২% (৩১ জন) ছাত্র এবং ৪২% (২১ জন) ছাত্রী মত প্রকাশ করেছেন **(পরিশিষ্ট-১৫)**।

সপ্তম অধ্যায়

প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা

৯.০ প্রকল্প কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন, প্রকল্প পরিচালক ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপকারভোগী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনা ও KII-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত সমস্যাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

৯.১ **জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব ও অধিগ্রহণকৃত জমি অরক্ষিতঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল শুরু হয় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে। কিন্তু এ প্রকল্পের জন্য জমির দখল পাওয়া যায় ১০/০২/২০১৩ তারিখে। জাতীয় চিনি কলের নিজস্ব জমি হতে প্রকল্পের জন্য ২০.৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। মামলা জনিত কারণে জমির দখল পেতে ৭ মাস বিলম্ব হয়েছে। উল্লেখ্য, অধিগ্রহণকৃত ২০.৩৮ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩৩.০০ শতাংশ জমি সীমানা প্রাচীর ছাড়াই অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এ জায়গা মেডিকেল কলেজ আবাসিক এলাকা হতে আনুমানিক ২০০ ফুট দূরে অবস্থিত। জায়গাটি সাময়িকভাবে সীমানা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এ জায়গার আশে-পাশে বসতি রয়েছে। জায়গার সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে স্থায়ী সীমানা প্রাচীর করা না হলে জায়গা দেখল হয়ে যেতে পারে।

৯.২ **কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করাঃ** ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক কার্যাদেশে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং সে মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার কথা। কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও পরিদর্শন অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, ১৭টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে ১৪টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে এবং ৩টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ জুলাই ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল **(পরিশিষ্ট ১৬)**। মূলতঃ গণপূর্ত বিভাগের ব্যর্থতা ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণেই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কার্যাদেশে উল্লিখিত সময় পার হওয়ার পরও গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ কাজের সময় বৃদ্ধি করা হয়নি। এ বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, প্রত্যেক ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি-এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯.৩ **আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত টাকার অতিরিক্ত বিল প্রদানঃ** সিঞ্জেল ডক্টরস এ্যাকোমোডেশন ভবন নির্মাণ খাতে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৩৬৪.৯১ লক্ষ টাকার স্থলে ৩৬৭.৯২ লক্ষ টাকার বিল প্রদান করা হয়েছে যা আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থ হতে ৩.০১ লক্ষ টাকা বেশি। আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী।

৯.৪ **কাঠের দরজা ত্রুটিপূর্ণ/মানসম্মত নয়ঃ** সিঙ্গেল ডক্টরস এ্যাকামডেশন ভবন, ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল ভবন ও একাডেমিক ভবনের দরজায় যেসব কাঠের পাল্লা লাগানো হয়েছে তা মানসম্মত নয়। অধিকাংশ পাল্লার কাঠ বাঁকা হয়ে গেছে এবং কাঠের সংযোগ স্থলে বিশেষ করে ডাবল পার্ট পাল্লার ক্ষেত্রে ফাঁকা হয়ে গেছে। তাছাড়া সঠিকভাবে দরজা বন্ধ করা যায় না। ফিনিশিং এবং বার্নিশ ভাল হয়নি। দরজার পাল্লা কাঠ সঠিকভাবে সিজনড না হওয়ার কারণে এবং নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক সঠিকভাবে তদারকি না করার কারণে এবং ঠিকাদারের গাফিলাতির কারণে এমন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিছু কিছু দরজার পাল্লা (একাডেমিক ভবন) চেষ্টা করেও লাগানো যায়নি। কারণ পাল্লা সঠিকভাবে ফিটিং করা হয়নি। এছাড়া আবাসিক ভবনের ছাদের সেন্টারিং সঠিকভাবে করা হয়নি বলেও প্রতীয়মান হয়েছে।

৯.৫ **স্যানিটারী কাজের মান সন্তোষজনক নয়ঃ** ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস ও একাডেমিক ভবনের স্যানিটারী কাজ মানসম্মত হয়নি। এসব ভবনে বিশেষ করে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের টয়লেটে স্থাপিত অধিকাংশ ট্যাব, কমোড, শাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে। উভয় হোস্টেলের বাথরুমের দেয়াল, বেসিন সংলগ্ন দেয়াল পাইপ দিয়ে পানি লিকেজের কারণে স্যাঁত-স্যাঁতে/ ড্যাম হয়ে গেছে।

৯.৬ **লাইব্রেরি কক্ষে বৃষ্টির পানি প্রবেশঃ** একাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান জানান, বৃষ্টির দিনে তাদের দুর্ভোগের অবস্থা। বৃষ্টি হলেই লাইব্রেরির দেয়াল বিশেষ করে দক্ষিণ পাশের দেয়াল চুঁইয়ে লাইব্রেরির ভিতরে পানি প্রবেশ করে ফ্লোর ভেসে যায়। এছাড়া ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে পানি নিচের দিকে পড়ে। লাইব্রেরি কক্ষের জানালাও সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি। জানালার ফাঁক দিয়েও বৃষ্টির পানি লাইব্রেরি কক্ষে প্রবেশ করে বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান অভিযোগ করেছেন।

৯.৭ **প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল বহির্ভূত সময়ে প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় বিভাজনঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয়ের বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন আরডিপিপিতে উল্লেখ থাকার কথা। "শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। উক্ত ৫টি অর্থ বছরে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের বছর ভিত্তিক বিভাজন আরডিপিপিতে থাকার কথা। কিন্তু আরডিপিপিতে এ বিভাজন সঠিকভাবে করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্তির পর বছর অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়ের ১৫৫৯.৮৯ লক্ষ টাকার সংস্থান আরডিপিপিতে রাখা হয়েছে যা আরডিপিপি প্রণয়ন জনিত বড় ধরনের ত্রুটি।

৯.৮ **নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করণে ঠিকাদারের গাফিলাতিঃ** প্রকল্পের অধিকাংশ নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় পিছিয়ে আছে **(পরিশিষ্ট- ৬ ও সারণী-৫)**। কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ঠিকাদারের গাফিলাতি এর অন্যতম কারণ। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা যথাসময়ে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরু হতে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত ও নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১০০০ বর্গফুট-এর ৬ তলা আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ প্যাকেজের কার্যাদেশ অনুযায়ী ২২/১০/২০১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা। এ প্যাকেজের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৪২%। বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে। পরিদর্শনকালে

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ২/১ জন কর্মী (নিরাপত্তা কর্মী) দেখা গিয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ হতে একাধিকবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

দীর্ঘদিন যাবত অসমাপ্ত অবস্থায় আবাসিক কোয়ার্টার

৯.৯ **মেডিকেল কলেজ শিক্ষক নিয়োগঃ** শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম ২০১১-১২ শিক্ষা বছর হতে শুরু হয়েছে। ২০১৫-১৬ শিক্ষবর্ষ সহ মোট ২৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। শুরু হতে সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সঠিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক দরকার। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের অভাবে কার্যকরিভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে যেভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাতে ৮৪% শিক্ষার্থী অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, উক্ত মেডিকেল কলেজের জন্য ১ জন অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৮০টি শিক্ষক পদের মঞ্জুরী রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক পদ পূরণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, এ ৮০টি পদের মধ্যে সংযুক্তির মাধ্যমে মোট ৬০ জন শিক্ষক উক্ত কলেজে বর্তমানে কর্মরত আছেন **(পরিশিষ্ট- ১৭)**।

৯.১০ **মেডিকেল কলেজের অন্যান্য পদে জনবল নিয়োগঃ** কলেজে অন্যান্য মঞ্জুরীকৃত ৬৪টি পদের মধ্যে ৬টি পদে সংযুক্তির মাধ্যমে ৬ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। অর্থাৎ মোট মঞ্জুরীকৃত ১৪৪টি পদের মধ্যে ৬৬টি পদে সংযুক্তির মাধ্যমে সকলেই কর্মরত। এখানে উল্লেখ্য, লোকবল নিয়োগ না হওয়ার কারণে যেমন শিক্ষা পরিচালনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে তেমনি কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং হোস্টেল ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হচ্ছে **(পরিশিষ্ট- ১৭)**।

৯.১১ **হাসপাতাল ও নার্সিং ট্রেনিং কলেজে জনবল নিয়োগঃ** হাসপাতাল পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ৪৯৯টি **(পরিশিষ্ট- ১৮)**। হাসপাতালটি এখনও চালু হয়নি এবং লোকবলও নিয়োগ করা হয়নি। নার্সিং ট্রেনিং কলেজের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২৭৫টি **(পরিশিষ্ট- ১৯)** পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। হাসপাতালটি ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই হাসপাতালের জন্য মঞ্জুরীকৃত পদে নিয়োগের জন্য সকল কার্যক্রম এখন হতে শুরু করা না হলে হাসপাতাল ও নার্সিং ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থাপনাও ব্যাহত হবে।

৯.১২ **সাময়িক ভিত্তিতে নিয়োজিত জনবলের ভাতাদি বন্ধঃ** মেডিকেল কলেজ, ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস ও অন্যান্য স্থাপনার জরুরি প্রয়োজনে জনবল (১০ জন) খাতে পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর কার্যালয় হতে মাসিক ১.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ অর্থে ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে (পরিচ্ছন্ন কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী, ডাইনিং হল ব্যবস্থাপনা কর্মী, মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের এটেনডেন্ট) মোট ৩৩ জনকে খুব স্বল্প ভাতা প্রদানপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিদর্শনকালে জানা গিয়েছে, জুন ২০১৬ হতে উক্ত বরাদ্দ প্রদান বন্ধ রয়েছে। যার ফলে এসব জনবলের ভাতাদি পরিশোধ করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় একদিকে যেমন অর্থের অভাবে তারা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে অন্যদিকে কলেজ, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

৯.১৩ **পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন স্থানান্তরে বিলম্বঃ** প্রকল্পের আবাসিক সীমানার ওপর দিয়ে পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন বিদ্যমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আবাসিক ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং কিছু কিছু ভবন নির্মাণাধীন আছে। পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন বিদ্যমান রেখে নির্মাণ কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আবাসিক ভবনসমূহে এখনও বসবাস শুরু হয়নি। বিদ্যমান এ অবস্থায় নির্মাণ কাজ চলমান রাখা এবং ভবনসমূহে বসবাস করা অতি ঝুঁকিপূর্ণ হবে। প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালেই পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন স্থানান্তর করা উচিত ছিল।

পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইনের কাছাকাছি নির্মিত হোস্টেল ভবন ও নির্মাণাধীন আবাসিক কোয়ার্টার

৯.১৪ **মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহে বিলম্বঃ** হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল ইউনিট, নার্সিং ট্রেনিং কলেজের জন্য প্রকল্পে যন্ত্রপাতির জন্য মোট ৪৯০৭.৮৬ লক্ষ টাকা এবং আসবাবপত্রের জন্য ৩৪৭৫.৪৬ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। প্রকল্প শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কিত ৪০.০০ লক্ষ টাকার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এর পর আর কোন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। এর ফলে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে যথাযথভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইউনিটের নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ার কারণে যন্ত্রপাতি ও আসবাপত্র ক্রয় করা হয়নি বলে জানা যায়। তবে এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ব্যয় প্রাক্কলনসহ সকল ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজের (একাডেমিক ভবন) নির্মাণ কাজ যেহেতু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ শিক্ষা বর্ষ হতে এ কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাই আরডিপিপি অনুযায়ী মেডিকেল কলেজের জন্য প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি এতদিনে সংগ্রহ করা উচিত ছিল। এডিপিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া সত্ত্বেও কলেজের জন্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় না করা এ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা প্রমাণ করে।

৯.১৫ **একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাস/ছাত্রীবাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবঃ** একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারী প্রতিষ্ঠান (হোস্টেল) যে পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার সে অবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেলের শয়ন কক্ষ, করিডোর বাথরুম নিয়মিত পরিষ্কার বা ঝাড়ু না দেয়ার কারণে করিডোরে ধুলাবালুর স্তুপ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাথরুম/ওয়াশরুমের অবস্থা আরো খারাপ। ছাত্র/ছাত্রীরা নিজ ব্যয়ে মাঝে মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করান বলে জানিয়েছেন। একাডেমিক ভবনের করিডোর, সিঁড়ি, শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়না। সিঁড়িতে বালু জমে থাকতে দেখা গেছে। সার্বিকভাবে কলেজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাল নয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এত বড় স্থাপনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনবল নিয়োগের কোন বিকল্প নেই। জনবল নিয়োগ হলে একাডেমিক ভবন হোস্টেল ও অন্যান্য স্থাপনা যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে বলে তিনি আশা করেন।

ছাত্র হোস্টেলের অপরিষ্কার বাথরুম ও টয়লেট

৯.১৬ **কলেজ লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে অসুবিধাঃ** একাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক বই ও জার্নালের ঘাটতি আছে। শুধু ক্লাস চলাকালীন সময়ে লাইব্রেরি খোলা রাখা হয়। ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি বিকালে/সন্ধ্যার পর খোলা না রাখার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে না। লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট/ওয়াইফাই-এর সংযোগ না রাখার কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতি/উন্নতি সম্পর্কিত তথ্যাদি/বিষয়াদি জানার সুযোগ হতে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এসব কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশ (৫৪%) পড়াশুনা করার জন্য লাইব্রেরিতে গমন করেন না। লোকবলের অভাবে ক্লাশ শেষ হবার পর লাইব্রেরি খোলা রাখা সম্ভব হয় না বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে সংযুক্তি/প্রেষণের মাধ্যমে উপজেলা সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এ লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৯.১৭ **Critical Path Method প্রণয়ন না করাঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য Critical Path Method প্রকল্প ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে CPM তৈরি করা হয়নি। আর্থিক বরাদ্দ, সময় এবং কাজের গুরুত্ব (Priority) নির্ধারণপূর্বক সামগ্রিকভাবে সমন্বয় করে উক্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য CPM প্রণয়ন করা উচিত ছিল।

৯.১৮ **চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশীদের যাতায়াত সমস্যাঃ** শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য কিশোরগঞ্জ-নিকলি সড়ক প্রধান রাস্তা। কিন্তু রাস্তাটি অত্যন্ত সরু হওয়ার কারণে প্রায়শ যানজট সৃষ্টি হয়। হাসপাতালটি চালু হওয়ার পর এ সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়বে এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী এবং সাধারণ জনগণের জন্য প্রকট সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। অন্যদিকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পশ্চিম পাশসংলগ্ন নরসুন্দা নদী। নদীর অপর পাড়ে বিরাট জনবসতি রয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের নিকটবর্তী কোন অংশে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা না থাকার কারণে এক বিরাট জনগোষ্ঠী হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হবে। হাসপাতালের নিকটবর্তী কোন স্থানে নদী পারাপারের জন্য একটি সেতু নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে জনসাধারণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট হতে দাবী উঠেছে। প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে নদী পারাপারের কোন ব্যবস্থা (সেতু) নির্মাণ না করা হলে প্রকল্পের যে উদ্দেশ্য তথা কিশোরগঞ্জবাসীকে স্বল্পমূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম ব্যাহত হবে।

৯.১৯ **সদর হাসপাতালে যাতায়াত সমস্যাঃ** শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্লিনিক্যাল ক্লাসের জন্য শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস হতে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে যেতে হয়। উল্লেখ্য, এ কলেজ ক্যাম্পাস হতে সদর হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় ৫ কি:মি:। কলেজের নিজস্ব যানবাহন না থাকার কারণে ছাত্রদের নিজ ব্যয়ে সদর হাসপাতালে গমন করতে হয়। এর ফলে সময়মত পরিবহন না পাওয়ার কারণে অনেক সময় ক্লিনিক্যাল ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত উপস্থিত হতে পারে না।

৯.২০ **ত্রুটিপূর্ণ ক্রয় প্যাকেজ গঠনঃ** প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে নির্মাণ কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত নির্মাণ কার্যক্রমকে একটি প্যাকেজের আওতায় রেখে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। উক্ত প্যাকেজের অধীনে একাডেমিক ভবন, হাসপাতাল ভবন, হোস্টেল, আবাসিক ভবনসহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সকল নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি প্যাকেজের আওতায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের এত অধিক পরিমাণ কাজ বাস্তবায়ন করা অনেকটা অসম্ভব। এ কারণে উক্ত প্যাকেজটিকে বিভিন্ন প্যাকেজে বিভক্ত করে ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ১ম সংশোধিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডিপিপি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবলের অভাবের কারণে এমনটি হয়েছে বলে মনে হয়।

৯.২১ **অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করণে অনিশ্চয়তাঃ** অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী জুন ২০১৭ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য নির্ধারিত। সে মোতাবেক আরডিপিপিতে সময় ভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করা আছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্নরূপ। মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৩১টি অঙ্গের নির্মাণ কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হল- জিমনেশিয়ান, মসজিদের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, গেস্ট হাউজ, গ্যারেজ, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, লিংক করিডোর, ইনসিনেটর, ওয়েস্ট ডিসপোজাল, ইত্যাদি **(পরিশিষ্ট- ৯)**। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের আর মাত্র ৩ মাস অবশিষ্ট আছে। এ সময়ের মধ্যে উক্ত কার্যক্রমসমূহের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ চূড়ান্ত করে কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। কাজেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে।

৯.২২ **১০০% সমাপ্ত স্থাপনার হস্তান্তর না করাঃ** ৬টি ভবনের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত হয়নি। গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে ভবনসমূহ বুঝে নেয়ার জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ভবনসমূহ বুঝে নেয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন, ভবনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল না থাকার কারণে এবং একাডেমিক ভবনের গ্যালারি কক্ষে ডায়াস নির্মাণ অসম্পন্ন থাকার কারণে বুঝে নেয়া হয়নি।

অষ্টম অধ্যায়

স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার, মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII) এবং SWOT Analysis

৮.০ প্রকল্পের SWOT Analysis তথা- প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কর্মকর্তা, প্রকল্পের উপকারভোগী, স্থানীয় জন প্রতিনিধির সাথে মত বিনিময় ও KII করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সেমিনার ও KII এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রাপ্ত মতামতের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

৮.১ স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ৫ই মার্চ ২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মত বিনিময় হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত হয় এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শ পাওয়া যায়। সেমিনারে কিশোরগঞ্জ জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষাবিদ, প্রকল্প পরিচালক, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, প্রভাষক, অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবক ও ছাত্র/ছাত্রীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান এবং উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ এনামুল আহসান সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ব্যক্তি পরামর্শক সেমিনারে প্রকল্পের সামগ্রিক বিবরণ তথা- সেমিনার ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য, পটভূমি, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সর্বশেষ বাস্তব অগ্রগতি তুলে ধরেন। প্রকল্পের বর্ণনা দেয়ার পর অংশগ্রহণকারীদের মতামত আহবান করা হয়। উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা **পরিশিষ্ট- ৫** এ দেয়া হল।

৮.২ সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মতামতঃ

সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ প্রকল্পটির বিস্তারিত বিবরণ জানার পর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ প্রকল্পের আওতায় যে বিশাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা তাদের অনেকেরই জানা ছিল না। কিশোরগঞ্জ জেলায় সরকারী পর্যায়ের একটি মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যার একটি হাসপাতাল স্থাপন কার্যক্রম নেয়ার জন্য সরকারকে সেমিনারে উপস্থিত সকলেই ধন্যবাদ জানান এবং স্থানীয় পর্যায়ে একটি সেমিনারের মাধ্যমে প্রকল্পটির বিস্তারিত বিবরণ সকলকে অবহিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সেমিনারের আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেমিনারে বক্তব্যের

শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সকলেই প্রকল্পের নামকরণের ওপর বক্তব্য রেখে বলেন, মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মহান নেতা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের নামে প্রকল্পটির নামকরণ করে সরকার মরহুম এই নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদান করেছেন।

৮.৩ ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে জনাব দুলাল চন্দ্র পন্ডিত প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অতি জরুরি ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হিসেবে চালু করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, লেখা-পড়ার গুণগত মানের দিক থেকে সরকারী পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হতে স্বভাবতঃই অনেক উচ্চ মানের হয়। সরকারী মেডিকেল কলেজে শিক্ষা নিয়ে উচ্চমানের ডাক্তার হবে এ আশা নিয়েই তাদের সন্তানদেরকে সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়েছেন। কিন্তু এ কলেজের বর্তমান যে অবস্থা তাতে তাদের সে আশা পূরণ হবার নয়। অত্যন্ত প্রতিকূল এবং সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যে বর্তমানে এ কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি অবিলম্বে প্রকল্পভুক্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চালু করার দাবী জানান। কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে অতি জরুরি ভিত্তিতে কাজগুলো বাস্তবায়নের আহবান করেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি (শিক্ষা উপকরণ) ক্রয়, হাসপাতাল ভবন নির্মাণ সম্পন্নকরণসহ প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্সসহ চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালুকরণ এবং হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কলেজ ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

৮.৪ অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্য হতে প্রকল্পের ওপর বক্তব্য দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, সেমিনারে উপস্থিত সিনিয়র ছাত্র/ছাত্রীরা বলেন, তারা ভর্তি হওয়ার সময় থেকে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন দেখছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভৌত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনেক কম। তাদের প্রত্যাশা ছিল এমবিবিএস পাস করার পর শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই ইন্টার্নশীপ করবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা তাদের পূরণ হচ্ছে না হাসপাতাল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়ার কারণে। তাদের ধারণা হাসপাতাল ভবনের কাজ যে গতিতে চলছে তা আগামী ২ বছরেও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে না। এ কারণে উক্ত কলেজে বর্তমানে ভর্তিকৃত বহু ছাত্র/ছাত্রী শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তারা আবেদন জানান, অতি দ্রুত হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শেষ করে পূর্ণাঙ্গভাবে হাসপাতালটিতে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু করা। ছাত্রী/ছাত্রীদের বক্তব্যের মধ্যে তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা চলে আসে। তারা অভিযোগ করে বলেন, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ মধ্যে শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্র এবং উন্নত মেডিকেল শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, লাইব্রেরি সমস্যা, হোস্টেল ব্যবস্থাপনা, সদর হাসপাতালে যাতায়াত সমস্যা, হোস্টেলে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব ইত্যাদি। কলেজ ক্যাম্পাসে চলাফেরা বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য সন্ধ্যার পর হোস্টেল থেকে বের হওয়া নিরাপদ নয় এমন সমস্যার বিষয়টি সেমিনারে উঠে আসে।

৮.৫ কলেজের অবস্থানটি কিশোরগঞ্জ মূল শহর হতে প্রায় ৫ কি:মি: দূরে কিশোরগঞ্জ-নিকলি রোডের পাশেই যশোদল ইউনিয়নভুক্ত এলাকায়। ছাত্র-ছাত্রীরা বলেন, মূল শহর থেকে কিছুটা দূরে থাকার কারণে শহরে তাদের পক্ষে যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য এবং এজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ হতে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয় না। তাছাড়া বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসে কোন ধরনের রিক্রেশনের এবং খেলাধূলা ও ইনডোর গেমসেরও ব্যবস্থা নেই। অতি জরুরি ভিত্তিতে ইনডোর গেমস এবং খেলাধূলার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য তারা আবেদন জানান। এছাড়া কলেজ ক্যাম্পাস হতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে শহর এলাকায় যেয়ে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার লক্ষ্যে যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৮.৬ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে হতে বলা হয় সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যেও তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও জনবল নিয়োগসহ প্রকল্পভুক্ত সকল কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সমাপ্ত করার অনুরোধ জানান। তারা বলেন, কিশোরগঞ্জ জেলা একটি হাওড় প্রধান এলাকা হওয়ার কারণে এ জেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলক বিচারে খারাপ। তাই অনেক রোগী চিকিৎসার জন্য ঢাকা ও ময়মনসিংহে নেওয়ার পথেই মারা যান। এ হাসপাতালটির কার্যক্রম শুরু হলে এ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগণ স্বল্প ব্যয়ে উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা পাবে। হাসপাতালের যোগযোগ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তারা বলেন যে, বর্তমানে হাসপাতাল সংলগ্ন প্রধান সড়ক হল কিশোরগঞ্জ-নিকলি রোড। এ রাস্তাটি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সরু। হাসপাতাল কার্যক্রম শুরু হলে এখানে যানজটের তীব্রতা অনেক বেশী বেড়ে যাবে। এ রাস্তাটি প্রশস্থ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপনের লক্ষ্যে আইসিইউ, সিসিইউ, নেফ্রোলজি ইত্যাদি বিভাগের জন্য যাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও জনবলের সংস্থান থাকে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

৮.৭ সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বলেন যে, বর্তমান যুগে সমাজসেবা কার্যক্রম হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি অন্যতম সেবা কার্যক্রম যার মাধ্যমে অসহায়, নিরুপায় রোগীরা সামাজিক সেবা ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা, সমাজসেবা কার্যক্রম চালু আছে। হাসপাতাল চালু হওয়ার সাথে সাথে যাতে চিকিৎসা/সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করা হয় এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধার সংস্থান রাখার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

৮.৮ জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস হতে আগত প্রতিনিধি বলেন যে, জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যার মধ্যে একটি। জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি এ হাসপাতালের মধ্যেই একটি পরিবার পরিকল্পনা মডেল ক্লিনিক স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

স্থানীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে আইএমইডি'র পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং ব্যক্তি পরামর্শক বক্তব্য রাখছেন

৮.৯ মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাথে আলোচনা (Key Informent Interview (KII)

প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করার মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সাথে KII করা হয়। মতামত গ্রহণকারীদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেয়া হলঃ

৮.৯.১ জনাব মোঃ পারভেজ হোসেন, মেয়র, কিশোরগঞ্জ পৌরসভা

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজটি কিশোরগঞ্জ শহর হতে একটু দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এর যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নত হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। হাসপাতাল সম্মুখীন প্রধান সড়কটি অত্যন্ত সরু। হাসপাতাল চালু হওয়ার পর এ রাস্তায় নির্বিগ্নে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই এখন হতে রাস্তাটি প্রশস্থ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য এ হাসপাতালের সীমানার মধ্যে যে পরমাণু চিকিৎসা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব ছিল সেটি বাদ পড়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটটি স্থাপনের জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে একটি সুপারভিশন কমিটি গঠন করার সুপারিশ করেন।

৮.৯.২ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন খান, অধ্যক্ষ, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ

"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করার ফলে কিশোরগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের একটি প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে। হাওড় প্রধান এলাকা বলে যাতায়াত সমস্যার কারণে উন্নত চিকিৎসা সেবা হতে এ জেলার অধিবাসীরা বঞ্চিত। শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের ফলে কিশোরগঞ্জবাসীরা স্বল্প ব্যয়ে উন্নত চিকিৎসা পাবে। একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য কমপক্ষে ২৫ একর জায়গার প্রয়োজন হয় বলে তিনি মনে করেন কিন্তু এ কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ঐ পরিমাণ জায়গা দেয়া হয়নি। তিনি এ কলেজ ও হাসপাতালের জন্য কমপক্ষে আরো ৫ একর জমি অধিগ্রহণের ওপর জোর দেন। এ কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন জাতীয় চিনিকল কর্তৃপক্ষ হতে উক্ত জায়গার ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অধ্যক্ষ মহোদয় এ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃষ্টি এবং ইতোমধ্যে যেসব পদ সৃজন হয়েছে ঐ সকল পদে দ্রুত নিয়োগ করা এবং হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর জোর দেন। হাসপাতালটিতে শুরু হতেই Biochemistry, Physiology, Anatomy এবং Microbiology বিভাগ এর কার্যক্রম শিক্ষক নিয়োগসহ চালু করা যায় এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

৮.৯.৩ ডাঃ সাফিয়া সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ

ডাঃ সাফিয়া সুলতানা সর্বপ্রথমেই বলেন যে, জনবলের অভাবের কারণে সামগ্রিকভাবে কলেজ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে এবং সঠিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ডেপুটেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সীমিত সংখ্যক শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবত পরিচালিত হচ্ছে। মহিলা হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তিনি জানান যে, লোকবলের অভাবে হোস্টেল ব্যবস্থাপনাও সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। হোস্টেলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, ডাইনিং হল ব্যবস্থাপনা, হোস্টেলের নিরাপত্তা রক্ষা করা ইত্যাদি কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা যাচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। হোস্টেলের নির্মাণ কাজের গুণগত দিক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, হোস্টেলের বিভিন্ন কক্ষে বিশেষ করে বাথরুমে যেসব স্যানিটারী ও ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে, তাও অত্যন্ত নিম্নমানের। শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি কিশোরগঞ্জবাসী তথা অত্র এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার ফসল বলে তিনি মনে করেন। এ কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু হতেই ICU, CCU, NICU, Endocrinology, Hematology, Nephrology, Gesto-entrology, ইত্যাদি বিষয়ক চিকিৎসা সুবিধা যাতে থাকে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেন।

৮.৯.৪ **জনাব ইমতিয়াজ সুলতান রাজন, চেয়ারম্যান, যশোদল ইউনিয়ন পরিষদ**

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি ভৌগলিক অবস্থান পড়েছে যশোদল ইউনিয়নের অধীনে। এ কলেজ ও হাসপাতালটির অবস্থান নিজ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি গর্ববোধ করেন এবং এ প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণের জন্য ইউনিয়নবাসীরা যেকোন ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত আছে বলে তিনি জানান। কলেজের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, এ কলেজের পূর্ব পাশে যে রাস্তা আছে হাসপাতালে যাওয়ার এটাই প্রধান রাস্তা। কিন্তু রাস্তাটি এতই সরু যে বিপরীতমুখী দুটি গাড়ি অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। হাসপাতাল সেবা কার্যক্রম শুরু হলে এ রাস্তায় অসহনীয় যানযট সৃষ্টি হবে যা হাসপাতালের সেবা গ্রহণকারী এবং সাধারণ জনগণের জন্য মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই অতি জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন যে, এ প্রতিষ্ঠানটি নরসুন্দা নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত। নদীর পশ্চিম পাড়ে বিশাল জনবসতি রয়েছে। কিন্তু নদী পার হয়ে পূর্ব পাড়ে আসার কোন সেতু বা পারাপারের ব্যবস্থা নেই। ফলে যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকার কারণে বিপুল সংখ্যক লোক হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই নদীর পশ্চিম পাড়ে ৩২ নং বাসস্ট্যান্ডের নিকট উক্ত নদীতে একটি ব্রীজ নির্মাণ করা হলে নদীর পশ্চিম পাড়ের ইউনিয়নের বহু লোক এ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা সহজে গ্রহণ করতে পারবে। বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সীমানার মধ্যে প্রস্তাবিত পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন অঙ্গটি বাদ দেয়া হয়েছে। উক্ত কলেজের পূর্ব পাশে রেল লাইন সংলগ্ন প্রায় ৫.৫২ একর খাস জমি রয়েছে বলে তিনি জানান। কলেজে জায়গার সমস্যা বিবেচনায় রেখে কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র উক্ত খাস জায়গায় নির্মাণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে মর্মে মন্তব্য করেন। সর্বোপরি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ কাজ যথাশীর্ঘ সম্পন্ন করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে রুপ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

৮.৯.৫ **জনাব দুলাল চন্দ্র পন্ডিত, ছাত্র অভিভাবক**

জনাব দুলাল চন্দ্র পন্ডিত কিশোরগঞ্জ জেলারই অধিবাসী। তিনি তার নিজ জেলায় প্রতিস্থিত শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে তার নিজ সন্তানকে পড়াতে পারার সুযোগ পেয়েছেন বলে আনন্দিত। এ কলেজ ও হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে অত্র এলাকার তথা কিশোরগঞ্জবাসীরা হাতুড়ে চিকিৎসকদের অপচিকিৎসার হাত হতে রক্ষা পাবে বলে মন্তব্য করেন। কলেজে বর্তমানে নানাবিধ সমস্যা যেমন- শিক্ষক ঘাটতি, প্রয়োজনীয়

শিক্ষা উপকরণ, দুর্বল কলেজ ব্যবস্থাপনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সাথে সাথে এসব সাময়িক সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে বলে আশা করেন। তাই নিরাস হওয়ার কোন কারণ নেই বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি অতি দ্রুত কলেজ শিক্ষক ঘাটতি/সমস্যার সমাধান চান।

কিশোরগঞ্জ পৌর মেয়র ও যশোদল ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

৮.১০ SWOT Analysis

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অনুষ্ঠিত সেমিনার, স্থানীয় জন প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, উপকারভোগী, কলেজ অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক, কলেজ শিক্ষক মত বিনিময় করেন। KII-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রমের পরিদর্শন অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিষয়ক তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৮.১০.১ **প্রকল্পের সবলতাঃ**

- ২০১১-২০১২ শিক্ষা বর্ষ হতেই শিক্ষা কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- প্রতি বছর লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলেজের একাডেমিক ভবন ও হোস্টেলসহ ৬টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন;
- ভর্তিকৃত ১০০% ছাত্র-ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে;

৮.১০.২ **প্রকল্পের দুর্বলতাঃ**

- কাজের Priority নির্ধারণ না করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে CPM (Critical Path Method) অনুসরণ করা হয়নি;
- প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের জন্য পিআইইউ (PIU) নেই;

- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ, অর্থ ছাড়করণে বিলম্ব হয়েছে;
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক আইএমইডি'র নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় না;
- মেডিকেল কলেজের যন্ত্রপাতি সময়মত সংগ্রহ না হওয়ার ফলে যন্ত্রপাতির অভাবে সঠিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে;
- পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ও বার্ণ ইউনিট স্থাপনের কোন সংস্থান প্রকল্পে রাখা হয়নি;
- ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য অধিগ্রহণকৃত ২০.৮৩ একর জমি প্রয়োজনের তুলনায় কম;
- জমির স্বল্পতার কারণে ২টি আবাসিক ভবন ও ওয়াটার বডি পন্ড নির্মাণ প্রকল্প হতে বাদ যাবে;
- নরসুন্দা নদীর অপর পাড়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হাসপাতালে যাতায়াতের যোগযোগ ব্যবস্থা নেই;
- কার্যাদেশে উল্লিখিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অধিকাংশ প্যাকেজের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যয়ে ব্যর্থতা;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার কারণে অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির অনিশ্চয়তা;

৮.১০.৩ **প্রকল্পের সম্ভাবনাঃ**

- হাওড় অধ্যুষিত কিশোরগঞ্জ জেলাসহ আশে-পাশের জেলাগুলোর সুবিধা বঞ্চিত জনগণ উন্নত চিকিৎসা সেবার আওতায় আসবে;
- মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনার সাথে পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮.১০.৪ **প্রকল্পের ঝুঁকিঃ**

- মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ও হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি ও নিয়োগে বিলম্ব হলে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হবে;
- প্রকল্পের মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া অতি দ্রুত শুরু করা না হলে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরও হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু করা যাবে না;
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন প্রধান রাস্তা প্রশস্থ করা না হলে হাসপাতাল চালু হওয়ার পর মারাত্মক যানজট সৃষ্টি করবে যা হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভোগান্তির সৃষ্টি হবে;
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন নরসুন্দা নদীর ওপর সেতু/পারাপারের ব্যবস্থা নেই। ফলে এ নদীর পশ্চিম পাড়ে এক বিরাট জনগোষ্ঠী উক্ত প্রকল্পের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম হতে বঞ্চিত হবে।

৯.০ নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যাদি (Findings)

৯.১ মূল প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় হতে সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় ৮.৯০% এবং মেয়াদকাল ৬৬.৬০% বৃদ্ধি;

৯.২ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দসহ এ প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৫৬৬৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৫.৩৩%;

৯.৩ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের অবমুক্তকৃত অর্থ ৪৬৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮২.৯৪%। উক্ত সময় পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৩৪৮১২.১২ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৬১.৪৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৪.১১% এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫৮.৬১%;

৯.৪ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত গণপূর্ত বিভাগের নিকট ৪৩৭৩৫.৭০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে যা গণপূর্ত বিভাগের চাহিদার ৯০.৯২% এবং মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত উক্ত অর্থের মধ্যে ৩১৮৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা গণপূর্ত বিভাগের নিকট প্রদানকৃত অর্থের ৭২.৭৯%;

৯.৫ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত গণপূর্ত বিভাগের নিকট প্রদানকৃত অর্থের মধ্যে ১৫০০.০০ লক্ষ অব্যয়িত থাকে। অব্যয়িত অর্থের হার ৪.৫০%;

৯.৬ প্রকল্প শুরু হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ২৭টি প্যাকেজের মধ্যে মাত্র ৬টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। কার্যাদেশে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ১৭টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি;

৯.৭ ১টি নির্মাণ প্যাকেজের ক্ষেত্রে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থ হতে অধিক বিল পরিশোধ করা হয়েছে;

৯.৮ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৩১টি অঙ্গের কোন আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়নি;

৯.৯ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে (জুন ২০১৭) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে না;

৯.১০ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর (রড, সিমেন্ট, ইট, বালি) মান রেফারেন্স ভ্যালু হতে অধিক পাওয়া গিয়েছে;

৯.১১ একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের কিছু কিছু দরজার পাল্লার কাঠ নিম্নমানের, কাঠের ফিনিশিং ভাল হয়নি, কাঠের জোড়া ফাঁকা এবং পাল্লা বাঁকা হয়ে পড়েছে;

৯.১২ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনে তথা দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে;

৯.১৩ একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভাল নয়। ৮৮% ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন;

৯.১৪ ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের টয়লেট ও বাথরুম নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন না করার কারণে মেঝে ও দেয়ালে সিদলে পড়েছে;

৯.১৫ ৭৮% (৩৯ জন) ছাত্র এবং ৯০% (৪৫ জন) ছাত্রী বলেছেন, বর্তমানে মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না;

৯.১৬ ৯২.২২% (৩৬ জন) ছাত্র এবং ৮২.২২% (৩৭ জন) ছাত্রী শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত না হওয়ার কারণ হিসেবে শিক্ষক ঘাটতির কথা বলেছেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৭৯.৪৯%

এবং ৮৪.৪৪%;

৯.১৭ একাডেমিক ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ৩৬% (১৮ জন) ছাত্র এবং ২৬% (১৩ জন) ছাত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন;

৯.১৮ ৯৪.৭৩% (৩৬ জন) ছাত্র এবং ৯৩.৩৩% (৪২ জন) ছাত্রী বলেছেন, হোস্টেলের টয়লেট ও বাথরুম নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। সুপেয় পানির অভাব এর ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৮৯.৪৭% (৩৪ জন) এবং ৮০% (৩৬ জন)। হোস্টেলের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে জানিয়েছেন ৩৬.৮৪% (১৪ জন) ছাত্র এবং ৫৫.৫৫% (২৫ জন) ছাত্রী;

৯.১৯ ছাত্রবাস ও ছাত্রীবাস নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা বৃদ্ধির পক্ষে ৮২% (৪১ জন) ছাত্র এবং ৮৪% (৪২ জন) ছাত্রী সুপারিশ করেছেন। ৬৪% (৩২ জন) ছাত্রী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং ৬০% (৩০ জন) ছাত্রী ছাত্রীবাসের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। ছাত্রদের বেলায় এ হার ৩৮% (১৯ জন) এবং ৫৬% (২৮ জন)। ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীবাসে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রাখার পক্ষে ৫২% (২৬ জন) ছাত্র এবং ৬৪% (৩২ জন) ছাত্রী মত দিয়েছেন।

৯.২০ ৬০% (৩০ জন) ছাত্র ও ৪৮% (২৪ জন) ছাত্রী পড়াশুনা করার লক্ষ্যে লাইব্রেরিতে গমন করেন না। লাইব্রেরিতে গমন না করার কারণ হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে ৭৩.৭৩% (২২ জন) ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি খোলা না রাখা এবং ৬৬.৬৬% (২০ জন) লাইব্রেরি খোলা রাখার সময় স্বল্প বলে উল্লেখ করেছেন। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৭০.৮৩% (১৭ জন) এবং ৬৬.৬৬% (১৬ জন)।

৯.২১ ইন্টারনেট কানেকশন না থাকার কারণে ৫০% ছাত্র (১৫ জন) এবং ৭৫% (১৮ জন) ছাত্রী লাইব্রেরিতে গমন করেন না;

৯.২২ লাইব্রেরির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৫৪% (২৭ জন) ছাত্র লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট ব্যবস্থা রাখার, ৬২% (৩১ জন) বইয়ের সংগ্রহ বৃদ্ধি, ৫০% (২৫ জন) ক্লাস শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। অন্যদিকে, ছাত্রীদের বেলায় এ হার যথাক্রমে ৬২% (৩১ জন), ৪২% (২১ জন) এবং ৭৪% (৩৭ জন)। ডিজিটাল পদ্ধতিতে লাইব্রেরি পরিচালনার লক্ষ্যে ২৪% (১২ জন) ছাত্র এবং ৩০% (১৫ জন) ছাত্রী মত ব্যক্ত করেছেন।

নবম অধ্যায়

১০.০ সুপারিশঃ

১০.১ মেডিকেল কলেজের আবাসিক সীমানার বাহিরে অবস্থিত প্রকল্পের ৩৩.০০ শতাংশ জমির সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে স্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা দরকার;

১০.২ কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যেসব প্যাকেজের নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি, সে সকল প্যাকেজের ঠিকাদারকে সতর্ক করে অতিসত্বর কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার এবং প্রত্যেক ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত পারফরমেন্স গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি করা জরুরি;

১০.৩ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের অধিক বিল পরিশোধের বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাবলীর দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১০.৪ প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি ভবনের দরজার পাল্লা/ফ্রেমের জন্য সিজনড কাঠ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। ইতোমধ্যে সনাক্তকৃত ত্রুটিপূর্ণ দরজা ঠিকাদারের নিজ ব্যয়ে মেরামত/ পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

১০.৫ ছাত্রাবাস/ছাত্রীবাসের বাথরুম ও টয়লেটে স্থাপিত নিম্নমানের স্যানিটারী মালামাল পরিবর্তন করে ঠিকাদারের নিজ ব্যয়ে মানসম্মত মালামাল স্থাপন করতে হবে;

১০.৬ একাডেমিক ভবনে স্থাপিত লাইব্রেরিতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ এবং ছাদ থেকে গড়িয়ে পানি প্রবেশের জন্য ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে ঠিকাদারের নিজ ব্যয়ে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১০.৭ নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শেষ করার জন্য ঠিকাদারকে চূড়ান্ত সময় প্রদান করে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং প্রদত্ত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে;

১০.৮ মেডিকেল কলেজের মঞ্জুরীকৃত শিক্ষক ও সহায়ক জনবলের সকল পদে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং হাসপাতাল ও নার্সিং ট্রেনিং কলেজের জন্য মঞ্জুরীকৃত পদসমূহে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন;

১০.৯ ডিসেম্বর ২০১7 এর মধ্যে হাসপাতালটিতে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে হাসপাতাল এবং নার্সিং ট্রেনিং কলেজের প্রয়োজনীয় পদ সৃজন ও নিয়োগের ব্যবস্থা এখন হতেই শুরু করা যেতে পারে;

১০.১০ মেডিকেল কলেজ, ছাত্রবাস ও ছাত্রীবাসের জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ভিত্তিতে চুক্তির মাধ্যমে নিয়োজিত জনবলের বেতন ভাতাদি বাবদ অর্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাসিক বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন;

১০.১১ প্রকল্পের আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে বিদ্যমান পাওয়ার গ্রীড হাই টেনশন লাইন স্থানান্তর করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার;

১০.১২ কলেজ একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল ভবন ২টির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষের আরো তৎপর হওয়া আবশ্যক। হোস্টেলের বাথরুম/টয়লেট পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

১০.১৩ কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের সুবিধার্থে ক্লাস শেষ হবার পর বিকেলে লাইব্রেরি খোলা রাখার বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১০.১৪ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য একটি Critical Path Method প্রণয়ন করা যেতে পারে;

১০.১৫ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন নরসুন্দা নদীর অপর পাড়ের জনগোষ্ঠীর হাসপাতালে যাতায়াতের সুবিধার্থে হাসপাতালের নিকটবর্তী কোন স্থানে নরসুন্দা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা আবশ্যক;

১০.১৬ কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল ক্লাসে যোগদানের লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ হতে পরিবহনের ব্যবস্থা করা দরকার। এ সমস্যা সমাধানকল্পে প্রকল্পে প্রস্তাবিত তিনটি গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

১০.১৭ প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যৌক্তিক হবে;

৩১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি এবং ৩১/০৩/২০১৭ পর্যন্ত শুণ্য অগ্রগতি সম্পন্ন কার্যক্রমসমূহের ওপর মন্তব্য

প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি কার্যক্রমের আরডিপিপিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ৩১/০৩/২০১৭ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতির তথ্য সংগৃহীত হয় এবং সে মোতাবেক বিশ্লেষণ করে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে সারণী ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ১৫/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালার পরামর্শ মোতাবেক ৩১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তা বর্ণনা করা হলঃ

(ক) ৩১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৫৬৬৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত সময় পর্যন্ত অবমুক্ত হয় ৪৬৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ৩১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৩৮২১২.০০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত মোট ব্যয়ের ৬৪.৩৩%। উক্ত ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে ৩৪৬৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং অবশিষ্ট অর্থ জমি অধিগ্রহণ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন খাতে ব্যয় হয়েছে। ৩১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত নির্মাণ খাতের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৭৯% অর্জিত হয়েছে এবং নির্মাণ কাজের গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত শূণ্য অগ্রগতিসম্পন্ন কার্যক্রমসমূহ ০৬/০৬/২০১৭ তারিখে ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শিত হয় এবং এসব কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমসমূহের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-৯ এ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, এপ্রিল ২০১৭ হতে মে ২০১৭ পর্যন্ত শূণ্য অগ্রগতি সম্পন্ন কার্যক্রমসমূহের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে ১২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, লিংক করিডোর, মেডিকেল কলেজ আসবাবপত্র, প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র ও যানবাহন ক্রয়ের অগ্রগতি যথাক্রমে ১০%, ৮%, ৩%, ১০০%, ৩৩% অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়া ৫টি প্যাকেজের NOA-এর সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। যার কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৫টি প্যাকেজের কার্যাদেশ অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত সার্কেল এবং জোনাল অফিসে প্রক্রিয়াধীন আছে এবং ৬টি প্যাকেজের ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়নাধীন (পরিশিষ্ট-৯)।

পরিশিষ্ট- ১

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ব্যক্তি পরামর্শকের কার্য-পরিধিঃ

১) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২) প্রকল্পের সামগ্রিক ও অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য ও সেবা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যলোচনা/পর্যবেক্ষণ;

৬) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৭) দরপত্রে উল্লিখিত Specification/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ ঠিক রেখে যথাযথ প্রক্রিয়ায় পণ্য/সেবা/কার্য ক্রয় করা হচ্ছে কি-না পর্যালোচনা করা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা করা;

৮) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ভৌত কাজ এবং ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতির গুণগত মান যাচাই করা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার পর্যালোচনা করা;

৯) প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়ন;

১০) প্রকল্পের সম্ভাব্য Exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১১) পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

১২) ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

পরিশিষ্ট- ২

"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী পণ্য/মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা :

৩। দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম :

৪। বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ (ডিপিপি/আরডিপিপি) :

৫। ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ :

৬। দরপত্র দলিল প্রস্তুত ও অনুমোদনের তারিখ :

৭। দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের নাম ও তারিখ :

৮। দরপত্র সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে কি-না :

৯। সিপিটিইউ ও পিডব্লিউডি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ :

১০। দরপত্র সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :

১১। দরপত্র বিক্রয়ের প্রথম তারিখ :

৯। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় :

১২। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় :

১৩। দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় :

১৪। প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ও নাম :

১৫। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ও নাম :

১৬। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা :
(দরপত্র মূলায়ন কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন সংযুক্ত করুন)

১৭। দরপত্র কমিটিতে বর্হিসদস্য কতজন আছেন :

১৮। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ/তারিখসমূহ :

১৯। দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ :

২০। প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ :
(প্রতিবেদনের কপি সংযুক্ত করুন)

২১। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও তার বিস্তারিত বিবরণ :

২২। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দরদাতার নাম :

২৩। Notification of Award প্রদানের তারিখ :

২৪। NOA-এর সম্মতি প্রদানের তারিখ :

২৫। চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ :

২৬। মোট চুক্তিমূল্য :

২৭। দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য :

২৮। অকৃতকার্য দরপত্র দাতাদের চিঠি প্রদানের তারিখ :

২৯। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ :

৩০। কাজ শুরুর তারিখ :

৩১। কাজ সম্পন্ন করার তারিখ :

৩২। কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ :

৩৩। সময় বৃদ্ধি হয়ে থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে (কত দিন এবং কোন তারিখ পর্যন্ত) :

৩৪। সময় বৃদ্ধির কারণ :

৩৫। বর্ধিত সময় অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ :

৩৬। শুরু হতে দাবিকৃত ও প্রদানকৃত বিল সম্পর্কিত তথ্য :

তারিখ	দাবীকৃত বিল (টাকায়)	তারিখ	প্রদানকৃত বিল (টাকায়)	মন্তব্য
মোটঃ				

৩৭। বাস্তব অগ্রগতি : ....%

পরিশিষ্ট- ৩

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধিত সময় ভিত্তিক (Time Based) কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	নভে, ১৬	ডিসেম্বর, ২০১৬				জানুয়ারি, ২০১৭				ফেব্রুয়ারি, ২০১৭				মার্চ, ২০১৭			
		৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
১	চুক্তি স্বাক্ষর																	
২	আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, প্রকল্প সম্পর্কিত দলিলাদি/প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, খসড়া ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিল																	
৩	ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন (টেকনিক্যাল কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি)																	
৪	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ																	
৫	তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন																	
৬	টেবুলেশন প্ল্যান তৈরি																	
৭	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস, খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																	
৮	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন																	
৯	টেকনিক্যাল কমিটির মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন																	
১০	স্টিয়ারিং কমিটির মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও কর্মশালায় উপস্থাপন																	
১১	কর্মশালার মতামত ও পরবর্তীতে টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ প্রতিফলনপূর্বক প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন																	

পরিশিষ্ট- ৫

"শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর কিশোরগঞ্জ জেলায় ০৫/০৩/২০১৭ তারিখে নিবিড় পরিবীক্ষণ বিষয়ক দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কর্মস্থলের ঠিকানা	মোবাইল নং
১	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান	পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০১৮২৩৩১০০৪৮
২	ডাঃ সজল কুমার সাহা	প্রকল্প পরিচালক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭২৩৫১৫৪৫০
৩	প্রার্নেশ কুমার চৌধুরী	অধ্যাপক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭১১৯৩৩৭৪৩
৪	মোঃ হেলাল উদ্দিন	প্রাক্তন অধ্যক্ষ	৪৮ আলোর মেলা, কিশোরগঞ্জ	০১৭২৪১৬৯৪৫২
৫	ডাঃ মোঃ রুহুল আমীন খান	অধ্যক্ষ	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭১১৭০৬৭৬৬
৬	শফিকুল ইসলাম	নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১৬৭৪৭২৭০
৭	মোহাম্মদ এনামুল আহসান	উপ-পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০১৭১১২০২৮৪৭
৮	ডাঃ এমরান আহমেদ	প্রতিনিধি, সিভিল সার্জন	সিভিল সার্জন অফিস, কিশোরগঞ্জ	০১৭১০২৫০০৫৯
৯	আবুল কালাম আজাদ	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১১৪৪৩৬৯৭
১০	ডাঃ পঙ্কজ পাল	সহযোগী অধ্যাপক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭১১৯৮৪০৬৯
১১	মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম	উপ-পরিচালক	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	০১৭০৮৪১৪১২২
১২	ডাঃ সাফিয়া সুলতানা	সহকারী অধ্যাপক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭১২৫৫৮৪০৪
১৩	ডাঃ মোঃ জয়নাল আবেদীন	সহকারী অধ্যাপক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭১১৪৭৪৭৩১
১৪	মোহাম্মদ আরিফ হোসেন	জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিনিধি	জেলা শিক্ষা অফিস, কিশোরগঞ্জ	০১৯১১৮১০১৮৫
১৫	ডাঃ মোঃ তানভীর কায়েস	সহকারী অধ্যাপক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৮১৫০০৩৯৭৯
১৬	ডাঃ আফতাব উদ্দিন আখন্দ	সহযোগী অধ্যাপক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৫৫৮৩০১৯৬৯
১৭	জুলফিকার আলী	অভিভাবক	কিশোরগঞ্জ	০১৯১১৩৪৫৮৮১
১৮	মোঃ নাজমুল করিম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১১৪৫০৯৯৮
১৯	ফজলুল হক	ছাত্র অভিভাবক	কিশোরগঞ্জ	০১৮১৯৮৭৬২২২
২০	মোঃ শামসুদ্দিন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ	০১৭১৬২৬৯৭৮৬
২১	জাহিন কবির	ফিল্ড ইন্টারভিউয়ার	আইএমইডি	০১৬৭৬২৬৭২১৬
২২	মোঃ আকতারুজামান	ডিইসিও	আইএমইডি	০১৫৫২৩৬১৮২০
২৩	সানজিদা আফরিন শশী	ছাত্রী	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৬২০৭১০৪৯৯
২৪	আল-আমিন অভি	ছাত্র	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৬৮০৬৫৫২৬৬
২৫	মোঃ আরিফুল ইসলাম	ছাত্র	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭৩৩৯৫০৪৮৮
২৬	দুলাল চন্দ্র পন্ডিত	ছাত্র অভিভাবক	কিশোরগঞ্জ	০১৭১৫০১৪০২৭
২৭	ডাঃ সাইদা আইরিন আফরোজা	প্রভাষক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭১০২৫০০৫৮
২৮	দেবঞ্জন পন্ডিত	ছাত্র	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৮১৩৯৬৯২৯১
২৯	মোঃ জাকির হোসেন	ডিইসিও	আইএমইডি	০১৭১৬১৩৬৫৫০
৩০	ডাঃ ফেরদৌস আরা	প্রভাষক (এনাটমি)	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৫৫৮০৭৪৮৮৪
৩১	মোঃ সোহেল মিয়া	ছাত্র	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৬২৫২৪৬৭০৬
৩২	ডাঃ আবুল বাতেন	সিনিয়র প্রভাষক	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৭১৬৪৯১৩১৭
৩৩	ডাঃ রওশন আক্তার জাহান	সহকারী পরিচালক	জেলা মৎস্য অফিস, কিশোরগঞ্জ	০১৭১৬৩৬৫২৮৮
৩৪	মোঃ খালেদুর রহমান	ব্যক্তি পরামর্শক	আইএমইডি	০১৭১৫৬২৩৭৯৯
৩৫	মোঃ জসীম উদ্দিন	শিক্ষাবিদ	কিশোরগঞ্জ	০১৫৫২৩৬১৪২০
৩৬	হানিফ মিয়া	আবাসিক ডাক্তার	সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ	০১৮৭৪৫৬৮১৩২
৩৭	জুবায়ের আহমেদ	ছাত্র	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	০১৯৮২৪৬৩২৫১

পরিশিষ্ট- ৬

“শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প

প্রকল্প শুরু হতে এ পর্যন্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের খাত ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রঃ নং	২য় সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী কাজের নাম	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	জমি অধিগ্রহণ	৪৪১৬.৮২	২০.৮৩ একর	৪৪১৬.৮২	২০.৮৩ একর	২৯১৬.৮২	১০০%
২	ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	থোক	৫০০.০০	থোক	১৭৪.৯৩	৫০%
৩	হাসপাতাল ভবন নির্মাণ	২০৫৭৬.৬১	৫.১৫ লক্ষ বঃফুট	২০৫৭৬.৬১	৫.১৫ লক্ষ বঃফুট	১৭৬৬৮.৩৮	৮৮%
৪	একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩৫৩৬.৭৪	১.৫৫ লক্ষ বর্গফুট	৩৪৬৭.০২	১.৫৫ লক্ষ বর্গফুট	৩১৪৯.০৩	১০০%
৫	মহিলা হোস্টেল ভবন	১১৮৬.০৬	৫৯৪৪০ বঃফুট	১১৮৬.০৬	৫৯৪৪০ বঃফুট	১১৩৬.৯২	১০০%
৬	পুরুষ হোস্টেল ভবন	১১৯৬.৮৫	৫৯৪৪০ বঃফুট	১১৯৬.৮৫	৫৯৪৪০ বঃফুট	১২১৮.০০	১০০%
৭	মহিলা শিক্ষানবীশ ডাক্তার ডরমিটরি	৪৮৯.৩৬	২১২৫০ বঃফুট	৪৫২.১৫	২১২৫০ বঃফুট	৪৬৫.৬৮	১০০%
৮	পুরুষ শিক্ষানবীশ ডাক্তার ডরমিটরি	৫০২.৫৬	২১২৫০ বঃফুট	৪৭৬.২৪	২১২৫০ বঃফুট	৪৯৩.২৯	১০০%
৯	সিঙ্গেল ডক্টরস একুমোডেশন (মহিলা)	৪৩০.৯৮	১৫৫০০ বঃফুট	৩৬৪.৯১	১৫৫০০ বঃফুট	৩৬৭.৯২	১০০%
১০	স্টাফ নার্স ডরমিটরি	৫২৪.৪১	২২৬০০ বঃফুট	৫৩১.১০	২২৬০০ বঃফুট	৩৯৬.৭০	৭৮%
১১	নার্সিং ট্রেনিং কলেজ	১২৯৪.০০	৫৫৭০০ বঃফুট	১২৯৪.০০	৫৫৭০০ বঃফুট	১১৫৫.৫৯	৯০%
১২	ক) টিচিং মর্গ এন্ড মরচুয়ারী খ) অধ্যক্ষের বাসা গ) পরিচালকের বাসা	১৯৭.৫৬ ৬৯.৪৯ ৬৯.৪৯	৫৫০০ বঃফুট ২০০০ বঃফুট ২০০০ বঃফুট	১৯৭.৫৬ ৬৯.৪৯ ৬৯.৪৯	৫৫০০ বঃফুট ২০০০ বঃফুট ২০০০ বঃফুট	২৭৩.৩৩	৮৮%
১৩	মসজিদ	৮৯.৫৮	২৫০০ বঃফুট	১৪৩.১৬	৫০০০ বঃফুট	৫৮.১৩	৫০%
১৪	আবাসিক ভবন (১৮০০-১৫০০ বঃফুট)	১০৬৪.৯৯	৪৯২০০ বঃফুট	১২১৬.৭৩	৪৯২০০ বঃফুট	১০৫৩.৪১	৯৮%
১৫	আবাসিক ভবন (১২০০-১০০০ বঃফুট)	৭৮৭.৩৮	৩৬০০০ বঃফুট	৯৯২.৯১	৩৬০০০ বঃফুট	৭২১.০৬	৮৮%
১৬	আবাসিক ভবন (১০০০ বঃফুট)	৬৬০.০০	৩৩০০০ বঃফুট	৬৬০.০০	৩৩০০০ বঃফুট	২৪৯.৯৪	৪২%
১৭	আবাসিক ভবন (৮০০-৬০০ বঃফুট)	১৫৬৯.০০	৬০০০০ বঃফুট	১৬২৫.৭৪	৬০০০০ বঃফুট	৬৭৪.০০	৮৫%
১৮	আবাসিক ভবন (৮০০-৬০০ বঃফুট) (হাসপাতালের)	১৫৬৯.০০	৬০০০০ বঃফুট	১৬২৩.৩৬	৬০০০০ বঃফুট	৬৮৯.৯১	৮৫%
১৯	সাব-স্টেশন, পাম্প হাউজ, জেনারেটর, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, ডিপ টিউবওয়েল	৩২১.৭৭	৬০০০ বঃফুট	৩২১.৭৭	৬০০০ বঃফুট	২৮৩.৯৩	৮০%
২০	সীমানা প্রাচীর	৮০০.০০	থোক	৮০০.০০	থোক	৫৩৬.৪৫	৯৫%
২১	ইন্টারনাল রোড, সারফেস ড্রেন	৮৫০.০০	থোক	৩৫০.০০	২ লক্ষ বঃফুট	-	১৫%
২২	সাব-স্টেশন, পাম্প, জেনারেটর, পিডিবি চার্জ, বহিঃপানি সরবরাহ, এইচটি লাইন, পিজিসিবি	১৯৮৩.০০	থোক	১৯৮৫.০০	থোক	৬৫০.০০	২০%
২৩	মেডিকেল কলেজ যন্ত্রপাতি	১৬৯৩.২৮	থোক	১৬৯৩.২৮	থোক	৪০.১৮	
২৪	জনবল	১১.০৫	৪ জন	৪১.৩২	৪ জন	৮.৭৬	১০০%
২৫	সরবরাহ ও সেবা	৩১০.১০	থোক	৩১০.১০	থোক	১০.৩৬	

পরিশিষ্ট- ৭

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির তালিকা

ক্রঃ নং	মেডিকেল যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	মোট মূল্য
1	Lens Cleaning Paper	10	28500.00
2	Colori meter	1	24225.00
3	Micro pipette, eppendorf research	1	47500.00
4	Micro pipette tips, 20 to 20 ul	1	522.50
5	Height measuring scale	1	8550.00
6	O_2 cylinder (BOC)	2	38000.00
7	Peak Expiratory Flow meter	4	1900.00
8	Hemi section of the pelvic cavity	1	2850.00
9	Multichannel pipette	2	38000.00
10	Distilled water plant	2	28500.00
11	Hot water bath	2	95000.00
12	Centrifuge machine	2	47500.00
13	pH meter	2	4085.00
14	Colorimeter	8	209000.00
15	Hot air oven	2	62700.00
16	Vortex mixture	1	23750.00
17	Digital Analytic Balance	2	80750.00
18	Micro Pipette 10-100 ul, 100-1000 ul	8	74100.00
19	Micro Pipette 5-50 ul	14	128725.00
20	Micro Pipette 1000-5000 ul	4	45600.00
21	Pipettee driver	4	4560.00
22	Tissue paraffin bath	2	71250.00
23	Shaker (Bench top)	5	71250.00
24	Thermostat water bath	2	95000.00
25	Micro Pipette 1-5 ul, 20-200 ul, 50-1000 ul	15	147250.00
26	Multi channel pipette	2	38000.00
27	Tissue processing capsule stainless steel	100	142500.00
28	Large cassette	20	47500.00
29	Timer	10	4750.00
30	Plastic coplin staining jar	200	38000.00
31	Coplin staining jar	100	166200.00
32	Lantern slide rack	10	95000.00
33	Pathologist slide tray	100	95000.00
34	Diamond point glass marker	10	14250.00
35	Digital balance	2	123500.00
36	B.P Machine	2	2280.00
37	Incubator	1	76000.00
38	Binocular Electric Microscope	2	190000.00
39	Refrigerator 12 CFT, 15 CFT	6	209000.00
40	Peak flow meter	10	47500.00
41	Pipette Tips (Yellow) 2-200 ul, 100-10000 ul	8	30400.00
42	Eppendorf Tube (Conical Tube) 1.5 ul	4	15200.00
43	Electric Microscope	2	47500.00
44	Slide and cover slip, 72 pcs/pk	100	5200.00
45	Hot water bath	1	23750.00
46	Antibiotic dis dispenser	1	47500.00
47	Micro pipette tips	9	14250.00
48	Wall clock	6	1710.00
49	Mechanical WBC differential counter	4	5700.00

ক্রঃ নং	মেডিকেল যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	মোট মূল্য
50	Measuring tape	2	94.00
51	Digital thermometer	2	380.00
52	Room thermometer	2	380.00
53	B.P instrument Mercury	2	3800.00
54	B.P instrument Anaeroid	2	1900.00
55	Stethoscope	4	1140.00
56	Kidney tray S.S	6	5700.00
57	Lancets	1	950.00
58	Filter paper	4	760.00
59	Disposable syringes 3 ml	200	980.00
60	Butterfly Needle	120	2280.00
61	Tongue depressoe	4	760.00
62	V.D.R.L Slide	2	1900.00
63	Widal slide	2	380.00
64	Platinum ware	1	1900.00
65	Platinum loop with handle	6	5700.00
66	Swab stick	5	950.00
67	Cleaning brush	4	76.00
68	Round Bottom Flask	8	2470.00
69	Conical Flat Bottomed Flask	12	3800.00
70	Measuring Cylinder	4	760.00
71	Centrifuze tube	48	912.00
72	Glass petrish	50	7100.00
73	Cover slip	2	950.00
74	Reagent Bottle	24	2280.00
75	PCV Tube	100	190000.00
76	RBC Pipette	4	1900.00
77	WBC Pipette	4	1900.00
78	Screw cap tube	100	9500.00
79	Test tube	200	5600.00
80	Glass slide	10	950.00
81	E.S.R tube western green (wintrude)	12	3990.00
82	Capillary tube	2	3800.00
83	Urine Container	5	475.00
84	X-Ray View Box	4	3800.00
85	I.P.S	7	372400.00
86	Microscope Binocular	15	356250.00
87	Centrifuge Machine	1	10450.00
88	Hot air oven	1	61750.00
89	Tripod with still net	5	23750.00
90	Glass jar, Large (200 x 300 mm)	13	27170.00
91	Filter paper	10	2850.00
92	Vertical Stand	3	28500.00
93	Tembur	3	5700.00
94	Slide keeping box	10	2850.00
95	Weighing Machine	2	950.00
96	Timer (60 minutes timer)	2	570.00
	মোটঃ		**4018034.50**

পরিশিষ্ট- ৮

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের জন্য পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রদানকৃত আসবাবপত্রের তালিকা

ক্রঃ নং	আসবাবপত্রের নাম	সংখ্যা	মোট মূল্য
১	চীফ এক্সিকিউটিভ টেবিল (ডেকোরেটিভ)	১	45250.00
২	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	৪	81560.00
৩	ইংলিশ টাইপ হাতাযুক্ত ফোম কুশন চেয়ার	৬	47160.00
৪	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	৮	142200.00
৫	২ ড্রয়ার বিশিষ্ট সহকারী টেবিল	৯	৯৭৯৬৫.০০
৬	হাতাওয়ালা কাঠের চেয়ার	১২	৪৭৬52.00
৭	হাতাসহ সাধারণ কুশন চেয়ার	২০	119600.00
৮	স্পেনিশ সোফা সেট (ডবল)	১	53685.00
৯	১ ড্রয়ার বিশিষ্ট রিডিং টেবিল	৬০	375300.00
১০	হাতাছাড়া কাঠের রিডিং চেয়ার	১২০	290520.00
১১	সাধারণ সিঙ্গেল খাট চৌকি	৬০	527400.00
১২	কাঠের আলনা	৬০	293160.00
১৩	কম্পিউটার টেবিল	৩	20340.00
১৪	ল্যাবরেটরি টেবিল	১২	337440.00
১৫	বক্তৃতা টেবিল	৩	47955.00
১৬	অর্নার টেবিল	১	5250.00
১৭	ডিসপ্লে বোর্ড	১	13680.00
১৮	রোগী পরিবহন ট্রলি	২	29920.00
১৯	হেলনা বেঞ্চ	৪	29000.00
২০	টেবল্ড চেয়ার	৬০	279900.00
২১	কাঠের টুল	১২৮	194560.00
২২	স্টীল আলমিরা	১৪	209300.00
২৩	স্টীল ফাইল কেবিনেট	২০	199100.00
২৪	স্টীল রেক	১২	239400.00
২৫	দরপত্র বাক্স-১	১	3295.00
২৬	ব্ল্যাক বোর্ড	৬	59100.00
২৭	নোটিশ বোর্ড	২	6940.00
২৮	স্যালাইন স্ট্যান্ড	২	8600.00
২৯	লাশ সংরক্ষণ বক্স	১	65500.00
৩০	মাইক্রোস্কোপ টেবিল	২০	189000.00
৩১	সিংক	১	7950.00
৩২	ভিসেরা বক্স	৬	32600.00
৩৩	ফুড ট্রে	৬	21750.00
৩৪	ভিসেরা ট্রে ছোট	১০	20000.00
৩৫	ভিসেরা ট্রে ছোট	২০	27400.00
৩৬	স্পটিং টেবিল	২০	43200.00
৩৭	ডিম্বাকার টুল	৬০	122100.00
৩৮	ডিমোনেট্রেশন টেবিল	৬	61980.00
৩৯	ভিসেরা সেলফ	১	17560.00
৪০	বক্তৃতা টেবিল	২০	60000.00
৪১	ডেড বডি ফিজারভেশন ট্রে	২	15014.00
৪২	ভিসেরা বক্স	৬	30000.00

ক্রঃ নং	আসবাবপত্রের নাম	সংখ্যা	মোট মূল্য
৪৩	সিংক	৩	20721.00
৪৪	লাশ সংরক্ষণ বক্স	১	65500.00
৪৫	লাশ সংরক্ষণ কফিন	২	95100.00
৪৬	স্পটিং টেবিল	১০	21600.00
৪৭	বক্তৃতা টেবিল	১০	30000.00
৪৮	জুনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল	২৯	588600.00
৪৯	কম্পিউটার টেবিল	৫	34175.00
৫০	হাতাসহ সাধারণ কুশন চেয়ার	৯	57670.00
৫১	হাতাওয়ালা কাঠের চেয়ার	৫৭	256170.00
৫২	হাতাছাড়া কাঠের চেয়ার	৭০	187050.00
৫৩	কাঠের টুল	২৫০	505500.00
৫৪	নোটিশ বোর্ড	৫	19500.00
৫৫	স্টীল আলমিরা ৩ তাক	২৯	493420.00
৫৬	স্টীল ফাইল কেবিনেট	৩৩	390890.00
৫৭	ব্ল্যাক বোর্ড	৫	44325.00
৫৮	লাইব্রেরি টেবিল	৩	55083.00
৫৯	ল্যাবরেটরি টেবিল	২০	535000.00
৬০	স্টীল রেক	১০	192400.00
৬১	স্টীল আলমিরা ড্রয়ারবিহীন	৪	53920.00
৬২	স্টীল আলমিরা ৪ তাক	৪	55920.00
৬৩	কাঠের আলনা	৫০	249250.00
৬৪	সাধারণ সিঙ্গেল খাট/চৌকি	৫০	439500.00
৬৫	২ ড্রয়ার বিশিষ্ট সহকারী টেবিল	৮	87080.00
৬৬	ডাইনিং টেবিল ফরমিকা টপ	৬	78300.00
৬৭	১ ড্রয়ার বিশিষ্ট রিডিং টেবিল	৫০	312750.00
৬৮	কম্পিউটার টেবিল	৩	18306.00
৬৯	নোটিশ বোর্ড	৪	13880.00
৭০	মিটসেফ	৩	25650.00
৭১	সাধারণ সিঙ্গেল বেড	৫	94225.00
৭২	হটনট	৫	25500.00
৭৩	কাঠের টেবল্ড চেয়ার	৬০	316500.00
৭৪	কম্পিউটার টেবিল	৩	41010.00
৭৫	নোটিশ বোর্ড	২	7000.00
৭৬	কম্পিউটার চেয়ার	১৩	64805.00
৭৭	স্টীল রেক	৮	178760.00
৭৮	টেবল্ড চেয়ার	৫৭	317775.00
৭৯	রিডিং টেবিল	৫৫	440000.00
৮০	হাতাছাড়া কাঠের চেয়ার	৫৫	198000.00
৮১	আলনা	৫২	283608.00
৮২	সাধারণ সিঙ্গেল খাট	৫৫	637175.00
৮৩	টেবল্ড চেয়ার	৫৩	295475.00
	মোটঃ		**১৪৩৭৮৩৯৩.০০**

পরিশিষ্ট- ৯

প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত শুণ্য অগ্রগতি সম্পন্ন কার্যক্রমের তালিকা

ক্রঃ নং	২য় সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী কাজের নাম	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		এপ্রিল ১৭-জুন ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	জিমনেসিয়ান	২০৪.৭৮	৫৬০০ বঃফুট	২০৪.৭৮	৫৬০০ বঃফুট	-	-	০৫/০৬/১৭ তারিখে দরপত্র অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত সার্কেল, ময়মনসিংহে প্রেরণ করা হয়েছে।
২	ক্লাব	৯৬.৩০	২৫০০ বঃফুট	৯৬.৩০	৩২০০ বঃফুট	-	-	
৩	স্টোর/গোডাউন	১৫০.০০	থোক	১৫০.০০	থোক	-	-	
৪	গেট হাউজ সিকিউরিটি পোস্ট	১৩.৭৮	৩০০ বঃফুট	১৩.৭৮	৩০০ বঃফুট	-	-	গেস্ট হাউজের কাজ শুরু হয়নি।
৫	ইনসিনেরেটর	১০০.০০	থোক	১০০.০০	থোক	-	-	দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়নি।
৬	আরবরিকালচার ও ল্যান্ড স্কেপিং	২৫.০০	থোক	২৫.০০	থোক	-	-	দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়নি।
৭	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	১০০.০০	থোক	১০০.০০	থোক	-	-	১৭/০৫/১৭ তারিখে NOA দেয়া হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮/০৫/১৭ তারিখে NOA-এর সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কার্যাদেশ এখনও প্রদান করা হয়নি।
৮	পাবলিক টয়লেট ও সাইকেল স্ট্যান্ড	৩৮.৪৪	১৫০০ বঃফুট	৩৮.৪৪	১৫০০ বঃফুট	-	-	
৯	গ্যারেজ ও ওয়েস্ট ডিসপোজাল	১০০.০০	থোক	১০০.০০	থোক	-	-	
১০	প্লে গ্রাউন্ড	৫০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	-	-	
১১	গার্ডেন ফেন্সিং	৫০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	-	-	
১২	ওয়াটার বডি পন্ড	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক	-	-	স্থান স্বল্পতার কারণে কাজটি করা সম্ভব হচ্ছে না।
১৩	ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	৫০০.০০	থোক	৫০০.০০	থোক	-	১০%	০৬/০৪/১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান আছে।
১৪	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	৩৭৫.০০	থোক	৩৭৫.০০	থোক	-	-	২০/১১/১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। মে ২০১৭ এর মধ্যে সরবরাহ করার কথা।
১৫	লিংক করিডোর	৫০০.০০	থোক	৫০০.০০	থোক	-	৮%	৩০/০১/১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগগ্রতি ৮%।
১৬	গ্যাস কানেকশন	৫০০.০০	থোক	৫০০.০০	থোক	-	-	তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ হতে গ্যাস সরবরাহের অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
১৭	শহীদ মিনার ও মুরাল	-	-	১০০.০০	থোক	-	-	শহীদ মিনারের জন্য স্থাপত্য নকশা এখনও প্রণয়ন করা হয়নি। ভাস্কর্য তৈরির নকশা প্রণয়নের জন্য ভাস্কর্য শিল্পী নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন।
১৮	হাসপাতালের যন্ত্রপাতি	২৭৭৮.৭০	থোক	২৭৭৮.৭০	থোক	-	-	কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ডিপিএম প্রক্রিয়ায় নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ হতে ক্রয় করা হবে।
১৯	নার্সিং ট্রেনিং কলেজের যন্ত্রপাতি	-	-	৭০.০০	থোক	-	-	
২০	ডেন্টাল ইউনিটের জন্য যন্ত্রপাতি	-	-	৩৬৫.৮৮	থোক	-	-	ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়নি।
২১	হাসপাতালের জন্য আসবাবপত্র	৫৪০.০৭	থোক	১৯২৪.৭০	থোক	-	-	ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ডিপিএম প্রক্রিয়ায় গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হবে।

ক্রঃ নং	২য় সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী কাজের নাম	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		এপ্রিল ১৭-জুন ১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
২২	মেডিকেল কলেজের জন্য আসবাবপত্র	-	-	১০৮৩.২৪	থোক	২৯.১৬	৩%	কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ডিপিএম প্রক্রিয়ায় গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হচ্ছে।
২৩	নার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য আসবাবপত্র	-	-	৪৬৪.৫২	থোক	-	-	
২৪	প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র ও যানবাহন	১.৯৩+ ১৪০.০০	থোক+ ৩টি	৫.৮৫+ ১৪০.০০	থোক+ ৩টি	৪.৯১ ৩৮.৪৯	১০০% ১টি	আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ৩টি গাড়ির মধ্যে ১টি গাড়ি ডিপিএম প্রক্রিয়ায় ক্রয় করা হয়েছে।
২৫	হাসপাতালের লিফট	৫৫০.০০	১১টি	৫৫০.০০	১১টি	-	-	০৯/১০/১৬ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।
২৬	সোলার এনার্জি (হাসপাতাল)	৬০০.০০	২০০ KW	৩৭৫.০০	১২৫ KW	-	-	৩১/০৫/১৭ তারিখে দরপত্র অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের জোনাল অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৭	সোলার এনার্জি (একাডেমিক ভবন)			২২৫.০০	৭৫ KW	-	-	৩০/০৫/১৭ তারিখে দরপত্র অনুমোদনের জন্য ময়মনসিংহ সার্কেল অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৮	মেডিকেল গ্যাস সিস্টেম ডিট্রিবিউশন লাইন	৫০০.০০	থোক	৫০০.০০	থোক	-	-	২০/০৪/১৭ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।
২৯	একাডেমিক ভবনের লিফট	১০০.০০	২টি	২০০.০০	২টি	-	-	১০/০৪/১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩০	আবাসিক ভবনের লিফট	২০০.০০	৪টি	২০০.০০	৪টি	-	-	০৪/০৬/১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩১	কম্পাউন্ড লাইট/সিকিউরিটি লাইট	১৩০.০০	থোক	১৩০.০০	থোক	-	-	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।

পরিশিষ্ট-১০

মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত না হওয়ার কারণ

শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা না হওয়ার কারণ	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব	১৯	৪৮.৭২%	১৯	৪২.২২%	৩৮	৪৫.২৫%
শিক্ষক ঘাটতি	৩৬	৯২.৩১%	৩৭	৮২.২২%	৭৩	৮৬.৯০%
ক্লাস নিয়মিত হয় না	৯	২৩.০৭%	৮	১৭.৮০%	১৭	২০.২৩%
প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ঘাটতি	৩১	৭৯.৪৯%	৩৮	৮৪.৪৪%	৬৯	৮২.১৪%
নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে না	২	৫.১৩%	৯	২০%	১১	১৩.০৯%
সদর হাসপাতালে যাতায়াত সমস্যা	২৩	৫৮.৯৭%	৩১	৬৮.৮৬%	৫৪	৬৪.২৮%

n-৩৯ n-৪৫ n-৮৪

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিশিষ্ট-১১

কলেজে যেভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাতে ছাত্র/ছাত্রীরা সন্তুষ্ট কি-না

	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১১	২২%	৫	১০%	১৬	১৬%
না	৩৯	৭৮%	৪৫	৯০%	৮৪	৮৪%
মোট:	**৫০**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**	**১০০**	**১০০**

পরিশিষ্ট-১২

ছাত্রাবাসে থাকতে ছাত্র/ছাত্রীদের কোন অসুবিধা হয় কি-না

অসুবিধা হয় কি-না	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩৮	৭৬%	৪৫	৯০%	৮৩	৮৩%
না	১২	২৪%	৫	১০%	১৭	১৭%
মোট:	**৫০**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**	**১০০**	**১০০%**

পরিশিষ্ট-১৩

ছাত্রাবাসে/ছাত্রীবাসে থাকার অসুবিধার ধরন

অসুবিধার ধরণ	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব	২৫	৬৫.৭৯%	১৪	৩১.১১%	৩৯	৪৬.৯৮%
প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় না	৩৬	৯৪.৭৩%	৪২	৯৩.৩৩%	৭৮	৯৩.৯৮%
সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহের অভাব	১৫	৩৯.৪৭%	১৫	৩৩.৩৩%	৩০	৩৬.১৪%
সুপেয় পানির অভাব	৩৪	৮৯.৪৭%	৩৬	৮০%	৭০	৮৪.৩৪%
কক্ষে আলো বাতাসের ঘাটতি	৬	১৫.৭৯%	৫	১১.১১%	১১	১৩.২৫%
নিরাপত্তার অভাব	১৪	৩৬.৮৪%	২৫	৫৫.৫৫%	৩৯	৪৬.৯৯%
বাথরুমের ফিটিংসসমূহ নষ্ট	৩০	৭৮.৯৫%	৩৯	৮৬.৬৭%	৬৯	৮৩.১৩%
খেলাধুলা/ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা নেই	১৩	৩৪.২১%	২৫	৫৫.৫৫%	৩৮	৪৫.৭৮%

n-৩৮ n-৪৫ n-৮৩

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিশিষ্ট-১৪

ছাত্রাবাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সন্তুষ্ট কি-না

মতামত	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
সন্তুষ্ট	৯	১৮%	৩	৬%	১২	১২%
অসন্তুষ্ট	৪১	৮২%	৪৭	৯৪%	৮৮	৮৮%
মোট:	**৫০**	**১০০%**	**৫০**	**১০০%**	**১০০**	**১০০%**

পরিশিষ্ট-১৫

কলেজ লাইব্রেরির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের পরামর্শ

পরামর্শসমূহ	ছাত্র		ছাত্রী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রয়োজনীয় জার্নালের ব্যবস্থা করা	১২	২৪%	১৮	৩৬%	৩০	৩০%
ইন্টারনেট/ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা	২৭	৫৪%	৩১	৬২%	৫৮	৫৮%
ছাত্র-শিক্ষকের আলাদা পড়ার ব্যবস্থা	৮	১৬%	২২	৪৪%	২০	২০%
ক্লাস শেষে লাইব্রেরি খোলা রাখার ব্যবস্থা	২৫	৫০%	৩৭	৭৪%	৬২	৬২%
ডিজিটাল পদ্ধতিতে লাইব্রেরি পরিচালনা	১২	২৪%	১৫	৩০%	২৭	২৭%
এসির সংখ্যা বৃদ্ধি করা	২	৪%	-	-	২	২%
জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধি	২৭	৫৪%	১৮	৩৬%	৪৫	৪৫%
বইয়ের সংগ্রহ বৃদ্ধি করা	৩১	৬২%	২১	৪২%	৫২	৫২%
আসন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৭	৩৪%	২২	৪৪%	৩৯	৩৯%

n-৫০ n-৫০ n-১০০

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

পরিশিষ্ট- ১৬

কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যেসব প্যাকেজের নির্মাণ সমাপ্ত করা যায়নি সে সকল প্যাকেজ সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	টেন্ডার অনুযায়ী প্যাকেজের নাম	কার্যাদেশ অনুযায়ী		সময় বৃদ্ধি করা হয়ে থাকলে কোন তারিখ পর্যন্ত	অগ্রগতি (মার্চ '১৭ পর্যন্ত)		মন্তব্য
			কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)	
১	WD1	হাসপাতাল ভবন	০৫/১২/১৩	০৫/১২/১৫	-	১৭৬৬৮.৩১ (৮৫%)	৮৮%	চুক্তি বহির্ভুত ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব
২	WD8	স্টাফ নার্সেস ডরমিটরি	১৪/০৭/১৪	১৪/১০/১৫	-	৩৯৬.৭০ (৭৬%)	৭৮%	চুক্তি বহির্ভুত ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব
৩	WD9	নার্সিং ট্রেনিং কলেজ	০৯/০৩/১৪	০৯/০৯/১৫	-	১১৫৫.৫৯ (৮৯%)	৭৬%	চুক্তি বহির্ভুত ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব
৪	WD10	মসজিদ	২৪/০৩/১৫	১০/০৫/১৫	-	৫৮.১৩ (৪১%)	৫০%	২য় তলা নির্মাণের সিদ্ধান্ত হওয়ার বিলম্ব হচ্ছে
৫	WD11	১৫০০ ও ১৮০০ বর্গফুট কোয়ার্টার নির্মাণ	১৬/০৬/১৪	১৬/০৮/১৫	-	১০৫৩.৪১ (৮৭%)	৯৮%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
৬	WD12	কোয়ার্টার নির্মাণ (১২৫০ ও ১০০০ বর্গফুট)	০৯/০৬/১৪	০৯/০১/১৫	-	৭২১.০৬ (৯২%)	৮৮%	চুক্তি বহির্ভুত ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব
৭	WD13	কোয়ার্টার নির্মাণ (১০০০ বর্গফুট)	২২/০৭/১৪	২২/১০/১৫	-	২৪৯.৯৪ (৩৮%)	৪২%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
৮	WD14	কোয়ার্টার নির্মাণ (৮০০ বর্গফুট) (কলেজ)	১৬/০৭/১৪	১৬/১০/১৫	৩১/০১/১৬	৫১৫.২০ (৯৬%)	৮৯%	চুক্তি বহির্ভুত ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব
৯	WD15	কোয়ার্টার নির্মাণ (৬০০ বর্গফুট) (কলেজ)	০৯/০৬/১৪	০৯/০৯/১৫	-	১৫৯.৫৩ (৩৯%)	৪০%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
১০	WD16	৮০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার, (হাসপাতাল)	০৯/০৬/১৪	০৯/০৯/১৫	৩০/০১/১৬	৪০০.২১ (৮১%)	৮৫%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
১১	WD17	৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার, (হাসপাতাল)	২২/০৭/১৪	২২/১০/১৫	-	২৮৯.৭০ (৭২%)	৮৫%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
১২	WD19	প্রিন্সিপাল ও ডাইরেক্টরের কোয়ার্টার, মর্গ নির্মাণ	২৮/০৬/১৫	২৮/০৩/১৬	-	২৭৩.৩৩ (৭৬%)	৬৩%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
১৩	WD21	সীমানা প্রাচীর	২৯/০৯/১৩	২৯/০৯/১৪	-	৫৩৬.৪৫ (৯৬%)	৯৫%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
১৪	WD19	ভূমি উন্নয়ন	২৮/০৬/১৫	২৮/০৩/১৬	-	১৭৪.৯৩ (৪৬%)	৫০%	ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্ব হচ্ছে
১৫	WD23	ডিপ টিউব ওয়েল	১৬/০২/১৫	১৬/১১/১৫	-	২৮৩.৯৬ (৬৭%)	৮১%	সাব-স্টেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় বিলম্ব হচ্ছে
১৬	WD29	৮০০ কেভিএ সাব-স্টেশন	০৪/০৫/১৪	০৫/১১/১৪	-	২৮৫.০০ (৯৪%)	৯৫%	চালু করা হয়েছে
১৭	WD30	৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন	০৫/০১/১৬	০৫/০৭/১৬	-	৪০.০০ (৫৯%)	৯৫%	বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ার কারণে বিলম্ব হচ্ছে

পরিশিষ্ট- ১৭

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে মোট মঞ্জুরীকৃত বিভিন্ন পদ ও বর্তমানে কর্মরতদের সংখ্যা

ক্রঃ নং	মঞ্জুরীকৃত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত (সংযুক্তির মাধ্যমে কর্মরত)
১	অধ্যক্ষ	১	১
২	অধ্যাপক	৩	-
৩	সহযোগী অধ্যাপক	১৩	১০
৪	সহকারী অধ্যাপক	৩০	২৮
৫	কিউরেটর	১	-
৬	রেজিষ্টার/সিনিয়র কনসালটেন্ট	-	৪
৭	প্রভাষক	৩২	১৭
	উপ-মোটঃ	**৮০**	**৬০**
৮	ফার্মাসিষ্ট	১	-
৯	বায়োকেমিষ্ট	১	-
১০	প্রধান সহকারী	১	-
১১	হিসাব রক্ষক	১	১
১২	ষ্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	-
১৩	ষ্টেনোটাইপিষ্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	-
১৪	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১	১
১৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪	১
১৬	মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব)	৬	২
১৭	ষ্টোর কিপার	১	-
১৮	টেক্সিডারমিস্ট	১	-
১৯	কার্পেন্টার	১	-
২০	এনিম্যাল কেয়ার টেকার	১	-
	উপ-মোটঃ	**২১**	**৫**
২১	ডোম	২	-
২২	অফিস সহায়ক	১৫	১
২৩	আয়া	৪	-
২৪	টেবিল বয়	৪	-
২৫	বাবুর্চি	২	-
২৬	সহকারী বাবুর্চি	৪	-
২৭	মালী	১	-
২৮	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	-
২৯	প্লাম্বার	১	-
৩০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৬	-
	উপ-মোটঃ	**৪৩**	**১**
	সর্বমোটঃ	**১৪৪**	**৬৬**

পরিশিষ্ট- ১৮

হাসপাতালে মোট মঞ্জুরীকৃত বিভিন্ন পদ ও বর্তমানে কর্মরতদের সম্পর্কিত তথ্য

ক্রঃ নং	মঞ্জুরীকৃত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১	পরিচালক	১	কোন পদে এখন পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ মঞ্জুরী হওয়ার পর বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভেটিং-এর অপেক্ষা রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভেটিং প্রাপ্তির পর এবং হাসপাতাল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেই জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
২	চীফ কনসালটেন্ট	১০	
৩	উপ-পরিচালক	১	
৪	সহকারী পরিচালক	১	
৫	সিনিয়র কনসালটেন্ট	১২	
৬	জুনিয়র কনসালটেন্ট	১৮	
৭	আবাসিক চিকিৎসক/সার্জন	৫	
৮	সিনিয়র ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট	১	
৯	রেজিষ্ট্রার/সহকারী রেজিষ্ট্রার/সহকারী সার্জন	৫৫	
১০	ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট	৩	
১১	এনেসথেসিওলজিস্ট	৪	
১২	রেডিওলজিস্ট	১	
১৩	ডেন্টাল সার্জন	৪	
১৪	সেবা তত্ত্বাবধায়ক	১	
১৫	উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক	১	
১৬	বায়োকেমিষ্ট	১	
১৭	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	
১৮	ডায়েটিসিয়ান	১	
১৯	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	
২০	স্টোর অফিসার	১	
২১	স্টোর কিপার	১	
২২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	
২৩	হিসাব রক্ষক	২	
২৪	সহকারী হিসাব রক্ষক	২	
২৫	ক্যাশিয়ার	১	
২৬	নার্সিং সুপারভাইজার	৮	
২৭	সিনিয়র স্টাফ নার্স	১৬৫	
২৮	ফার্মাসিস্ট	৬	
২৯	ইসিজি টেকনিশিয়ান	১	
৩০	ইকো টেকনিশিয়ান	১	
৩১	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ফিজিও থেরাপি)	৩	
৩২	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব)	৯	
৩৩	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল)	১	
৩৪	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিও থেরাপি)	৪	
৩৫	কার্ডিওগ্রাফার	৪	
৩৬	ফিজিওথেরাপিস্ট	২	
৩৭	উচ্চমান সহকারী	২	
৩৮	প্রধান সহকারী	১	
৩৯	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৭	

ক্রঃ নং	মঞ্জুরীকৃত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	মন্তব্য
৪০	স্টেনোগ্রাফার	১	
৪১	স্টুয়ার্ড	১	
৪২	ইনস্ট্রমেন্ট কেয়ারটেকার	১	
৪৩	ওয়ার্ড মাস্টার	৩	
৪৪	লিনেন কিপার	৩	
৪৫	হাউজ কিপার	২	
৪৬	স্টেচার বেয়ারার	৬	
৪৭	টিকেট ক্লার্ক	৩	
৪৮	স্টেরিলাইজার কাম মেকানিক	২	
৪৯	কিচেন সুপারভাইজার	১	
৫০	জমাদার/সর্দার	৪	
৫১	ওটিবয়/ওটি এটেনডেন্ট	৬	
৫২	অফিস সহায়ক	২৫	
৫৩	মালী	২	
৫৪	নিরাপত্তা প্রহরী	৯	
৫৫	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৪০	
৫৬	ইলেকট্রিশিয়ান	২	
৫৭	লিফট অপারেটর	৬	
৫৮	ওয়ার্ড বয়	১৫	
৫৯	আয়া	১১	
৬০	বাবুর্চি/সহকারী বাবুর্চি	১২	
	মোটঃ	**৪৯৯**	

পরিশিষ্ট- ১৯

সৈয়দা নাফিজা ইসলাম নার্সিং কলেজের জন্য মোট মঞ্জুরীকৃত বিভিন্ন পদ ও বর্তমানে কর্মরতদের সংখ্যা

ক্রঃ নং	মঞ্জুরীকৃত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত
১	অধ্যক্ষ	১	কোন পদে এখন পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ মঞ্জুরী হওয়ার পর বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভেটিং-এর অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভেটিং প্রাপ্তির পর এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেই জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
২	উপাধ্যক্ষ	১	
৩	অধ্যাপক	১০	
৪	সহযোগী অধ্যাপক	১৪	
৫	সহকারী অধ্যাপক	৩৪	
৬	প্রভাষক	৫৭	
৭	ল্যাব ইনচার্জ	১	
৮	নার্সিং ইনস্ট্রাক্টর	১৩	
৯	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	
১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	
১১	লাইব্রেরিয়ান	১	
১২	আইটি ও কম্পিউটার অপারেটর	১	
১৩	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১	
১৪	পি.এ. টু অধ্যক্ষ	১	
১৫	অডিও ভিজুয়াল টেকনিশিয়ান	১	
১৬	আর্টিস্ট	১	
১৭	ক্যাটালগার	১	
১৮	উচ্চমান সহকারী	১	
১৯	হিসাব রক্ষক	১	
২০	স্টোর কিপার	১	
২১	হোম/হাউজ সিস্টার	১	
২২	ক্যাশিয়ার	১	
২৩	ড্রাইভার/গাড়িচালক	২	
২৪	হাউজ কিপার	৪	
২৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৭	
২৬	লাইব্রেরি সহকারী	২	
২৭	ল্যাব সহকারী	৮	
২৮	ইলেকট্রিশিয়ান	১	
২৯	ফটোকপিয়ার/ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	
৩০	অফিস সহায়ক (দপ্তরী)	১	
৩১	ক্যাশ সরকার	২	
৩২	রেকর্ড কিপার	১	
৩৩	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	২৭	
৩৪	নিরাপত্তা প্রহরী	১০	
৩৫	মালী	২	
৩৬	পাম্প মেশিন অপারেটর	১	
৩৭	প্লাম্বার	১	
৩৮	বাবুর্চি	৫	
৩৯	সহকারী বাবুর্চি	৫	
৪০	টেবিল বয়	৩৮	
৪১	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১২	
	মোটঃ	**২৭৫**	

পরিশিষ্ট- ২০

০৭/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত “শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গঠিত পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত	সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনে প্রতিফলন
১	সার-সংক্ষেপের অনুচ্ছেদসমূহের ক্রমিক নং আইএমইডি কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে/হয়। এ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করতে হবে।	সার-সংক্ষেপের অনুচ্ছেদসমূহের ক্রমিক নং আইএমইডি’র কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত প্রতিবেদনেও সেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- i-vii)।
২	প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ ক্রমানুযায়ী উল্লেখপূর্বক পুনর্বিন্যাস করতে হবে।	প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ ক্রমানুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৬৮-৬৯)।
৩	ক্লাশ শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি খোলা না রাখার কারণ হিসেবে জনবলের অভাব সংক্রান্ত বিষয়টি প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।	ক্লাশ শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরি খোলা না রাখার কারণ হিসেবে জনবলের অভাব সংক্রান্ত বিষয়টি প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৫৪)।
৪	যেসব স্থাপনার নির্মাণ কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে, সেসব স্থাপনা গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে বুঝে না নেয়ার কারণ প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে।	যেসব স্থাপনার নির্মাণ কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে, সেসব স্থাপনা গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে বুঝে না নেয়ার কারণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৫৬)।
৫	প্রতিবেদনের ৫নং সারণীতে উল্লিখিত ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালক ও কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে যাচাই-বাছাই পূর্বক সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ সঠিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক থাকতে হবে।	প্রতিবেদনের ৫নং সারণীতে উল্লিখিত ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালক ও কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে যাচাই-বাছাই পূর্বক সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ২৩-২৪)।
৬	প্রতিবেদনের ৮নং সারণীতে সরেজমিনে পরিমাপকৃত ভবন/স্থাপনার আয়তন সম্পর্কিত তথ্যাদির অধিকতর যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনে পরামর্শক পুনরায় মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করবেন। কিশোরগঞ্জের গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও পরামর্শক সম্মিলিতভাবে উক্ত সারণীতে উল্লিখিত তথ্যগত অসামঞ্জস্যতার বিষয়টির সমাধান করবেন।	প্রতিবেদনের ৮নং সারণীতে সরেজমিনে পরিমাপকৃত ভবন/স্থাপনার আয়তন সম্পর্কিত তথ্যাদির অধিকতর যাচাইয়ের জন্য পুনরায় ১১/০৫/২০১৭ তারিখে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয়েছে এবং গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাপূর্বক তথ্যগত অসামঞ্জস্যতা সমাধান করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৩৪-৩৫)।
৭	পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে ক্রয় সংক্রান্ত তিনটি প্যাকেজের কেস স্টাডিতে উল্লিখিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত বহির্বিভাগীয় সদস্যগণ কোন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।	পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে ক্রয় সংক্রান্ত তিনটি প্যাকেজের কেস স্টাডিতে উল্লিখিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত বহির্বিভাগীয় সদস্যগণ কোন কোন মন্ত্রণালয়ের তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৩৬-৪০)।
৮	পরিশিষ্ট ১৮ ও ১৯-এ মন্তব্য কলামে মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের নিয়োগ সম্পর্কিত অবস্থা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।	পরিশিষ্ট ১৮ ও ১৯-এ মন্তব্য কলামে মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের নিয়োগ সম্পর্কিত অবস্থা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৮৬-৮৮)।
৯	প্রতিবেদনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে কিছু বানান ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে যা সংশোধিত করে বাংলা প্রমিত বানানে ব্যবহার করতে হবে।	প্রতিবেদনের ভুল বানানসমূহ সংশোধন হয়েছে।
১০	টেকনিক্যাল কমিটির সভার মন্তব্য/সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করে আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে আইএমইডি’র নিকট প্রেরণ করতে হবে।	টেকনিক্যাল কমিটির সভার মন্তব্য/সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করে দাখিল করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট- ২১

৩০/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত	সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনে প্রতিফলন
১	নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্পের আওতায় যেসব স্কিমের কাজ কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা হতে পিছিয়ে আছে তার কারণ চিহ্নিত করার বিষয়ে রিপোর্টে বর্ণনা থাকতে হবে;	যেসব স্কিমের কাজ কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা হতে পিছিয়ে আছে তার কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৪৯);
২	প্রকল্পের ডিপিপি'র ডিজাইনে কোনো দুর্বলতা আছে কি-না যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে যথেষ্ট নয়/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে ডিপিপি'র সেসব দুর্বলতা চিহ্নিত করার বিষয়ে রিপোর্টের বর্ণনা থাকতে হবে;	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ডিপিপি ডিজাইনে কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়নি;
৩	১ম সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট নং ৯ এ উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহের সর্বশেষ বাস্তব অগ্রগতি ব্যক্তি পরামর্শক পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখপূর্বক দাখিল করবেন;	গত ০৬/০৬/১৭ তারিখে ব্যক্তি পরামর্শক প্রকল্প এলাকায় যেয়ে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-এর সাথে আলোচনাপূর্বক সর্বশেষ বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৯, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১);
৪	প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যক্রম প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিবেদনে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দিক নির্দেশনা থাকা আবশ্যক;	প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যক্রম প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিবেদনে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৬ ও ৬৮);
৫	Direct Purchase Method (DPM) এর মাধ্যমে প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়ে পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করার বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে;	Direct Purchase Method (DPM) এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য আরডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে এবং পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে (পৃষ্ঠা- ২১-২২);
৬	প্রকল্পের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জনবল নিয়োগের সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা এবং ঐ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রতিবেদনে থাকা আবশ্যক;	প্রকল্পের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জনবল নিয়োগের সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা এবং ঐ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রতিবেদনে দেয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫২ ও ৬৯);
৭	প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বিভিন্ন ভবনের কাঠের দরজা, আবাসিক ভবনের সেন্টারিং এবং স্যানিটারি কাজে যে সকল ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে এবং এর জন্য দায়ী কে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;	প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বিভিন্ন ভবনের কাঠের দরজা, আবাসিক ভবনের সেন্টারিং এবং স্যানিটারি কাজে যে সকল ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে এবং এর জন্য দায়ী কে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৫০);
৮	নির্বাহী সার-সংক্ষেপটি নতুনভাবে সাজিয়ে নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রাপ্ত চুম্বক অংশগুলোসহ আইএমইডির অন্যান্য নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অনুসরণ করে লিখতে হবে;	সুপারিশ মোতাবেক সার-সংক্ষেপটিতে পরিবর্তন করা হয়েছে;
৯	বিশুদ্ধ বানান ও ভাষা রীতি অনুসরণপূর্বক পরবর্তী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;	প্রতিবেদনে বিশুদ্ধ বানান ব্যবহার ও ভাষা রীতি অনুসরণপূর্বক সংশোধন করা হয়েছে;
১০	স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে ১ম সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনটি অবিলম্বে সংশোধন করে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে।	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিবেদনটি যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২২

১৫/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	কর্মশালার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ
১	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাবলীর দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দোষী ব্যক্তিদেরকে প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তি প্রদানের সুপারিশ রাখতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাবলীর দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দোষী ব্যক্তিদেরকে প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তি প্রদানের সুপারিশ রাখা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৬৬)।
২	৩১/০৫/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক ০৬/০৬/২০১৭ তারিখে শুণ্য অগ্রগতিসম্পন্ন প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনের উপর সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে সংযুক্ত রাখতে হবে।	৩১/০৫/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক ০৬/০৬/২০১৭ তারিখে শুণ্য অগ্রগতিসম্পন্ন প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনের উপর সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদ প্রতিবেদনে সংযুক্ত রাখা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৬৮, ৭৯-৮০)।
৩	মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক এবং অন্যান্য পদে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করতে হবে।	মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক এবং অন্যান্য পদে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৬৬-৬৭)।
৪	প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে "অধিকাংশ" শব্দটির পরিবর্তে "কিছু কিছু" শব্দ ব্যবহার করা যৌক্তিক হবে।	প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে "অধিকাংশ" শব্দটির পরিবর্তে "কিছু কিছু" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৩৩, ৩৯, ৪০, ৫০)।
৫	প্রতিবেদনে উল্লিখিত "মরগ" শব্দটির বানান শুদ্ধ করতে হবে। অন্যান্য বানান ও ভাষাগত শুদ্ধতার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	প্রতিবেদনে উল্লিখিত "মরগ" শব্দটির বানান শুদ্ধ করা হয়েছে এবং অন্যান্য বানান ভুলের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ১৭, ২৪, ২৯, ৩৪, ৭৪, ৮৩)।
৬	প্রকল্পটির মেয়াদ একবার ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	প্রকল্পটির মেয়াদ একবার ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিষয়টি প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং ৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট- ২৩

১৫/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর প্রণীত ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গঠিত পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত	সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনে প্রতিফলন
১	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ক্রমিক নং সঠিকভাবে সাজাতে হবে।	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ক্রমিক নং সঠিকভাবে সাজানো হয়েছে।
২	প্রতিবেদনের ৯ নং পরিশিষ্টে উল্লিখিত শূন্য অগ্রগতিসম্পন্ন প্রকল্প কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩১/০৫/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কতটির কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে।	প্রতিবেদনের ৯ নং পরিশিষ্টে উল্লিখিত শূন্য অগ্রগতিসম্পন্ন প্রকল্প কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ৩১/০৫/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কতটির কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ (পৃষ্ঠা- ৬৮, ৭৯-৮০)।
৩	৩১/০৫/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	৩১/০৫/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা- ৬৮)।

মো: খালেদুর রহমান
ব্যক্তি পরামর্শক
২৭২/১৪-ডি, বাতেন নগর আবাসিক এলাকা
মাজার রোড, মিরপুর, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১৫-৬২৩৭৯৯,ই-মেইল: khaled.mp53@gmail.com